৫৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৬ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা, ৩ ভাদ্র – ৯ ভাদ্র, ১৪২৯ ঃ ২০ আগস্ট – ২৬ আগস্ট, ২০২২

Kolkata : 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 43, 20 August - 26 August, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : প্রাণ বাঁচাতে যেখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন সেই আমেরিকার নিউ ইয়র্কের শুটোকোয়া ইনস্টিউটের

একটি সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানের মঞ্চে বারংবার ছুরিকাহত হলেন ৭৫ বছরের বৃদ্ধ লেখক সলমন রুশদি। অনুষ্ঠানের ঠিক আগে কালো পোশাক পরা হাদি মাতার আক্রমণ করে রুশদিকে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে হাদিকে।

রবিবার : পর্যটন শিল্পে বিনিয়োগকারীদের সুযোগ সুবিধা দিতে এক জানালা নীতি নিল রাজ্য সরকার। পর্যটন প্রোমোশন বোর্ডের

বৈঠকে এই সিদ্ধান্তের পাশাপাশি পর্যটনের প্রশিক্ষণ বিষয়ে আলাদা ব্যবস্থা চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পর্যটন শিল্পে বিনিয়োগের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে এই সিদ্ধান্ত।

সোমবার : পাকিস্তানের চরবৃত্তি করার অভিযোগে রাজস্থানের

ভিলওয়ারা ও পালি জেলা থেকে গ্রেফতার করা হল দুই ব্যক্তিকে। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে পাক গুপ্তচর সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রাক্তন সেনাকর্মীদের নামে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে সেনাদের বন্ধুত্বের ফাঁদে ফেলে তথ্য সংগ্রহ করছিল এরা।

মঙ্গলবার : স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্ণ করল ভারত। সারা দেশে নানা

অনুষ্ঠানে ৭৬তম স্বাধীনতা দিবস পালন করল ভারতবাসী। উড়ল ঘর ঘর তিরঙ্গা। দিল্লির রেড ফোর্টে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী। কলকাতার রেড রোডে পতাকা তুললেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী।

বুধবার : এআইএসএফ সংস্থার পরিচালনায় তৃতীয় পক্ষ

আদালত। তা ফিফার নিয়ম বিরুদ্ধ। তাই সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে নির্বাসিত করল ফিফা। ফেডারেশনের নিজস্ব কর্ম সমিতি পরিচালনার দায়িত্ব নিলে তবেই উঠবে নির্বাসন। অন্যথায় বাতিল হবে মেয়েদের অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপ আয়োজনও।

বৃহস্পতিবার : আধার নম্বর ছাড়া মিলবে না কোনও সরকারি

প্রকল্পের সুযোগ ও ভর্তুকি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ও রাজ্য সরকারগুলিকে এমনই নির্দেশ পাঠিয়েছে কেন্দ্র। কেন্দ্র সমীক্ষা করে দেখেছে ১৮ উর্দ্ধ দেশবাসীর আধার নম্বর রয়েছে।

শুক্রবার : বিশ্বের ২০টি দূষিত শহরের তালিকার প্রথম স্থানে দিল্লি।

দ্বিতীয় স্থানে কলকাতা। কলকাতায় দূষণের মাত্রা প্রতি কিউবিক মিটারে ৮৪ গ্রাম। মুম্বাই রয়েছে ১৪ নম্বরে। স্টেট অব গ্লোবাল এয়ার সংস্থার বিশ্বের ৭ হাজার শহর নিয়ে করা সমীক্ষায় উঠে এসেছে এই তথ্য।

সবজান্তা খবরওয়ালা

নেতাজিকে নিয়ে মিথ্যাচার অব্যাহত

কে 'কন্যা', কার 'ছাই'? প্রধানমন্ত্রী জবাব দিন

ড. জয়ন্ত চৌধুরী

স্বনামে নেতাজির ভারত প্রত্যাবর্তন রুখতে নেহেরু আমলে সাজানো হয়েছিল স্ত্রী-পুত্র-কন্যার গল্প। এছাড়াও নানা সম্পত্তি আত্মসাৎ করতে নেতাজির চরিত্র হননের ঘৃণ্য পথে দেশবাসীর অগোচরে নানা কুকীর্তি করেছিল নেহেরু-প্যাটেল জুটি। প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচিত নেতাজি ফাইলে স্পষ্ট নেতাজির তথাকথিত স্ত্রী এমিলি কিংবা কন্যা আদৌ আইনগত কিংবা জিনগতভাবে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কিত নন। অ্যানিটা পাফের জন্মের শংসাপত্রে, স্বরাষ্ট্র দফতরের গোপন রিপোর্টে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত। তবু বিস্ময়করভাবে কংগ্রেস আমলের মিথ্যাচারকে মান্যতা দিয়ে, নথিপত্রের প্রামান্য তথ্যকে উড়িয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দফতর মোদীজির নেতাজির ১২৫ জন্মবর্ষের হাই পাওয়ার কমিটিতে বিদেশিনী অ্যানিটাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে 'নেতাজি কন্যা' পরিচয়ে।

আড়াশো বছরের বেশি পুরনো নিশিচেন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মন্দিরে তাইওয়ানে সাজানো 'নেতাজির চিতাভস্ম' যা ইচিরের অকুরা নামে ২২ বছরের হৃদরোগে মৃত জাপানি সৈনিকের বলে জানা যায় (তার নামেই ডেথ সার্টিফিকেট)। সেটিকে একমাস পরে নেতাজির সফরসঙ্গী বলে কথিত হাবিবুর রহমান টোকিওর রেনকোজিতে নিয়ে আসেন। রেনকোজি মন্দিরটি ১৯৮৯ সালের ৪ সেপ্টেম্বর বিধ্বংসী আগুনে ধ্বংস হয়ে যায়। যখন মুখার্জী কমিশন সেই মন্দিরে তদন্ত করতে যায় তখন কোনও ভস্মাধার প্রদর্শনের লোক পাওয়া যায়নি। বলা হয় ছুটির দিন থাকায় মেকানিক নেই।

পরবর্তীকালে ভস্মাধারের জায়গায় রহস্যময়ভাবে চৌকোনো কাঠের বাক্সে আধপোড়া হাড়গোড়ের ছবি দেখতে পাওয়া যায়। ভারতীয় দূতাবাস থেকে পাঠান পাঁচটি রঙিন ছবিতে স্পষ্ট ওই একই বাক্সে ব্রাউন পেপারে

জন্মের শংসাপত্রে বাবার নাম নেই। মায়ের নাম এমিলি ক্যারোলিন শেঙ্কেল ও তার কন্যা অ্যানিটা ব্রিজেট শেঙ্কেলের জন্ম তারিখ ২৯ নভেম্বর ১৯৪২।

মোড়া কালো কালো কিছু ছাই। আইনগতভাবে কখনই ওই ছাইভস্ম ডিএনএ টেস্ট যেমন করা উচিত নয় তেমনি ওই ভস্ম থেকে হাড়গোড় হওয়া পদার্থগুলি থেকে ডিএনএ টেস্ট সম্ভব হলেও তা কখনই নেতাজির বলে প্রমাণ করা যাবে না। সঠিকভাবেই বিচারপতি মনোজ মুখার্জী ডিএনএ টেস্টের মতো বেআইনি পথে হাঁটেন নি। বিমান দুর্ঘটনা আদৌ সেদিন ঘটেনি— এই মর্মে তাইওয়ানের প্রশাসন যেমন জানিয়েছে তেমনি অজস্র নথিপত্র গোয়েন্দা রিপোর্ট ঘেঁটে বিচারপতি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন নেতাজি আদৌ তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় মারা যাননি। প্রতি বছর ১৫ আগস্ট ও ২৩ জানুয়ারির প্রাক্কালে নেতাজির সঙ্গে সম্পর্কহীন অ্যানিটা পাফ ও এদেশের কিছু রাজনীতিক ধুয়ো তোলেন রেনকোজির ছাইভস্ম ভারতে আনার জন্য। প্রাক্তন সাংসদ সুগত বসু গোপনে তথাকথিত নেতাজির চিতাভস্মের কিছু অংশ তাঁর বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন বলে তার বইতে লিখেছিলেন। প্রকৃত সত্যকে আড়ালে করতে এত বছর বাদেও কংগ্রেস, বিজেপি, শিবসেনার মত দলগুলি কেন ছাই আনতে মরিয়া তা রহস্যজনক। সময় এসেছে 'অসম্পূর্ণ' মুখার্জী কমিশন রিপোর্ট এই অজুহাতে একদা বাতিল করা কমিশনকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিচারকদের মাধ্যমে সম্পূর্ণ করার সাহস ও দায়িত্ব নেওয়া বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের। নেহেরু আমলের মিথ্যাচার জাতীয়তাবাদী দলের দাবিদার বিজেপি বহন করে নিয়ে চলেছে। কেন্দ্রে সরকার আসবে যাবে কিন্তু নেতাজির প্রতি অন্যায় অবিচারের কথাও লেখা হয়ে থাকবে ভারত ইতিহাসে।

হে নূতন...

ওঙ্কার মিত্র

বাংলার কবিদের মতো বাংলার রাজনীতিতেও নূতনের ভূমিকা অপরিসীম। স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আবহাওয়ায় যখনই নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে তখনই নূতন এসে উপস্থিত হয়েছে বারবার। একে পালাবদলই বলুন বা পরিবর্তনই বলুন, সবটাই সাময়িকভাবে ঝড়-বাদল থামালেও আখেরে কিন্তু এই নূতনের আগমণে তেমন কোনো লাভ হয়নি বঙ্গবাসীর। কোনও রকমে খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে বাঙালি কোনও দিনই চায়নি। সম্মান, অধিকার, সংস্কৃতি, বিকল্প ভাবনা বাঙালির সবচেয়ে বড় চাহিদা। তাইতো মাতৃভূমির পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে অকাতরে প্রাণ দিয়েছে বাঙালি। শুধু সম্মান নিয়ে বাঁচার আশায় শরনার্থী হয়ে অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করেছে বাঙালি। সমাজ বদলাবে বলে বিপ্লবের নামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বাঙালি।

অতীতের সব ঝড় থেমে গিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রের পথ ধরে যখন সর্বহারা-মেহনতী মানুষের মুষ্ঠিবদ্ধ হাতের ব্যাজ সেঁটে ১৯৭৭ সালে নূতন সরকার ক্ষমতায় এল তখন বাঙালি ভাবল এবার সুদিন এসেছে। অচিরেই ভাঙল সে ভুল। মাত্র একটি টার্ম। শুরু নিম্নচাপের ঘূর্ণন। নারকীয় হত্যাকাণ্ড, রাজনৈতিক সন্ত্রাস, সমাজের সর্বস্তরে রাজনীতিকরণ, শিক্ষা-স্বাস্থ্যে-শিল্পে-কৃষিতে একের পর এক ভুল সিদ্ধান্ত নিম্নচাপকে সাইক্লোনে পরিণত করল। প্রবীনতম মন্ত্রী আখ্যা দিলেন ঠিকাদারদের সরকার। শরিক দলের আর এক মন্ত্রী প্রশ্ন তুললেন মুখ্যমন্ত্রীর ছেলের সম্পত্তি নিয়ে। মন্ত্রীসভার দু নম্বর মন্ত্রী বললেন চোরেদের সরকার। গ্রামে শহরে স্থানীয় নেতারা ফুলে ফেঁপে উঠলেন দিনের পর দিন। ছড়িয়ে পড়ল সিন্ডিকেট রাজ, তোলাবাজি, দাদাগিরি। একদিন সর্বহারা নেতারা বুঝে ফেললেন দলে বেনোজল ঢুকেছে। আওড়াতে লাগলেন শুদ্ধিকরণের স্লোগান। কিছুই হল না। নেতারা বুঝেও যেটা বললেন না সেটা হল ততদিনে গলা পর্যন্ত বেনোজলে থৈ থৈ করছে দল। সে জল সরাবার ক্ষমতা নেই এতদিন ধরে চোখ বুজে প্রশ্রয় দেওয়া নেতাদের। ক্ষমতায় টিঁকে থাকতে শুরু হল অন্য খেলা।মুখ বদলাতে দেওয়া হল নূতনের ডাক। পোশাকি নাম 'উন্নততর বামফ্রন্ট'। সেটা কি, বুঝে ওঠার আগেই ২০০০ সালের ৬ নভেম্বর স্বাস্থ্যের কারণে জ্যোতি বাবুকে সরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী করা হল বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে। তিনি নাকি একেবারে আলাদা। ঘনঘন কর্মনাশা ধর্মঘটে বিশ্বাস করেন না। ডাক দিলেন কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যত। একেবারে আলাদা শাসক বুদ্ধবাবু চান শিল্প প্রসারের মাধ্যমে বিপুল কর্মসংস্থান। টাটা, জিন্ডাল, সালিমদের ঘনঘন আনাগোনা তখন রাইটার্স বিল্ডিং-এ। নতুন বোতলে পুরনো মদ ভরা চলছে দারুণ উৎসাহে।

এরপর পাঁচের পাতায়

প্রশ্ন চিহ্নের মুখে ইট ভাটা

অরিজিত মন্ডল

কেন্দ্রের জাঁতাকলে পড়ে বন্ধ হতে বসেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সমস্ত ইট ভাটা। যেকোনো ধরনের ঘরদোর হোক বা অফিস আদালত বানাতে জরুরি দ্রব্যের মধ্যে প্রধান দ্রব্য হল ইট। কিন্তু কেন্দ্রের জাঁতাকলে সেই ইটভাটা মালিকদের নাজেহাল অবস্থা। যার ফলে অল ইন্ডিয়া ব্রিক অ্যান্ড টাইলস ম্যানুফ্যাকচারার ফেডারেশনের পক্ষ থেকে ২০২২ এবং ২৩ এই গোটা একটা বছর সমস্ত দক্ষিণ বঙ্গের ইটভাটা বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মূলত ইটভাটা মালিকদের দাবি জিএসটি বেড়েছে ২৪০% থেকে ৬০০%। অন্যদিকে ইটভাটার ইট তৈরি অন্যতম দ্রব্য কয়লা, যার দাম বেড়েছে ৩৫০ শতাংশ। একটি ইটভাটা সাড়ে ৫০০ থেকে ৬০০

টন কয়লা লাগে যে কয়লা আগে টন পিছু আট হাজার টাকায় কেনা হতো সেই কয়লার দাম মেরে এখন হয়েছে টন পিছু কুড়ি থেকে বাইশ হাজার টাকা। অন্যদিকে শ্রমিক চুক্তির ওপরেও বসানো হয়েছে ১২ শতাংশ জিএসটি। পাশাপাশি পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের নামে ইট শিল্পের উপর একাধিক আইনি জুলুম চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। অন্যদিকে অতিরিক্ত ভর্তুকি দিয়ে ফ্লাই অ্যাশ ইট ও এ এ সি ব্লকের কাজে উৎসাহিত করলেও, ইট শিল্পের বিরুদ্ধে লাগাতার বৈষম্য চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। আর তা নিয়েই দিল্লিতে বারেবারে অল ইন্ডিয়া ব্রিক অ্যান্ড টাইলস ম্যানুফ্যাকচারার ফেডারেশনের পক্ষ থেকে এই বিষয়গুলি তুলে ধরা হলেও তারা কোনও সুরাহা করেনি। আর যার জন্য এই দীর্ঘ এক বছর ইটভাটা বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফেডারেশন।

এরপর পাঁচের পাতায়

ডুবল ট্রলার, রেড অ্যালার্ট জারি

কুনাল মালিক

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হয়েছিল নিম্নচাপ। শুক্রবার তা গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর দুই মেদিনীপুর, দঃ ২৪ পরগনা জেলায় শুক্রবার ও শনিবার ভারী বৃষ্টি হবে। দঃ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনও উপকূল এলাকায় রেড অ্যালার্ট জারি করেছে। মৎস্যজীবীদের শুক্র ও শনিবার সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এরই মধ্যে শুক্রবার সকালে সুন্দরবনের কেঁদো দ্বীপের কাছে একটি মাছ ধরার ট্রলার ডুবে যায় বলে সূত্র মারফৎ জানতে পারা যাচ্ছে। ১৮ জন মৎস্যজীবী নিখোঁজ আছে। শুক্রবার বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নামখানা সাগর কাকদ্বীপ ডায়মন্ড হারবারে ব্যাপক বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সাগর দ্বীপের বঙ্কিমনগরে নদী বাঁধ পরিদর্শন করেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। সেচ দপ্তর বিভিন্ন নদী বাঁধে নজরদারী করছে। জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরও উপকূল এলাকায় তৎপর আছে। সিভিল ডিফেন্সের স্বেচ্ছাসেবকরা বিভিন্ন নদী বাঁধ এলাকায় সতর্ক দৃষ্টি রাখছে। কলকাতাতেও শুক্রবার থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলা ভাগে বিতর্ক তুঙ্গে

কল্যাণ রায়চৌধুরী

অবিভক্ত চব্বিশ পরগণা জেলা প্রথম ভাগ হয় বিগত আশির দশকের প্রায় মাঝামাঝি। ১৯৮৬ সালে গঠিত এই জেলা দুটি হল উত্তর চব্বিশ পরগণা ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা। তখন রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার। এরপর জল অনেক গড়িয়েছে। প্রায় চার হাজার একশো বর্গ কিমি বিশিষ্ট উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় জনসংখ্যাও বেড়েছে অপ্রত্যাশিত হারে। ২০১১র আদমসুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ দশ হাজার। এহেন পরিস্থিতিতে প্রশাসনিক সুবিধার্থে জেলা ভাগ দরকার হয়ে পড়েছিল বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞমহলের একাংশ। ইতিপূর্বে উত্তর চব্বিশ পরগনার পুলিশ জেলাকে ভেঙে বনগাঁ পুলিশ জেলা ও বসিরহাট জেলা দ্বয় গঠন করা হলেও প্রশাসনিক কার্যালয়গুলি বারাসতে হওয়ায় প্রায় ১০০-১৫০ কিমি পথ বাসে ট্রেনে করে ছুটে যেতে হয় বারাসতে। সারাটা দিন কেটে যায় জেলার কাজ মেটাতে। বনগাঁ ও হাসনাবাদ লোকালের ভিড়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন অনেকেই। সেকারণে এই জেলা ভাগের সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে মনে করেন তারা।

বসিরহাট জেলার নামকরণ নিয়ে কিছু ঠিক না করলেও বনগাঁ জেলার নাম পাল্টে ইচ্ছামতী জেলা করার কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। এই নামকরণকে মেনে নিতে পারছেন না স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই। তাদের মন্তব্য, বনগাঁ নামের সঙ্গে দেশভাগ এবং মুক্তিযুদ্ধের সুদীর্ঘ ইতিহাস ভাবাবেগে জড়িয়ে আছে। ইছামতী কেবল বনগাঁ নয়, নদিয়া এবং উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, তাহলে কেন বনগাঁ জেলার নাম ইছামতী হবে? এমন প্রশ্নও করেন তারা।

প্রসঙ্গত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেলাভাগের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল থেকে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া পাওয়া গিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের বাগদা ব্লক সভাপতি পরিতোষ সাহা বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের দলনেত্রী।

তাঁর নীতি আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৯৮ থেকেই অর্থাৎ তৃণমূলের জন্মলাভ থেকেই আমি দলটা করে আসছি। এবং জন প্রতিনিধি হিসেবে প্রত্যেকবারই আমি থাকি। নেত্রী যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আমি সেই সিদ্ধান্তকে সম্মান জানাই ও সমর্থন করি। কারণ তিনি যে কাজগুলো করছেন তা জনহিতকর। কারণ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন মানবিক নেত্রী।' বিজেপির বারাসত সংগঠনিক জেলার সভাপতি তাপস মিত্র তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'এটা এক কথায় পরিকল্পনাহীন। তিনি যেটা করছেন, তার কোনও ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা বা প্রেক্ষাপট নেই। তার যেটা মনে হচ্ছে, তিনি তাই করছেন। জেলা ভাগ করতে গেলে যে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর দরকার তা নেই। আসলে এসব কর্মকাণ্ডগুলো করার অর্থ হল পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও অর্পিতা কাণ্ড, অনুব্রত কাণ্ড এইসব দুর্নীতি কাণ্ড থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘোরানোর চেষ্টা। তাই জেলাভাগসহ নানা চমকের আমদানি করা হচ্ছে। এতে জনগণের আখেরে কোনও লাভ নেই।' সিপিএমের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা সম্পাদকমন্ডলী এবং রাজ্য কমিটির সদস্য নেপালদেব ভট্টাচার্য বলেন, 'এখনও জেলা অফিসিয়ালি ভাগ হয়নি। একটা প্রস্তাব এসেছে। একটা জেলা তৈরি করতে গেলে তার হেড কোয়ার্টার সহ জেলাওয়াড়ি বিভিন্ন কর্মকাণ্ড আছে। আর বনগাঁর একটা ঐতিহ্য আছে। সুতরাং তাকে পাল্টে দেওয়ার কোনও মানে হয়না। আর ইছামতী এখন আর আগের মতো নেই।

এরপর পাঁচের পাতায়

জাহাজ পরিবহনে বিনিয়োগের সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতার তাজ বেঙ্গল হোটেলে গত ১৮ আগস্ট এক সাংবাদিক সম্মেলনে জাহাজ পরিবহনে বিপুল বিনিয়োগ আসতে চলেছে বলে জানালেন কলকাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পোর্টের চেয়ারম্যান বিনিত গোয়েল। তিনি জানান, দুদিন ১৭ ও ১৮ আগস্ট অনুষ্ঠিত মেরিটাইম পিপিপি কনক্লেভে এই সম্ভাবনা নিশ্চিত হয়েছে। ইতিমধ্যে খিদিরপুর ডকের জন্য আন্তজল পরিবহনে ১৮০ কোটি ও হলদিয়ার ২ নং বার্থের জন্য ৩০০ কোটি বিনিয়োগ করা হয়েছে। নেতাজি সুভাষ ডকেও ২০২৪এর মধ্যে পিপিপি মডেলে বিপুল বিনিয়োগ করা হবে। বলাগড়ে ২ জেটি তৈরির জন্য ৪০০ কোটি বিনিয়োগের প্রস্তাব আছে বলে শ্রীকুমার জানান। বিনিত কুমার বলেন কন্টেনার পরিবহনের জন্য গঙ্গাসাগর ও ডায়মন্ড হারবারে ভাসমান ক্রেন বসাবার পরিকল্পনা

রয়েছে ভবিষ্যতে। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পোর্টে তিনটি প্রকল্পে ৩-৪ বছরের মধ্যে ২৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে বলে জানান বিনিত। এমনকি সহজে পরিবহনের জন্য হুগলি নদীর তলা দিয়ে টানেল তৈরির জন্য বেসরকারি বিনিয়োগ আহ্বান জানানো হবে। তরল ও গ্যাস পরিবহনের জন্য হলদিয়ার শালুক খালিতে লিকুইড কার্গো হ্যান্ডলিং জেটি বানানোর প্রস্তাব রয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

'দিদির' সাজানো বাগান কি অচিরেই শুকিয়ে যাবে?

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০২১ সালে মার্জিন ভোটে জিতে বিজেপির ঝড় রুখে দিয়ে তৃতীয়বারের জন্য সরকার গড়েছেন মমতা ব্যানার্জী। দীর্ঘ দিন ধরে লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মমতা ব্যানার্জী তিল তিল করে তৃণমূলের বাগান সাজিয়েছেন পরম যত্নে। কিন্তু হঠাৎ করেই একের পর এক ঘটনার ঘনঘটায় আজ মনে হচ্ছে 'দিদির' সাজানো বাগান কেমন যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। ২০০৬ সালে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ব্যাপক মার্জিন নিয়ে বাম সরকার গড়েছিলেন। তৃণমূল সেবার বিরোধী দলের স্বীকৃতি পায়নি। তখন সবাই বিশেষ করে তৃণমূলী কর্মীরা ভেবেছিল আর কোনওদিন তৃণমূল ঘুরে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু হঠাৎ করেই সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-নেতাইয়ের ঘটনায় বাম সরকার কোনঠাসা হয়ে পড়ে। ২০১১ সালে সিপিএম ফিনিশ। শুরু হয় তৃণমূলের রাজত্ব।

ঠিক একই চিত্রনাট্য বর্তমানে প্রতিফলিত হচ্ছে। কয়লা-গরু-বালি-শিক্ষা সব ক্ষেত্রেই দুর্নীতির অভিযোগে বিদ্ধ তৃণমূল। পার্থ চট্টোপাধ্যায় জেল হেফাজতে, অনুব্রত মণ্ডল সিবিআইয়ের হেফাজতে। প্রতিদিন নানা

চাঞ্চল্যকর খবরে উত্তাল হচ্ছে রাজ্য। শ্রমিক থেকে অ্যাডভোকেট সকলের মুখেই বিদ্রোহ ও কটাক্ষের সুর তৃণমূলকে লক্ষ্য করে। দোর্দণ্ডপ্রতাপ অনুব্রত মন্ডলের মেয়ে সুকন্যা যখন কলকাতা হাইকোর্টে ঢুকছে পেছন থেকে আওয়াজ উঠছে চোর চোর গরু চোরের মেয়ে যাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ এই সব দৃশ্য দেখছে টিভির পর্দায়। তাদের চোখে ঘৃণা ঝরছে। পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করে জুতো ছুড়েছেন ছাপোষা গৃহবধূ। গত কাল আদালতে সকলের সামনে বেল না পাওয়া পার্থ বলেছেন 'কেউ ছাড় পাবে না'। পার্থর এই বচনে চিন্তা বাড়ছে তৃণমূলের অন্দরে। প্রশ্ন উঠছে কাকে উদ্দেশ্য করে পার্থ এই হুঁশিয়ারী দিলেন? মমতা ব্যানার্জী নাকি গোটা তৃণমূল দলটাকেই? পার্থের পাশে না থাকলেও 'দিদি' কেষ্টর পাশে থাকবে বার্তা দিয়েছেন। কিন্তু কেষ্টর যা কেলোর কীর্তি বের হচ্ছে বা আগামী দিনে হবে, তাতে করে কতদিন মমতা ব্যানার্জী তার পাশে থাকবেন সে নিয়েও যথেষ্ট সংশয় আছে। এছাড়াও সিবিআই-ইডির স্ক্যানারে তৃণমূলের অনেক হেভিওয়েট নেতা-নেত্রীরা আছেন।

মমতা ব্যানার্জী এখন থেকেই তাঁর কর্মী সমর্থকদের সচেতন করছেন রাস্তায় নামার জন্য। গত ১৪ আগস্ট বেহালার এক জনসভায় জনতার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেছেন আমার বাড়িতে সিবিআই গেলে আপনারা রাস্তায় নামবেন তো? জনতা চিৎকার করে বলেছেন হ্যাঁ। হঠাৎ দিদির কি হল? তিনি কি আশঙ্কা করছেন সিবিআই তার বাড়িতেও যেতে পারে।

আবার ভাইপোর ছবি নিয়ে কে বা কারা পোস্টার দিয়েছে ৬ মাসের মধ্যে নতুন তৃণমূল আসছে। তাহলে মমতার আদি তৃণমূলের সাজানো বাগান কি অচিরেই শুকিয়ে যাবে?

Alipur Barta: 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 43, 20 August - 26 August, 2022

কারেকশনে কিনলে বাড়লে বেচুন

অর্থনীতি

পার্থসারথি গুহ

কিছুদিন আগেও কারেকশন বলতে বাজারের সার্বিক সংশোধনীর কথাই বলা হচ্ছিল। ১৮ হাজারের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা নিফটির সামনে কারেকশনের কথা বলতেও কেমন যেন ধৃষ্টতা মনে হচ্ছে,তাই না। ঘটনা হল, কারেকশন তো হতেই হবে। আজ না হয় কাল। ফের একবার সাড়ে ১৮ হাজার হয়ে হবে না ২০ হাজারের পর, এটাই লাখ টাকার প্রশ্ন। অতীত অভিজ্ঞতা বলছে অনেক সময়ই তীরে এসে তরী ডোবার ঘটনা ঘটেছে ভারতের অর্থ বাজারে। অর্থাৎ আপনি ভাবলেন এই নিফটি ২০ হাজার হয়ে গেল, তো দেখা গেল ওভারনাইট পতনের হাত ধরে তাই প্রায় হাজার পয়েন্ট নিচে চলে এসে বড়মাপের সংশোধনী তৈরি করে দিল। এবারে যে তা ঘটবে না, সেটা কী আগে থেকে বলা যায়।

কিছুদিন আগে বিশ্বজনীন সংশোধনীর হাত ধরে ১৫ হাজারের কাছাকাছি চলে আসা নিফটি ফের একটা বুল শেপে ভর করে তার পূর্বতন উচ্চতার কাছে এসে ঘোরাফেরা করছে। যদিও বিশেষজ্ঞদের একটা অংশ এখনও বলে চলেছেন বাজারের বৃদ্ধি ১০–১২ শতাংশের বেশি কিছুতেই হবে না। বড়মাপের আপমুভে যেতে এখনও নিফটিকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। কথা হচ্ছে এই মুভে লিডার কারা? তা মার্কেট আপমুভ যদি নিফটিকে ২০ হাজারের কাছে নিয়ে যায় তখন হয়তো দেখা যাবে এসব সেক্টর আর তেমন বাড়ছে না। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে যে সব মিড ক্যাপ কাউন্টার তাদের ৫২ সপ্তাহ 'লো'কে ছুঁয়েছে তারা হয়তো আর ৫–৭ শতাংশ নিচে আসতে পারে। তার থেকে বেশি নিচে আসা মুশকিল বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। বরং মিডক্যাপ ও স্মলক্যাপ আগামী মুভমেন্টগুলিতে বড় ভূমিকা নিতে পারে বলেই ওয়াকিবহাল সূত্রের খবর।

নমোর কর্তৃত্ব বিস্তারে বাজার যে খুশি তার সংবর্ধনা ইতিমধ্যেই সম্পন্ন। এখন শুধু দেশ নয়, বিদেশের পরিসংখ্যানেও চোখ রাখতে হবে। এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো আমেরিকা তথা গোটা বিশ্বের অর্থনীতিতে যে সাময়িক মন্দা দেখা দিয়েছে তা যত দ্রুত কাটবে ততটাই তাড়াতাড়ি ভারত সহ অন্যান্য বাজার শুধরে যাবে। আর সেই কারেকশন বিশ্বব্যাপী

উত্তরাইয়ের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হবে। এরকম অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই অর্থবাজারে ট্রেড করতে হবে খুব সাবধানে। কম দামে পাচ্ছি বলে হামলে কেনা যেমন চলবে না, তেমনই ভালো শেয়ার ঠিকঠাক যতটাই দীর্ঘায়িত হবে ততটাই নিচের দিকে ঝোঁক থাকবে তামাম বাজারের। যথারীতি ভারতের বাজারেও আপাতত এই চড়াই–দাম না পেলে বিক্রি করাটাও ঠিক হবে না। এক্ষেত্রে যেটা করা যেতে পারে সেটা হল সাপোর্টের জায়গায় বারংবার কেনো আর রেজিস্ট্যান্স দেখলেই বেচো। এই নীতি চালিয়ে যেতে হবে ততদিন যতদিন বাজার পুরোপুরি ঠিক হচ্ছে না। এই অস্থিরতা যেমন আশঙ্কা জাগাবে পদে পদে, ঠিক তেমনই ট্রেডিংয়ের নানা কলাকৌশলেও রপ্ত করে তুলবে সাধারণ লগ্নিকারীদের।

এই মুহূর্তে হয়তো নিফটি আরও বেশ ওপরে যেতে পারে। শুধু তাই নয়। আগের উচ্চতাকে ক্রশ করে উর্দ্ধতন যাত্রার ভালো পটভূমিকা রয়েছে। সেক্ষেত্রে ১৯ হাজার হবে খুব আকারের সাপোর্ট। তার আগে হয়তো বারবার সাড়ে ১৮ হাজারের মানসিক সাপোর্ট নিয়ে বাজার ওপরে দাঁড়াবার চেষ্টা করবে। আর সাপোর্ট বলতে আপাতত ১৬–১৭ হাজার। অর্থাৎ ওপর নিচ মিলিয়ে ৩ হাজার পয়েন্টের একটা জায়গার মধ্যে ঘোরাফেরা করবে সূচক। যতক্ষণ ওপরের জায়গাটার ওপর নিফটি না দাঁড়াতে পারছে সাবলীলভাবে ততদিন ওপরে গেলে বেচতে হবে একাধিকবার। আর সাড়ে ১৭–র কাছেপিঠে (অবশ্যই কড়া স্টপ লস দিয়ে) কিনে নিতে হবে সেটা। সতর্ক থাকতে হবে সবসময়। যাতে যে কোনও সুযোগেই মাঝেমধ্যে মুনাফা তুলে নেওয়া যায়।

শেয়ার বাজারের এমন তুর্কীনাচক অবশ্য ট্রেডাররা বারংবার প্রত্যক্ষ করেছেন। কখনও পতনের জেরে হাহুতাশ জেগেছে আবার কখনওবা নাচনাকোদনের ঠেলায় অষ্টরম্ভা হওয়ার উপক্রম হয়েছে। তাও যারা প্রকৃত ট্রেডার তারা কিন্তু ঠিক মাথা উচু করে লড়ে যাচ্ছেন। কোনও আপস অ্যান্ড ডাউনেই বিচলিত হন নি। এই প্রসঙ্গে সদ্য প্রয়াত রাকেশ ঝুনঝুনওয়ালারা একটা উদ্ধৃতি ধার নেওয়া যায়। রাকেশ নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বলতেন, যখন জানবে সবাই হামলে পড়ে কিনছে, চারদিকে পজিটিভিটির ঢক্কানিনাদ তখন চুপিসারে বিক্রি করে বেরিয়ে আসতে হবে। আবার যখন সবাই ভয়ে কুঁকড়ে যাবে তখন সাহস করে কিনতে হবে। এভাবে চললে শেয়ার বাজার কখনও ঠকাবে না।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২০ আগস্ট – ২৬ আগস্ট, ২০২২

মেষ রাশি : গুরুজনদের শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি। ব্যবসায়ে মন্দা। ব্যয় বৃদ্ধি। বিবাহে বাধা। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি। চাকরি ক্ষেত্রে সাফল্য। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ায় পদোন্নতিতে বাধা। শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি। ধর্ম–কর্ম করার আগ্রহ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : কালো তিলের বীজের সাথে সাদা তিল মাছকে খাওয়ান।

বৃষ রাশি : অর্থের অপব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। নিজস্ব শিল্পী সত্তার বিকাশের সম্ভাবনা। সন্তান থেকে সুখ। সন্তানের পড়াশোনার ক্ষেত্রে পরীক্ষায় সাফল্য। চাকরিতে সমস্যা বৃদ্ধি। কোনও জায়গা থেকে হঠাৎ পতনের সম্ভাবনা। সতর্কতার সঙ্গে রাস্তা পারাপার হোন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। আয়ভাব শুভ।

প্রতিকার : তামার টৌকো টুকরোতে জাফরান মিশিয়ে গোলাপি কাপড়ে পুরে রাখুন।

মিথুন রাশি : কোনও বন্ধুর নিকট হতে কোনও কোম্পানিতে চাকরির খবর আসতে পারে। বেকারদের চাকরির সুযোগ আসতে পারে। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। সন্তানের ব্যবহারে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। চাকরিতে শুভ ফল লাভ। ভ্রমণ এড়িয়ে চলায় যুক্তিযুক্ত। অর্জিত অর্থ পেতে বিলম্ব। ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : গুরুজনের আশীর্বাদ নিন।

কর্কট রাশি : অকারণে উত্তেজিত হয়ে প্রিয়জনের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করতে পারেন। গুরুজনদের সঙ্গে কোনও বিষয় নিয়ে বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে সুনাম বৃদ্ধি। পদোন্নতিতে বাধা। অন্য কোনও ক্ষেত্র থেকে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : লাল কাপড় পরিধান করুন।

সিংহ রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিরোধের সম্ভাবনা। জ্ঞানি শত্রু বৃদ্ধি। চাকরি ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রের শিকার। চাকরিতে বাধা। স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি। দাম্পত্য মনোমালিন্য। চাকরিজীবিদের পদোন্নতির সম্ভাবনা ও মান সম্মান বৃদ্ধি। চাকরি প্রাপ্তি হওে শারীরিক কারণে কষ্ট থেকে বিরত থাকতে পারেন।

প্রতিকার : লক্ষ্মী চালিশা পাঠ করুন।

কন্যা রাশি : স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে কারণ থাকলেও সমস্যা মিটে যাবে। নতুন চাকরির সুযোগ আসতে পারে ব্যবসার প্রসারতায় এখন সুবর্ণ সুযোগ। আয় হলেও অর্জিত অর্থ পেতে বিলম্ব। শরীর অসুস্থ হলেও আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : গণেশকে লাড্ডু দিয়ে তা গরিবদের মধ্যে বিতরণ করুন।

তুলা রাশি : পরিবারের সাথে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে উন্নতিতে সুবর্ণ সুযোগ। ব্যবসায় প্রসারতায় কিছুটা সমস্যা থাকলেও তা কাটিয়ে অগ্রগতির পথে চলার সম্ভাবনা। বিবাহের ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মে পদোন্নতর সম্ভাবনা। আয় ভাব শুভ।

প্রতিকার : কালো পাড়ের সাদা ধুতি সাধুকে দান করুন।

বৃশ্চিক রাশি : ভাই বোনের ষড়যন্ত্রের শিকার হতে পারেন। সন্তান থেকে কোনও সুখবর পাওয়ার সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্কতার প্রয়োজন। জমি ক্রয় বিক্রয় নিয়ে পরিবারের সঙ্গে মতান্তর। কর্মে পদোন্নতি বিলম্বে। আয়ের সঙ্গে ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : মাছেদের আটার বল বানিয়ে খাওয়ান।

ধনু রাশি : স্বজনের বিরোধী মনোভাব মানকে পর্যুদস্ত করার সম্ভাবনা। সঞ্চয়ে বাধা। পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। সন্তানের অহেতুক আবদার মনকে অশান্ত করে তুলবে। চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা বৃদ্ধি। মান হানির সম্ভাবনা। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি।

প্রতিকার : ফুল গাছের টবে কালো বা সাদা মার্বেল রাখুন।

মকর রাশি : দাম্পত্য কলহ বৃদ্ধি। মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি। পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। সম্পত্তি নিয়ে গোলযোগের সম্ভবনা। ব্যবসায় বাধা। সরকারী কর্মীদের পদোন্নতিতে বাধা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। আয়ভাব শুভ। সন্তানের পড়াশোনার জন্য ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : ৫টি লোহার পেরেক ও চুন কালো ও সাদা কাপড়ে মুড়ে জলে দিন।

কুম্ভ রাশি : প্রিয়জনের নিকট থেকে সবরকম সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। বেকারদের চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা। বিশেষ করে কম্পিউটার সংক্রান্ত কাজ করে। ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। পদোন্নতির সম্ভাবনা আছে। চোখ ও পায়ের সমস্যা এছাড়া জরায়ু সংক্রান্ত সমস্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সাবধানে চলাফেরা করুন।

প্রতিকার : গণেশ চালিশা পাঠ করুন।

মীন রাশি : স্বজনের আচরণে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি। ভাই বোনের যাতে বিপদ না বাড়ে তাই রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করতে বলুন। আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে সাফল্য। ব্যবসার প্রসারতায় শুভ সময় বলা যায়। অবিবাহিতদের বিবাহের সম্ভাবনা। কর্মভাব শুভ। আয়ভাব খুব শুভ নয়।

প্রতিকার : দরিদ্র ছোট মেয়েদের চকোলেট বিতরণ করুন।

উত্তরের আঙিনায়

উত্তরে স্বাধীনতাযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : মধ্যরাত্রে পতাকা উত্তোলন করলেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ। ঠিক বারোটার সময় শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা প্রাঙ্গনে জাতীয় পতাকা তুললেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল সভাপতি। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির অগনিত তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী এবং সাধারণ মানুষ। সন্ধ্যা থেকেই শুরু হয়েছিল পতাকা উত্তোলন উপলক্ষে এক বিশাল আয়োজন। মেয়র গৌতম দেব এবং ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সমস্ত এমআইসি এবং কাউন্সিলারেরা।

সন্ধ্যা থেকে শুরু হয়েছিল বিশাল আয়োজনের। ঠিক রাত বারোটার সময় পতাকা উত্তোলন করে জাতীয় সঙ্গীত গাইলেন জেলা সভাপতি, মেয়র এবং ডেপুটি মেয়রেরা। সঙ্গে তাল মিলিয়ে গান করলেন অন্যান্য তৃণমূল কর্মী এবং সমর্থকেরা। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের সমস্ত কর্মীরাও। ভারতের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সেজেছে গোটা শিলিগুড়ি এই উপলক্ষে বিশাল আয়োজন করেছিল দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস।

হাতির মৃতদেহ ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : কালচিনি ব্লক–এর ভাটারপাড়া এলাকায় খালি জমিতে একটি হাতির মৃতদেহ পড়ে থাকার ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়।

ঘটনার বিষয় জানা গিয়েছে মঙ্গলবার রাতে খালি জমিতে হাতির মৃতদেহ পড়ে থাকার খবর আসে বনদপ্তরের কাছে, আশ্চর্যজনক ভাবে হাতির মৃতদেহের পাশে রয়েছে বড় গর্ত। বনদপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে হয়তো কেউ বা

কারা হাতির মৃতদেহটি ওই জায়গা সৎকারের জন্য নিয়ে আসে। বুধবার সকালে বনদপ্তর হাতির মৃতদেহটি উদ্ধার করে। কী কারণে হাতিটির মৃত্যু হয়েছে সেই ব্যাপারে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে।

গরম আটকাতে বৃক্ষেই ভরসা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাড়ছে গরম। সেই সঙ্গে বাড়ছে গাছের প্রয়োজনীয়তা। তাই শিলিগুড়িতে চলছে বৃক্ষরোপন। শিলিগুড়ির দুটি ওয়ার্ড–এর ১৬ এবং বাইশ নং ওয়ার্ডে চারাগাছ রোপন করলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার এবং তার অনুগামীরা। ডে: মেয়র জানালেন, আমাদের লক্ষ্য গোটা শিলিগুড়িকে সবুজে পরিণত করে তোলা। তাই

আমরা গাছ লাগিয়ে চলেছি শিলিগুড়ির জায়গায় জায়গায়। যেই গাছগুলো লাগানো হচ্ছে সেই গাছগুলিই ভবিষ্যতে ছায়া দেবে শিলিগুড়ির মানুষদের। যেটা শিলিগুড়ির মানুষের কাছে চরম উপকার হয়ে থাকবে। এদিন রঞ্জন সরকারের সাথে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির পনেরো এবং কুড়ি নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস সদস্য এবং সমর্থকেরা।

শহিদ স্মরণে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৫ আগষ্ট উপলক্ষে শিলিগুড়িতে আয়োজন করা হয়েছিল শহিদদের উদ্দেশ্যে নানান ধরনের শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে অনুষ্ঠানের। এই উপলক্ষে শিলিগুড়িতে জায়গায় জায়গায় শহিদদের নিয়ে আয়োজন করা হয়েছিল নানা ধরনের অনুষ্ঠানের। শিলিগুড়িতে ১৪নং ওয়ার্ডে শহিদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে আয়োজন করা হয়েছিল মোমবাতি দিয়ে

শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। সন্ধ্যায় শহিদদের ছবিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানালেন শিলিগুড়ির ১৪নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী এবং সদস্যরা। শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালেন কাউন্সিলার শ্রাবণী দত্ত এবং ওয়ার্ড সম্পাদক বিশ্বময় ঘোষ। শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে পিছনে ছিলেন না পথচারীরাও। সারাদিন পরে রাতেও শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে মানুষের উৎসাহের অভাবও ছিল না। সারাদিন পরে রাতেও মানুষ শহিদদের উদ্দেশ্য শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে উপস্থিত ছিলেন ছোট ছোট শিশুরাও।

রেড পান্ডা ও লেপার্ডের চামড়া সহ ধৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুটি রেড পান্ডার চামড়া ও একটি লেপার্ডের চামড়া সহ তিন জন বন্যপ্রাণী পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করলো বেলাকোবা বন বিভাগের বনকর্মীরা।

মঙ্গলবার বিকেলে বেলাকোবা রেঞ্জের রেঞ্জার সঞ্জয় দত্তের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে শিলিগুড়ি পিডব্লিউডি মোড় থেকে পাচারের আগেই বন্য প্রাণীর চামড়া সহ তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের নাম চন্দ্র প্রকাশ চেমজং,

গোবিন্দ সানবা লিম্বু ও ইয়াকপু শেরপা । ধৃতরা সকলেই নেপালের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। বেলাকোবা বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, দুটি বিলুপ্ত প্রজাতির রেড পান্ডার চামড়া ও একটা লেপার্ডের চামড়া ধৃতদের হেফাজত থেকে উদ্ধার হয়।

দিনদুপুরে গুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৮ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত সুকান্তনগর এলাকায় প্রকাশ্যে চলল গুলি। ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হলেন এক ব্যক্তি। আহত ব্যক্তির নাম বিদ্যুৎ সাহা। ঘটনায় তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

ঘটনাস্থলে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ভক্তিনগর ও আশিঘর ফাঁড়ির উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্তারা পৌঁছেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে গুলিবিদ্ধ ওই ব্যক্তি ওই এলাকায় জমির কারবার করেন। এর আগেও বিভিন্ন মামলায় গ্রেপ্তার হন তিনি।

জানা গিয়েছে এদিন বাইকে করে দুই দুষ্কৃতী এসে তার

বাড়ির নিচে ওই ব্যক্তিকে গুলি করে চম্পট দেয়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ব্যক্তিগত শত্রুতার জেরেই এই ঘটনা ঘটতে পারে। অন্যদিকে ঘটনায় গুলিবিদ্ধ ওই ব্যক্তিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানেই তার চিকিৎসা চলছে। তবে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ।

খুঁটি পুজোয় গণেশ চতুর্থীর সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ৩১ আগস্ট থেকে শুরু গণেশ পূজা, এদিন শিলিগুড়ি বিজন মার্কেট গণেশ পূজা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি খুঁটি পূজার মাধ্যমে গণেশ পুজোর সূচনা করলো।

গত দুই বছর করোনার কারণে এই পুজো অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। এই বছর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার কারণে ধুমধাম করে অনুষ্ঠিত হবে পুজো। সংশ্লিষ্ট কমিটি

থেকে জানানো হয়েছে আগামী ৩০ অক্টোবর গণেশ পূজার শুভ উদ্বোধন, চলবে আট দিন ধরে। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে বিভিন্ন কর্মসূচি রাখা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

জলপাইগুড়ি সীমান্তে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জমাদারপাড়া এলাকায় বিএসএফ অত্যাচার চালাচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে জোরদার আন্দোলন শুরু করল স্থানীয় বাসিন্দারা। অবিলম্বে অত্যাচার বন্ধ করার দাবিতে প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন নিয়ে পথ অবরোধে সামিল হন কয়েক হাজার মানুষ ।

জলপাইগুড়ি জেলার ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার বাসিন্দারা এই পথ অবরোধ করেন । সীমান্ত নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকে নগর বেরুবাড়ি এলাকার বাসিন্দারা মঙ্গলবার সকাল থেকেই পথ অবরোধে সামিল হন। অভিযোগ, এলাকার মানুষের দৈনন্দিন জীবন

জীবিকার উপর সমস্যা তৈরি করছে বিএসএফ। তাদের অভিযোগ, আগে প্রয়োজন মতো নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস বাড়িতে নিয়ে আসলে কোনও রকম সমস্যা ছিল না। হঠাৎ করেই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পথে বাধা দেওয়া হচ্ছে তাদের বলে অভিযোগ করেন তারা। এই অভিযোগে সীমান্তের সর্বত্রই ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে ।

মানুষের ক্ষোভ বাড়তে থাকায় পরিস্থিতি সামলাতে নেমে পড়ে স্থানীয় পুলিশ। তাদের হস্তক্ষেপেই পরিস্থিতির উন্নতি হয় কিছুটা।

মাদকমুক্তি বিষয়ক আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ শিলিগুড়ির ডন বস্কো স্কুলের ছাত্রদের সাথে একটি সেশনের আয়োজন করেছিল। সড়ক নিরাপত্তা, সাইবার নিরাপত্তা, নারীর বিরুদ্ধে অপরাধ এবং মাদকমুক্তি' বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

গৌরব শর্মা আইপিএস, কমিশনার শিলিগুড়ি, অভিষেক গুপ্ত আইপিএস, ডিসিপি ট্রাফিক শিলিগুড়ি, পূর্ণিমা শেরপা ডব্লিউবিপিএস, এডিসিপি এবং অন্যান্য আধিকারিকরা শিলিগুড়ির ডন বস্কো স্কুলের অধ্যক্ষের উপস্থিতিতে বক্তৃতা প্রদান করেন।

এদিন তিনি জানান, আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ ফাদার জোস, ডন বস্কো স্কুল, শিলিগুড়ি এবং সমস্ত সদস্যরা আমাদের সামাজিক এবং ব্যক্তিগত গুরুত্বের বিষয়ে শিশুদের সাথে যোগাযোগ করার অনুমতি দিয়েছেন। আগামীদিনে এই সব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস মাথায় রেখেই চলতে হবে আমাদের বলে জানান তিনি।

শব্দবার্তা ২১৩

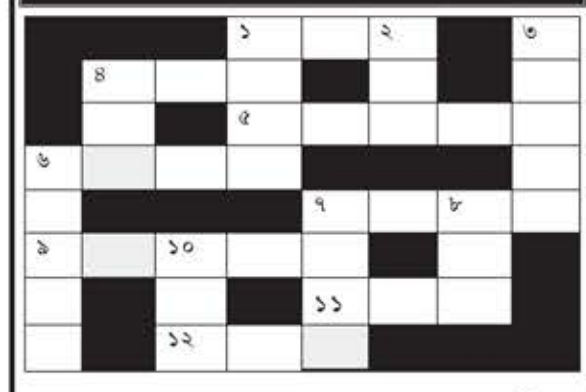

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। শূন্য, ব্যোম ৪। এক বাদ্যযন্ত্র ৫। চক্রবাল, দিগ্বলয় ৬। জলখাবার ৭। বাক্য বা শ্লোক রচনাকারী ৯। পরিবর্তন ১১। শক্তিবর্ধক ওষুধ ১২। উৎপত্তি।

উপর–নীচ

১। এঁর ছিল আশ্চর্য প্রদীপ ২। লজ্জা ৩। অদৃষ্টের বিড়ম্বনা সমার্থক ৪। বিগলিত, আর্দ্র ৬। নিমেষেই মুছে যায় এমন চিহ্ন ১০। তুষার।

সমাধান : ২১২

পাশাপাশি : ১। ব্যভিচার ৪। আয় ৫। অপার্থমানে ৭। প্রতোদ ৯। একক ১০। জাঁকজমক ১১। ধড় ১২। ঝালাপালা।

উপর–নীচ : ১। ব্যয় ২। চারপায়া ৩। মাইনে ৪। আনুতোষিক ৬। মানিকজোন ৮। রমিপচলা ১০। জাঁতানো ১১। ধলা।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

রাতের অন্ধকারে জাল চুরি , পাকড়াও অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাতের অন্ধকারে মাছ ধরার জাল চুরি। চুরি করে পালিয়ে যাওয়ার কয়েকদিন পর ধরা পড়ল যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে ফ্রেজারগঞ্জের জেটিঘাট এলাকায়। জনরোষের হাত থেকে কোনওরকমে ওই যুবককে উদ্ধার করে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় বেশ কয়েক মাস ধরে নামখানা ব্লকের ফ্রেজারগঞ্জের বিভিন্ন জায়গা থেকে মাছ ধরার নতুন জাল চুরি হয়ে যাচ্ছিল। স্থানীয় বাসিন্দারা অনেক চেষ্টা করেও কোনও মতেই চোরকে পাকড়াও করতে পারছিলেন না। অবশেষে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখতেই জালে ধরা পড়ল জাল চোর। বুধবার ধৃত ওই ব্যক্তিকে তুলে দেওয়া হয় ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার হাতে।

কয়েকদিন আগে জেটিঘাট এলাকার এক ট্রলার মালিকের বাড়ির খামার থেকে বেশ কয়েক বান্ডিল ইলিশ ধরার নতুন জাল চুরি হয়ে যায়। ওই ট্রলার মালিকের বাড়িতে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো ছিল। খোয়া যাওয়া জালের সন্ধান করার জন্য সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখতেই চক্ষু চড়ক গাছ। দেখা যায় রাতের অন্ধকারে একটি টোটো গাড়িতে করে বেশ কয়েক বান্ডিল ইলিশ ধরার জাল চুরি করে এক যুবক পালিয়ে যায়। এরপরেই ওই টোটো গাড়িটির সন্ধান চালাতে শুরু করে সকলে। অবশেষে ফ্রেজারগঞ্জের যেটিঘাটের কাছে আজ সকালে টোটোটিকে দেখা যায়। টোটো সহ টোটো চালককে আটক করে স্থানীয়রা। প্রথমে টোটো চালক পুরো ঘটনাটা অস্বীকার করে। এরপরে তাকে সিসিটিভি ফুটেজের পুরো ঘটনাটা

দেখানো হয়। পাশাপাশি স্থানীয়দের চাপে পড়ে চুরি করার পুরো ঘটনা স্বীকার করে নেয় সে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ধৃত ওই ব্যক্তির বাড়িও ফ্রেজারগঞ্জের কয়লাঘাটা এলাকায়।

একাই কী ওই ব্যক্তি জাল চুরি করত, না এর পেছনে আরো কেউ জড়িত রয়েছে। অভিযুক্তকে আটক করার পাশাপাশি জিজ্ঞাসাবাদ করে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশ।

ধরা পড়ে যাওয়ার পরেই জাল চুরি করা ধৃত ওই ব্যক্তি স্থানীয়দের জনরোষে পড়ে যায় । বেশ কয়েকজনের তৎপরতায় অবশেষে ওই ব্যক্তিকে জনরোষের হাত থেকে উদ্ধার করে তুলে দেওয়া হয় ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার হাতে।

চাকরির নামে প্রতারণা

সুব্রত মন্ডল : স্কুল শিক্ষক নিয়োগ মামলায় যখন দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তৃণমূলের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছে সিপিএম এবং বিজেপি, সেই সময় দাঁড়িয়ে এবারে চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা অভিযোগে গ্রেপ্তার হলো সোনারপুরের প্রভাবশালী বিজেপি নেতা ডাক্তার উত্তম মুখোপাধ্যায় ও তার ছেলে অর্ণব মুখোপাধ্যায়। বিগত পুরসভা নির্বাচনে এই ব্যক্তি বিজেপি প্রার্থী হয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে। বিদ্যুৎ দপ্তরে গ্রুপ ডি সহ নানা প্রশাসনিক পদে সরকারি চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার হল এক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ও তার ছেলে। সোনারপুরের বৈকণ্ঠপুরের বাড়ি থেকে তাদের ধরে সোনারপুর থানার পুলিশ। বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রচুর চাকরির নথিপত্র, সরকারি দপ্তরে কার্ড, নিয়োগ পত্র। বারুইপুর জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আসামিদের নাম, উত্তম মুখোপাধ্যায় ও ছেলে অর্ণব মুখোপাধ্যায়। কারোর কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা আবার কারোর কাছ থেকে কয়েক হাজার টাকা নিয়েছিলেন তিনি। রাজপুর টাউন তৃণমূলের সভাপতি শিবনাথ ঘোষ বলেন, ২০১৫ সালে উত্তমবাবু বিজেপির প্রার্থী ছিলেন ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে। ২০২২ সালে বিজেপির এজেন্ট ছিল তার ছেলে। অভিযোগকারীদের বক্তব্য, রাজ্য মন্ত্রিসভার প্রথম সারির দুই মন্ত্রীর নাম করে সরকারি চাকরি দেওয়ার ছলে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণা করেছিলেন এই দুজন। অনেককে টাকা ফেরত দিয়েছিলেন। আবার অনেককে টাকা ফেরত না দিয়ে চাকরি দেওয়ার নাম করে ঘুরিয়েছেন বছরের পর বছর। প্রত্যেকটি খামের উপর নবান্ন দপ্তর বলে উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও চিঠিতে প্রার্থীদের কাজে যোগদানের দিন লেখা রয়েছে।

বিষয়টি যে পুরোপুরি ভুয়ো, তা এই লেখাগুলি দেখলেই বোঝা যাচ্ছে। করোনার কারণে তাকে নাকি সরাসরি নিয়োগ করার অধিকার

দেওয়া হয়েছে, জেরায় এমনই দাবি করেছেন উত্তমবাবু। পুলিশ জানিয়েছে ১০ লক্ষের বেশিও টাকা প্রতারণা করেছেন বাবা-ছেলে। মোট কতজন প্রতারিত হয়েছে তার হিসেব চলছে। উত্তমবাবু শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ছেলে অর্ণবকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। রাজ্য মন্ত্রিসভার প্রথম সারির দুই মন্ত্রীর নাম করে সরকারি চাকরি প্রতারণা করছিলেন বাবা ও ছেলে। ধৃতের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে ৬০ থেকে ৭০ টি ভুয়ো নিয়োগ পত্র, জাল আইডি কার্ড, সরকারি চিঠি, ২২ হাজার টাকা ইত্যাদি।

'সীমা চ্যাটার্জি ঘোষ' স্মৃতি রক্তদান উৎসব

প্রিয় মুখার্জী : বারুইপুর নতুন ভোর সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার

সোসাইটি এর উদ্যোগে আয়োজিত হল প্রথম বর্ষের 'সীমা চ্যাটার্জি ঘোষ (অনু) স্মৃতি রক্তদান উৎসব'। শতাধিক মানুষ এই শিবিরে রক্তদান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান ব্যানার্জি, বারুইপুর পুরসভার পুরপ্রধান শক্তি রায়চৌধুরী, উপ-পুরপ্রধান গৌতম কুমার দাস, জেলা পরিষদের উপাধ্যক্ষ জয়ন্ত ভদ্র ও বিশিষ্টরা। আমন্ত্রিতরা আয়োজকদের উদ্যোগের প্রশংসা করে রক্তদানের প্রয়োজনীয়তা স্মরণ করিয়ে দেন। 'নতুন ভোর' এর সম্পাদক সজল মিত্র বলেন, যে এই শিবির তাদের বর্ষব্যাপী পরিকল্পনার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মত। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্র অভিনেতা সুমিত গাঙ্গুলী ও প্রখ্যাত ফুটবল প্রশিক্ষক সঞ্জয় সেন। পুরুষ এবং মহিলা মিলিয়ে প্রায় ১৫০ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

জোয়ারে ধসে গেল বাঁধ

ফ্রেজারগঞ্জ–পাথরপ্রতিমা

অমিত মন্ডল : পূর্ণিমার কোটালে নদীর জোয়ারের দাপটে নদীর বাঁধ ধসে গেল ৫০০ মিটার। ঘটনাটি ঘটেছে নামখানা ব্লকের ফ্রেজারগঞ্জ পঞ্চায়েতের বিজয়বাটি গ্রামের কালি স্থানে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় শনিবার রাতে যখন নদীতে জোয়ারের জল বাড়ছিল সেই সময় আচমকায় নদী বাঁধের কিছুটা অংশ ধসে পড়ে।

এই প্রসঙ্গে ফেজারগঞ্জ পঞ্চায়েত প্রধান গৌতম প্রামানিক বলেন, আমরা ওই জায়গাটা দেখে এসেছি। এক দু দিনের মধ্যে আমরা কাজ শুরু করব। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, পূর্ণিমার দিন থেকে নদীতে জোয়ারের জল বাড়ছে। ওই রাস্তাটা কংক্রিটের তৈরি। এমনকি পাইলেনও দেওয়া ছিল নদীর সাইড এরিয়ায়। কিন্তু নদীর জোয়ারের জলের তোড়ে সেই পাইলেনের মাটি সরে গিয়ে শনিবার রাতে ধস নেমেছে রাস্তাতে।

অন্যদিকে ফেজারগঞ্জ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিত জানা বলেন, প্রবল জোয়ারের দাপটে এটি হঠাৎ করে ভেঙে গিয়েছে। ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রথমে পাইলেন দেওয়া হয়েছিল। পরে এটা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে নষ্ট হয়ে যায়। পরে আবার ফ্রেজারগঞ্জ পঞ্চায়েতের উদ্যোগে নদীর সাইটে পাইলেন দেওয়া হয়। আগে দেখে এসেছি এবং আজ ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে নিয়ে যাচ্ছি। আমাদের পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে কীভাবে বাঁধটি রক্ষা করা যায় তার একটা ব্যবস্থা নিচ্ছি। পরে

ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট এটা নিয়ে ভাববে। তবে নদী বাঁধে এত বড় ধস দেখা দেওয়ায় আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা। ভাদ্র মাসে আবারো সাড়াসাড়ি কোটাল রয়েছে। তার আগেই যদি এই বাঁধ মেরামতি না করা হয়, তাহলে নোনা জল ঢুকে গোটা গ্রাম প্লাবিত হতে পারে।

অন্যদিকে পাথরপ্রতিমার কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে নদী বাঁধ ভেঙে নোনা জলে প্লাবিত হয়েছে। ওই ব্লকের জি প্লট গ্রাম পঞ্চায়েতের ইন্দ্রপুর গ্রামের কার্জন ক্রিক নদী বাঁধ, শ্রীধর নগর গ্রাম পঞ্চায়েতে, অচিন্ত্য নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিষ্ণুপুর গ্রামের ১৬৪ নম্বর বুথে নদী বাঁধ ভেঙেছে, দুর্বা চটি গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্বা চটি গ্রামের সেলেমারি নদী বাঁধ, কামদেব নগর গ্রামের গোবেদিয়া নদী বাঁধ, পশ্চিম চন্দননগর গ্রামের লিলু দাসের বাড়ির নিকট সপ্তমুখী নদী বাঁধ, গোপালনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে হরে কৃষ্ণপুর গ্রামে, পাথরপ্রতিমা কলেজ ময়দান এবং বাসস্ট্যান্ডে নোনা জল ঢুকে প্লাবিত হয়েছে। এর ফলে পাথরপ্রতিমার আমন ধানের রোয়া ক্ষতি হয়েছে, পানের বরজ এবং সবজি ও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে জানা যায়। এছাড়া অচিন্ত্য নগর পূর্ব শ্রীপতি নগর গ্রামের কে প্লট বামন ঘাট ও মই পিঠের ফেরি সার্ভিস বেশ কিছু সময় বন্ধ ছিল। যার ফলে যাত্রীরা জলবন্দি অবস্থায় আটকে ছিল। স্থানীয় দোকানদার এবং গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় তাদেরকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। নদীর জল কমলে ভগ্ন নদীবাঁধ গুলি অস্থায়ীভাবে মাটি দিয়ে মেরামতের কাজ করা হচ্ছে বলে জানান পাথরপ্রতিমা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য দুলাল মন্ডল। তবে দীর্ঘদিন নদী বাঁধে মাটি না দেয়ার কারণে এই সমস্যা দেখা দিয়েছে বলে তিনি জানান। স্থায়ী ভাবে নদী বাঁধ মেরামতের আরজিও তিনি জানিয়েছেন ব্লক প্রশাসনের কাছে। নিম্নচাপ কেটে গেলে স্থায়ী ভাবে নদী বাঁধের কাজ করা হবে বলে জানান পাথর প্রতিমার ব্লক প্রশাসন।

ভয় মুক্ত গণতান্ত্রিক পরিবেশের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডাঃ হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে গত ১৮ আগস্ট দঃ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর ২ নম্বর ব্লকের বিডিওর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। মোট ন' দফা দাবি ছিল। এলাকায় ভয়মুক্ত গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। রাজনৈতিক হিংসা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। সভা সমিতি ও আন্দোলন স্বাধীনভাবে করার অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। আগামী নির্বাচনগুলিতে মানুষের ভোটাধিকার সুস্থভাবে

প্রয়োগ করার ব্যবস্থা করতে হবে। পঞ্চায়েত সমিতি ও পঞ্চায়েতে টাকা তছরূপ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং তছরূপকারীদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম পরিবর্তন অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। এলাকায় তৃণমূল আশ্রিত সমাজ বিরোধীদের অসামাজিক কার্যকলাপ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিজেপির কনভেনর নীতিশ মণ্ডল, সহ সভাপতি সুফল ঘাঁটু, জেলা সদস্য অভিজিৎ বাগ, অখিল মান্না, শ্যামল খাঁ, মণ্ডল সভাপতি মিন্টু জানা, রঞ্জিত মণ্ডল, পিন্টু ঢালি সহ অন্যান্য নেতা-কর্মী। ওইদিন বজবজ-২ নম্বর ব্লকেও বিজেপির পক্ষ থেকে একই দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা চিত্তরঞ্জন গায়েন, গৌতম প্রামাণিক, সজল আদক।

সুবিধার জন্য অতিরিক্ত ট্রেন দাঁড়ানোর দাবি নিত্য যাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘ প্রায় এক যুগ পর শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং লাইনের মাতলা ষ্টেশনে ট্রেন চালু হয়েছে। আগে নামকরণ করা ছিল চাঁদখালি হল্ট। গত ১৫ অগাস্ট স্বাধীনতা দিবসের দিন ষ্টেশনের নাম পরিবর্তন করে করা হয়েছে মাতলা হল্ট ষ্টেশন।স্বাধীনতা দিবসেই মাতলা ষ্টেশন তার ঐতিহ্য ফিরে পেয়েছে। ওই দিনই শুরু হয়েছে ট্রেন চলাচল। নতুন ষ্টেশনে ট্রেন চলাচল শুরু হওয়ায় সুবিধা হয়েছে হাজার হাজার নিত্য ট্রেনযাত্রী থেকে শুরু করে এলাকার স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের। ষ্টেশন দিয়ে সারা দিনে আপ ও ডাউন মিলিয়ে মোট ৮ ট্রেন

ষ্টেশনে দাঁড়াবে এমনটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্বরেল। সেই সূচি অনুযায়ী ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে। নিত্য ট্রেনযাত্রী থেকে শুরু করে স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা খুশি হলে ও তাদের দাবি অন্যান্য ষ্টেশনের মতো সন্ত ট্রেন যদি মাতলা হল্ট ষ্টেশনে থামে তাহলে আশাদের যাতায়াতের সুবিধা হবে। তা না হলে চাতকের মতো অধীর অপেক্ষায় ষ্টেশনে বসে থাকতে হবে। নিত্যযাত্রী অনিল সরদার, বৃহস্পতি মন্ডল,পুলক নস্করদের দাবি, সকাল ৯ টার পর বিকাল ৫ টায় আপ ট্রেন রয়েছে। লাভ কী তাতে? কেউ যদি কলকাতায় যায় প্রয়োজনের তাগিদে কিংবা হাসপাতালে যায়, তাকে তালদি কিংবা ক্যানিং থেকে ট্রেন ধরতে হবে। ফলে মাতলা হল্ট ষ্টেশন হলেও ভোগান্তি থাকছে। যাত্রীদের সুবিধার জন্য সমস্ত ট্রেন মাতলা ষ্টেশনে থামলে একদিকে যেমন যাত্রীদের সুবিধা হবে, তেমন রেলও লাভবান হবে। অন্যদিকে স্থানীয় বঙ্কিম সরদার কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের মৌমিতা কয়াল,সুবোধ সরদার,মণিমালা সা দের দাবি, মাতলা হল্ট ষ্টেশনে সমস্ত ট্রেন দাঁড়ালে আমাদের মতো ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হবে।বিশেষ করে কলেজের পরীক্ষার সময়।অনেক সময় ১ টা থেকে পরীক্ষা থাকে। সেই সময় কোনও ট্রেন নেই।আমাদের ঘুরপথে তালদি কিংবা ক্যানিং ষ্টেশনে নেমে কলেজ যেতে হবে।

মনসা পুজোতে সচেতনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বুধবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং-১ ব্লকের মাতলা অঞ্চলের ঘোষপাড়া এলাকায় কুন্ডু বাড়িতে শাস্ত্রীয় মতে নিষ্ঠা সহকারে মনসা পুজো হয়। দেখতে দেখতে এই কুন্ডু বাড়ির মনসা পুজো ১০০ বছরে পদার্পণ করল। বাংলাদেশ এই পুজোর সূচনা হয়। তবে ক্যানিং ঘোষপাড়ায় এই পুজো ৫০ বছরে পদার্পণ করল। এদিন পুজোকে কেন্দ্র করে ভক্তদের ঢল ছিল চোখে পড়ার মতন। আর এই পুজোকে কেন্দ্র করে সাপ বিষয়ে সাধারণ মানুষজনকে সচেতন করে তুললেন মাতলা-১ অঞ্চলের আশা ও স্বাস্থ্য কর্মীরা। এদিন আশা ও স্বাস্থ্য কর্মীরা বলেন, সাপে কাটলে ওঝা বা গুনিনের কাছে নিয়ে যাবেন না। সাপে কাটলে সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাবেন। বর্তমানে ক্যানিং মহকুমা সর্প হাসপাতালে উন্নত মানের চিকিৎসা হচ্ছে। কুন্ডু পরিবারের সদস্য অনুপ কুন্ডু ও সাগরিকা কুন্ডু বলেন, এই মনসা পুজোর সূচনা হয় বাংলাদেশ। কিন্তু কুন্ডু পরিবারের সদস্যরা যখন বাংলাদেশ থেকে এখানে চলে আসে তখন থেকেই এই ক্যানিং ঘোষপাড়ায় এই পুজো হচ্ছে। দেখতে দেখতে এই মনসা পুজো ১০০ বছরে পদার্পণ করল। তারা আরও বলেন একটা সময় এই সমস্ত জায়গায় জঙ্গল ছিল এবং সাপের উপদ্রব ও ছিল। ফলে তখন

কুন্ডু পরিবারের সদস্যরা এখানেই শুরু করে মনসা পুজো গ্রামের মানুষজনকে সঙ্গে নিয়ে। তবে সাপে কাটলে ওঝা বা গুনিনের কাছে নয়। সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এ বিষয়ে সচেতন করা হয় সাধারণ মানুষজনকে।

সাড়ম্বরে গণবিবাহ

অর্ঘ্য রায় : দক্ষিণ ২৪ পরগনার ছবি মহলে বিয়ে ৮ দম্পতির বসেছে বিবাহের আসর, আর সেখানেই জমিয়ে থাকবে খাওয়া দাওয়া, আলোর রোশনাই, সাজ গোজ সেটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু কখনও মনে করতে পারেন লাখ লাখ টাকা খরচ করে নামী রিসোর্টে, রকমারী খাবার, তত্ত্বে ভরিয়ে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টকে দিয়ে সাজানো ঝাঁ চকচকে গণবিবাহের আসর। ভাবতেই পারছেন না তো? কিন্তু এমনই মানবিকতার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর ব্লকের লাভ ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন ও শ্রী ভারতবর্ষীয় মাড়ওয়ারী সমাজ সহযোগে গঠিত ক্রিয়াযোগ জ্ঞানপীঠ আশ্রম।

মঙ্গলবার শুভ তিথি দেখে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরার উপস্থিতিতে সাগর কমলপুর মৌজার বিলাস বহুল রিসর্ট ছবি মহলেই আয়োজিত হয় ৮ দম্পতির বিবাহ অনুষ্ঠান। তাদের আশীর্বাদ করে স্বয়ং মন্ত্রী এই উদ্যোগকে সাধুবাদও জানান। মানুষ হয়ে মানুষের পাশেই থাকা উচিত, পৃথিবীতে সমতা থাকা উচিত। ঠিক সেই মানবিকতার জায়গা থেকে তার এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন মাড়ওয়ারী সমাজের কর্ণধার থেকে আশ্রমের মহারাজ। যে পৃথিবীতে ধর্মীয় হিংসায় একে অপরের প্রাণ কেড়ে নিতে দুবার ভাবে না। জাত পাতের বিচারে জলের গ্লাসে হাত দিলে জোটে মারধর, মলে, হাটে, বাজারে, দোকানে শুধু ক্লাসিফিকেশনের চর্চা, সম্পত্তির জেরে রক্তের সম্পর্ক অস্বীকার করে চলে একের পর এক ছুরির কোপ কিংবা ফায়ারের শব্দে কেঁপে ওঠে বাতাস। ঠিক সেই পৃথিবীতেই রক্তের সম্পর্ক না থাকা ৮ দম্পতির বিবাহ অনুষ্ঠান ক্ষুদ্রস্বার্থ ত্যাগের মধ্যে দিয়ে মানবিকতা বহিঃপ্রকাশের শিক্ষা এই বিবাহ তা বলাই বাহুল্য।

তফসিলি ফেডারেশনের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০১৪ সালের টেট পাশ বঞ্চিতদের শিক্ষক পদে নিয়োগের দাবিতে ১৭ আগস্ট ২০২২ তারিখ বুধবার, তপসিলি ফেডারেশনের পক্ষ থেকে রেড রোডে (ময়দান, ধর্মতলা) বাবাসাহেব ড. আম্বেদকরের মূর্তির

পাদদেশে গণধর্না এবং বিধানসভা অভিযান সঙ্ঘটিত হয়। এদিন সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর কাছে প্রধানত পাঁচ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করা হয় বলে জানালেন তফসিলি পেডা ফেডারেশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক। তিনি বলেন, 'প্রথম প্যানেল প্রকাশের তারিখ ৩১ জানুয়ারি, ২০১৭ থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পুরুলিয়ার 'টিচার্স অ্যাপ্রুভাল' লিস্টের তারিখ ১৩ অক্টোবর, ২০১৮ পর্যন্ত মোট কটা প্যানেল হয়েছে এবং কত সংখ্যক এসসি, এসটি, ওবিসি সেলের ক্যান্ডিডেটকে চাকরি দেওয়া হয়েছে বা কাদের দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অন্ধকারে। কারণ, পর্ষদ সম্পূর্ণ নিয়োগটা এসএমএস এবং ই-মেলের মাধ্যমে করেছে। কখনোই কোনও লিস্ট বা তালিকা প্রকাশ করেনি।

তালিকা প্রকাশ না করার অর্থ হল, অস্বচ্ছতা। বাবা সাহেব ড. আম্বেদকরের দীর্ঘ লড়াইয়ের ফসল এসসি, এসটি, ওবিসিদের রক্ষা কবচ 'সংরক্ষণ' সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার। তাই সংরক্ষণনীতি মেনে সংরক্ষিত আসন পূরণ করতে হবে। এছাড়া কেন্দ্র সরকারের শিক্ষানীতির অজুহাতে রাজ্য সরকারের দেওয়া ২০১৪ সালে নোটিফিকেশন অমান্য করে টেট পাশ কোনও ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষক নিয়োগের থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।'

অমৃত মহোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগণার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী হেলেঞ্চায় ড. বি আর আম্বেদকর শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ে ভারতের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে 'আজাদি কা মহোৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। এই

মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন বাগদা ব্লকে কর্মরত ৬৮ নং ও ১০৭ নং ব্যাটেলিয়নদ্বয়ের দুই সি ও (কমান্ডির অফিসার) যোগেন্দ্রনাথ আগরওয়াল ও সুনীল কুমার সহ টু আই সি ও পি শর্মা, ডি সি বীরবল সাহেবের সাথে ছিলেন কয়েকজন এসি, ডিআইবি ও সংশ্লিষ্ট বিএসএফ জওয়ানগণ। উপস্থিত ছিলেন কলেজটির রূপকার তথা অধ্যক্ষ ড. চিত্তরঞ্জন দাশ, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও ছাত্রছাত্রীগণ। এদিন বিএসএফের কমান্ডেন্টদ্বয় যৌথভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিচালনায় ছিল কলেজের সাংস্কৃতিক উপসমিতি ও সার্বিক সহযোগিতায় ছাত্র কল্যাণ উপসমিতির ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়।

স্বাধীনতা দিবস ও স্বচ্ছ ভারত অভিযান

বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৫ আগস্ট স্বাধীনতার ৭৬তম বর্ষ এবং আজাদি কী অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে ভারত সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অধীনস্থ সংস্থা বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের

উদ্যোগে এবং গাববেড়িয়া আমরা সবাই সংঘের ব্যবস্থাপনায় এক ঐতিহাসিক র‍্যালি অনুষ্ঠিত হল। তার আগে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি পালিত হয়। র‍্যালিতে ৫০০ জন মানুষ অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাট আউট, ব্যান্ড সহ ৩০০ ফুট জাতীয় পতাকা বহন করা হয়। মিছিলে পা মেলান বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর ডাঃ রজত শুভ্র নস্কর, প্রশিক্ষক কামিনী কুমার গুছাইত, বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রীতম দত্ত এবং গাববেড়িয়া আমরা সবাই সংঘের সম্পাদক সুফল ঘাঁটু ও নীতিশ মণ্ডল প্রমুখ। দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করেন তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের শিল্পী বাবলী ব্যানার্জী। বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিসটেন্ট কপিল কুমার বলেন, স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের পাশাপাশি স্বচ্ছ ভারত অভিযান কর্মসূচিও পালিত হয়। বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর ডঃ রজত শুভ্র নস্কর বলেন, গত

১৫ দিন ধরে আজাদী কী অমৃত মহোৎসব উপলক্ষ্যে দফতর নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। জেলার বিভিন্ন ব্লকে প্রভাতফেরী ও হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি রূপায়িত হয়েছে। ১৩ ও ১৪ আগস্ট যথাক্রমে জীবন মণ্ডল হাট ও ঝড়খালীতে আজাদী কী অমৃত মহোৎসবের কাউন্টডাউন কর্মসূচি হয়। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বিজেপির সভাপতি উৎপল নস্কর, বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অলোক হালদার, জয়নগর ব্লকের মায়া হাউড়ী, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রবীন সরদার, বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি অসীম সাঁফুই। অনুষ্ঠানকে সফল করতে বিশেষ উদ্যোগ নেন প্রাক্তন স্বেচ্ছাসেবক রিনি মজুমদার ও জয়নগর-২ ব্লকের স্বেচ্ছাসেবক প্রশান্ত ঘরামী।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৬ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা, ২০ আগস্ট – ২৬ আগস্ট, ২০২২

বাংলা নীরব কেন

এককালে বাংলায় ন্যায় এবং সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য যে সুখ্যাতি ছিল তা আজ উধাও হয়ে গেছে। এক সময় মিছিল নগরী নামে কলকাতাকে চিহ্নিত করেছিল জাতীয় কংগ্রেস। সে সময়টা ছিল বামপন্থী যুগ। সময় পাল্টেছে, পাল্টে গেছে বোধহয় রাজনৈতিক নীতি বোধও। নইলে চূড়ান্ত মিথ্যাকে দিনের পর দিন নানা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নেতাজির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নামে ভণ্ডামী করে চলেছেন বছরের পর বছর।

আদালতের নির্দেশে ভারতে নেতাজি তদন্তের জন্য তৃতীয় বার কমিশন গঠন করা হয়েছিল। বিচারপতি মনোজ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ছয় বছর ধরে নানা অসহযোগিতার মধ্য দিয়ে তদন্তের কাজ শেষ করেছিল তারা। মুখার্জী কমিশন অত্যন্ত বাস্তব সম্মতভাবে তাদের তদন্ত চালিয়েছিল। স্পষ্টভাবে রিপোর্টে জানিয়েছিলেন এক সদস্যের এই কমিশন যে ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট আদৌ কোনও বিমান দুর্ঘটনা ঘটেনি তাইহোকুতে। বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু কিংবা চিতাভস্ম প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ অবাস্তব। জওহরলাল নেহেরু তার নিজের সুবিধার্থে রেঙ্কোজির গল্পকে বংশানুক্রমে এবং রাজনৈতিকভাবে পল্লবিত করার চেষ্টা করেছেন। নেহেরু ও ইন্দিরা আমলে গঠিত শাহনওয়াজ কমিটি ও খোসলা কমিশনের রিপোর্টকে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণ করেছে মুখার্জী কমিশন। ২০০৬ সালে লোকসভায় মনমোহন সিংয়ের ক্যাবিনেটের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শিবরাজ পাতিল অ্যাকশন টেকেন রিপোর্টে উল্লেখ করেছিলেন মুখার্জী কমিশনের রিপোর্ট অসম্পূর্ণ তাই সরকার তা গ্রহণ করছে না।

দিল্লির মসনদে পালাবদল ঘটেছে। মোদী সরকার বেশ কিছু নেতাজির গোপন ফাইল প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে মুখার্জী কমিশনের কাগজপত্র প্রকাশিত হয়েছে। ফাইলগুলি থেকে স্পষ্ট নেতাজির তথাকথিত কন্যা অ্যানিটা পাফ আদৌ আইনগত কিংবা জিনগতভাবে নেতাজির সঙ্গে সম্পর্কিত নন। তথাকথিত বিবাহের গল্প সম্পূর্ণভাবে সাজানো হয়েছে পরবর্তীকালে। চিতাভস্ম আদৌ নেতাজির সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। আশ্চর্যের বিষয় প্রধানমন্ত্রীর দফতর নেতাজির জন্ম দিবস উদযাপনের হাই পাওয়ার কমিটিতে বিদেশিনী অ্যানিটা পাফকে যেমন স্বীকৃতি দিয়েছে তেমনি ১৮ আগস্টের বিমান দুর্ঘটনার গল্পকে মান্যতা দিয়ে চলেছে। 'অসম্পূর্ণ' মুখার্জী কমিশনের রিপোর্টকে সম্পূর্ণ করার দায় বা দায়িত্ব নিতে মোদী সরকার আজ পর্যন্ত পারেনি।

বাংলার প্রতি বর্তমান বিজেপি সরকার অনেকটাই সচেতন এ বিষয়ে রাজনৈতিক মহলে কোনও দ্বিমত নেই। একদা সোনার বাংলা গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তারা। কিন্তু সুভাষচন্দ্রকে ছাড়া, সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে স্বচ্ছতা ব্যতীত প্রকৃত সোনার বাংলা গড়া অসম্ভব। তারা বারংবার ইতিহাসের পুনর্লিখন নিয়ে সরব হন। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের তাত্ত্বিক নেতারাও সঠিক ইতিহাস লেখার প্রয়োজনীয়তার কথা প্রকাশ্যেই বলেন। বিস্ময়কর ব্যাপার আজাদ হিন্দের প্রকৃত ইতিহাস প্রকাশ করা যা আজও নেহেরুর আমল থেকে তালাবন্দি সে বিষয়ে তারা উদাসীন। শুধু তাই নয় নেতাজি অনুরাগী দেশবাসীর মনে প্রত্যাশা ছিল নেহেরু আমলের তৈরি করা নেতাজি সম্পর্কিত যাবতীয় মিথ্যাচার দূর করতে সচেষ্ট হবেন তারা। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল জওহরলাল নেহেরু এবং তার সরকার চরিত্র হননের যে গোপন ব্লু প্রিন্ট তৈরি করেছিল সেটিকে প্রকাশ্যে প্রতিষ্ঠিত করার দায় কাঁধে তুলে নিয়েছে বর্তমান মোদী প্রশাসন।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী চিতাভস্মের দাবিদার পরিবারের সামনেই প্রকাশ্যে জানিয়েছিলেন তিনি তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনার গল্প মানেন না। এরপর হুগলি নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। কিন্তু পরিবর্তনের সরকার নেতাজির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার যে ধারাবাহিক মিথ্যাচার করে চলেছে তার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে নীরব।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র আঠার

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্‌।
যুয়োধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং
তে নমউক্তিং বিধেম।।১৮।।

অগ্নে– হে অগ্নিসম শক্তিমান ভগবান; নয়– কৃপা করে পরিচালিত করুন; সুপথা– সঠিক পথের দ্বারা; রায়ে– আপনাকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য; অস্মান্– আমাদিগকে; বিশ্বানি– সমস্ত; দেব– হে দেব; বয়ুনানি– কার্যাবলী; বিদ্বান– জ্ঞাতা; যুয়োধি– কৃপা করে দূর করুন; অস্মৎ– আমাদের থেকে; জুহুরাণম্– পথের প্রতিবন্ধকগুলি; এনাঃ– সকল পাপসমূহ; ভূয়িষ্ঠাম– বার বার; তে– আপনাকে; নমঃ উক্তিম– প্রণাম উক্তি; বিধেম– আমি করি।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি অগ্নিসম তেজস্বী, সর্বশক্তিমান, এখন আপনাকে অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত নিবেদন করি। হে পরম করুণাময়! আপনি আমাকে যথাযথভাবে চালিত করুন। যাতে পরিণামে আমি আপনাকেই প্রাপ্ত হই। আপনি আমার অতীত কর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত, তাই কৃপা করে পরমার্থ লাভের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ পূর্ব পাপকর্মের ফল থেকে আমাকে মুক্ত করুন।

তাৎপর্য

তাকে মুক্তি প্রদান করেন। কর্মকাণ্ডীয় কার্যকলাপে অনেক পাপের প্রতিক্রিয়ায় লিপ্ত হতে হয়, জ্ঞানকাণ্ডে অর্থাৎ জ্ঞানানুশীলনের পথে এই প্রকার পাপময় কার্যকলাপের পরিমাণ অনেক কম। কিন্তু ভগবদ্ভক্তির পথে বাস্তবিকপক্ষে পাপের প্রতিক্রিয়ায় জড়িত হওয়ায় কোন সম্ভাবনাই নেই। ভগবদ্ভক্ত শুধু ব্রাহ্মণের গুণসম্পন্নই হন না, স্বয়ং পরমেশ্বরের সকল সদ্‌গুণাবলীই তিনি অর্জন করেন।

ফেসবুক বার্তা

'স্বাধীনতা' সাধনার ধন

নির্মল গোস্বামী

রুশো বলেছিলেন– Man born free, but every where he is in chain. অর্থাৎ মানুষ মুক্ত হয়েই জন্মগ্রহণ করে কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে সে শৃঙ্খলিত হয়। মানুষের জীবনের সঙ্গে স্বাধীনতা শব্দটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেহেতু আমাদের দেশ পরাধীন ছিল দীর্ঘ দিন, তাই স্বাধীনতা শব্দটার একমাত্র অর্থ হয়ে ওঠে বিদেশি শাসন মুক্তি। পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ আছে যে দেশ কোন দিন কারো দ্বারা পদানত হয়নি। সেই দেশের নাগরিকদের কাছে স্বাধীনতার অর্থ অন্যভাবে প্রতিভাত হয়। সেই স্বদেশের নাগরিকরা বিচার-বিশ্লেষণ করে যে দেশীয় আইন দ্বারা তারা কতটা নিয়ন্ত্রিত। তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতায় দেশীয় শাসকরা কতটা হস্তক্ষেপ করে।

ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিদেশি শাসন মুক্তি ব্যাপারটাকেই মুখ্য বিষয় করে দেখান হয় বা হচ্ছে। ৭৫ বছর মানে মানুষের এক জীবন শেষ। ভারতের মানুষের গড় আয়ুর থেকেও বেশি। এই দীর্ঘ পথ পার হওয়ার পরও ইংরেজ শাসনের হ্যাংওভার থেকে আমরা বের হতে পারি নি। প্রতিটি দেশের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য যে, দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর নাগরিক স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার বিষয়টি মুখ্য হয়ে ওঠে। আমাদের দেশেও সেটাই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু অতি কৌশলে তাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া হয়। স্বাধীনতার সেনানী শহিদের অবশ্যই যোগ্য মর্যাদায় স্মরণ মনন করা আবশ্যক, কিন্তু সবার সাথে পরবর্তী বিষয়টির প্রতিও জোর দেওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ ব্যক্তি স্বাধীনতা তা নাগরিক স্বাধীনতার পরিসর বৃদ্ধি কতটা হল, কতটা প্রয়োজন ইত্যাদি ইত্যাদি।

ব্যক্তি স্বাধীনতার আলোচনার পূর্বে আমাদের স্বাধীনতার সংজ্ঞা ভালো ভাবে বোঝা প্রয়োজন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে স্বাধীনতার সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন কিন্তু এদেশের একজন মার্ক্সবাদী দার্শনিক শিবদাস ঘোষ (যাঁর শতবর্ষ উদ্‌যাপন চলছে) বলেছিলেন যে Freedom is recognation of necessity. প্রয়োজনের স্বীকৃতি।

যদি কেউ বলে আগুনে হাত দেবার আমার স্বাধীনতা নেই। হাত পুড়ে যায়। বিদ্যুতকে ছুঁতে পারি না শক খেতে হয়। আসলে এই সব মানুষের প্রয়োজনের মধ্যে পরে না। যেটা প্রয়োজন মানুষের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তার জোগানটুকু যদি একজন মানুষ পায়, তাহলেই সে বলতে পারে যে সে স্বাধীনতা পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করছে। এখন প্রশ্ন হল যে এই প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ব কি শুধু রাষ্ট্রের? উত্তর হল না। একজন মানুষের জীবন গড়ে ওঠার মধ্যে রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারের দায়িত্ব সমান ভাবে বর্তায়। রাষ্ট্রের আইন কানুন সামাজিক রীতিনীতি এবং পারিবারিক ঐতিহ্য মেনে তাকে চলতে হয়। সেই জন্য রাষ্ট্র বিজ্ঞানী রুশো বলেছিলেন যে মানুষ মাত্রই বন্ধনে আবদ্ধ। এই বন্ধন কিন্তু

পরাধীনতার সমর্থক নয়। এই বন্ধন হল প্রয়োজনের স্বীকৃতি। শিশু ধুলো কাদা মেখে খেলা করছে। মা তাড়াতাড়ি শিশুকে মলিনতা মুক্ত করছে। শিশুটি কাঁদছে। তাকে কাদা মাখতে দিচ্ছে না মা। শিশু শরীর থেকে জীবাণু মুক্ত করা প্রয়োজন। তা না হলে রোগ-ব্যাধি আক্রমণ করবে। এই জোর জবরদস্তি টুকু শিশুর প্রয়োজন। আর মা সেই প্রয়োজনকেই স্বীকার করে নিচ্ছে।

আবার জড় জগতে মানুষের প্রয়োজন বা চাহিদার কোন বাধা ধরা মাপকাঠি নেই। তাই মানুষের চাহিদারও শেষ নেই। যে তার প্রাপ্য চাহিদা জোগাড় করতে অপারগ হয় সে নিজেকে স্বাধীন নাও ভাবতে পারে। পরিবারে ঐতিহ্য মানতে সমাজের রীতিনীতি শিরোধার্য করে চলতে এবং রাষ্ট্রের আইনের শাসনকে মান্যতা দিতে গিয়ে অনেকেই ছটপট করতে পারে। তার প্রবৃত্তি ও মানসিক চাহিদার বিপরীতে যেতে হয় অনেক সময় এগুলোও অনেকের ক্ষেত্রে পরাধীনতার শৃঙ্খল মনে হতে পারে।

জড় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করা মানেই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। প্রকৃতির নিয়মকানুন মেনে চলতে আমি বাধ্য। দু রকমের শৃঙ্খলে মানুষ আবদ্ধ। একজন প্রকৃতি আর এক নিজস্ব প্রকৃতি। মনের চাহিদাকেই এখানে নিজস্ব প্রকৃতি বা প্রবৃত্তি বলে অভিহিত করা যেতে পারে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য্য দ্বারা শৃঙ্খলিত আমাদের মন। মনকে দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার কোন উপায় সমাজ বিজ্ঞানীরা দিতে পারেনি। কিন্তু ভারতীয় সাধকগণ প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণ এই বিষয়ে আলোপাত করে গেছেন। তাঁরা বলেছেন আত্মা নিত্য মুক্ত, শুদ্ধ, বুদ্ধ। আত্মার বহিঃপ্রকাশ যদি আমিতে হয় তাহলে বলতে হবে আমি জন্মকালে যেমন স্বাধীন ছিলাম, আজও তেমন স্বাধীন আছি।

যাবতীয় সুখ, দুঃখ বিভিন্ন অনুভূতি ভোগ করে মন। মন কিন্তু আমি নয়। মন জীবন চক্রে বাধা পড়ে। ফলে প্রকৃত পক্ষে সর্বপ্রকার বন্ধন মুক্ত স্বাধীনতা তারাই ভোগ করতে পারে যারা মুক্ত আত্মার সন্ধান পেয়েছেন। দীর্ঘ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন তাঁরা। জাগতিক কোন বন্ধনেই তারা বন্দি নন। প্রকৃতির নিয়মকে তাঁরা পাল্টে দিতে পারেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে সাধক বামাক্ষ্যাপা তাঁর মায়ের শ্রাদ্ধের সময় বৃষ্টি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষে এমন হাজারো সাধক আছেন যাঁদের ইচ্ছায় প্রকৃতির নিয়ম বদলে যায়।

আমরা বলি ঈশ্বরীয় শক্তি। আমাদের সাধন জগতে অষ্ট সিদ্ধি আছে (১) অনিমা। এই সিদ্ধি প্রাপ্ত হলে দেহ এতো সূক্ষ্ম হয় যে, যে কোন নিরেট বস্তুর মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করা যায়। (২) লঘিমা– এই সিদ্ধির ফলে দেহ এতো হালকা হয় জল বাতাস বা সূর্যরশ্মিকে অবলম্বন করে যে কোন স্থানে যাওয়া যায়। (৩) প্রাপ্তি – এই সিদ্ধির ফলে পার্থিব-অপার্থিব সূক্ষ্ম-স্তূপ-দূরের বা কাছের যে কোন বস্তুকে ইচ্ছামাত্র পাওয়া যায়। (৪) প্রকাম্য– যা কামনা করা যায় তা পেতে কোন বাধা থাকে না। (৫) মহিমা – শরীরকে এতো বৃহৎ করা যায় যে চতুর্দশ ভুবনে নিজেকে স্থাপন করা যায়। (৬) ঈশিত্ব – এই শক্তির দ্বারা সব কিছুর উপরে প্রভাব বিস্তার করা যায়। (৭) বশিত্ব – এই বিভূতি বলে শত্রু এমন কী বনের পশুকেও বশ মানানো যায়। (৮) কামাবসায়িতা– যে শক্তি বলে সকল কামনাই পূর্ণ করা যায়। ভূমি বা অন্তরীক্ষে স্বেচ্ছামত অবস্থান করা যায়। ফলে এই সিদ্ধিপ্রাপ্ত সাধকগণের কাছে কী জড় কী মন কোন দিক থেকেই কোন প্রকার বন্ধন নেই। তারাই নিত্য মুক্ত মানুষ। এমন কি জন্মচক্রের হাত থেকেও মুক্ত তারা। তারাই প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করেন। আমরা চিৎকার করি বাহ্য ব্যবহারিক স্বাধীনতা নিয়ে। কিন্তু আসল মুক্ত মনের সাধনা করিনা। মনকে যদি পদ্মপাতার মতো করা যায় তাহলে সব বন্ধনই জলের মতো পিছলে যাবে। মনকে স্পর্শ করতে পারবে না। মুক্ত মনের মুক্ত মানুষ সদানন্দে বিরাজ করবে এই ধুলি ধূসরিত পৃথিবীতে।

দেশ দেশান্তরে

রোহিঙ্গা বিতর্ক

প্রণব গুহ

মায়ানমার ছেড়ে চলে আসা রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ ও আশ্রয় নিয়ে সোরগোল কম হয়নি ভারতে। তাদের আশ্রয় দিয়ে ভোটের রাজনীতির অভিযোগ উঠেছিল বর্তমান শাসক দলের বিরুদ্ধে। বারুইপুর, ক্যানিং সহ নানা জায়গায় রোহিঙ্গা মুসলিমদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি করেছিল বিরোধীরা। সময়ের সঙ্গে সে সোরগোল ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে গিয়েছে। রোহিঙ্গারাও নাকি মিশে গিয়েছে জনমানসে। থিতিয়ে গিয়েছে অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের রাজনীতি। সম্প্রতি সেই রোহিঙ্গা তরঙ্গ ঢেউ তুলল রাজনীতিতে। দিল্লিতে রোহিঙ্গাদের নাকি ফ্ল্যাটের মালিকানা নিয়ে স্থায়ী করণের চেষ্টা চালাচ্ছে বিজেপি। আসলে এই ঢেউ উঠেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীর একটি টুইটে। সেখানে তিনি দিল্লির বক্করওয়ালা এলাকায় রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মৌলিক সুবিধা এবং ২৪ ঘন্টা নিরাপত্তাসহ ফ্ল্যাটে স্থানান্তর করার সরকারি সিদ্ধান্তকে যুগান্তকারী

বলে আখ্যা দিয়েছে। তিনি বলেছেন যারা যখন আশ্রয় চেয়েছে ভারত তাদের সব সময় স্বাগত জানিয়েছে। তিনি ওই টুইটে আরও বলেছেন, যারা ইচ্ছাকৃতভাবে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের সঙ্গে যুক্ত করে ভারতের শরনার্থী নীতির বিষয়ে ঘৃণা ছড়াচ্ছে তাদের কেরিয়ার গড়ার জন্য তারা হতাশ হবেন।

সব জল্পনার অবসান করে সরকারি সূত্র জানিয়েছে, ফ্ল্যাটের মালিকানা না দিয়ে রোহিঙ্গাদের স্থানান্তর করা হচ্ছে। সরকারের সূত্রগুলি স্পষ্ট করেছে যে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কেবল স্থানান্তর করা হচ্ছে, দিল্লিতে ফ্ল্যাটের মালিকানা দেওয়া হয়নি। জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে মায়ানমারের নাগরিকদের আবাসন নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পর রোহিঙ্গা শরণার্থীদের স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই বৈঠকে দিল্লির মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে এবং দিল্লি সরকার, দিল্লি পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে জোর দেওয়া হয়েছিল যে দিল্লি সরকার যে তাঁবুর জন্য প্রতি মাসে প্রায় ৭ লাখ টাকা ভাড়া দিচ্ছে সেই তাঁবুতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পরে রোহিঙ্গাদের স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। এই ভাড়ার বদলে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বাইরের দিল্লির বক্করওয়ালা গ্রামের গরিবদের জন্য তৈরি ফ্ল্যাটে স্থানান্তরিত করা হবে, যেখানে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল বিভাগের মোট ২৫০টি ফ্ল্যাট রয়েছে। মদনপুর খদ্দর ক্যাম্পে বর্তমানে বসবাসরত ১১০০ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সবাইকে স্থান দেওয়া হবে বজরংওয়ালায়। দিল্লি পুলিশকে এই ফ্ল্যাটগুলি যেখানে রয়েছে সেখানে নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দিল্লি সরকারের সমাজকল্যাণ বিভাগ নতুন ক্যাম্পাসে ফ্যান, তিন বেলা খাবার, ল্যান্ডলাইন, টেলিভিশন এবং বিনোদনমূলক সুবিধার মতো মৌলিক সুবিধা নিশ্চিত করবে। সমস্ত রোহিঙ্গা শরণার্থীর ইউনাইটেড নেশনস হাইকমিশনার ফর রিফিউজিস ইউনিক আইডি প্রয়োজন এবং তাদের বিবরণ রেকর্ডে থাকা দরকার।

এদিকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মায়ানমারকে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। হাসিনা বলেন, "মায়ানমার অস্বীকার করেনি যে রোহিঙ্গারা তাদের নাগরিক। বলে তবে তারা এখনও তাদের বাস্তুচ্যুত নাগরিকদের প্রত্যাবাসনে সাড়া দেয়নি। মায়ানমারকে তাদের নাগরিকদের তাদের দেশে ফিরিয়ে নিতে হবে"।

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার এবং চিলির সাবেক প্রেসিডেন্ট মিশেল ব্যাচেলেট বাংলাদেশে এক সাক্ষাৎকারে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য শিক্ষা ও কাজের সুযোগ বাড়ানোর প্রস্তাব করেন।

হাসিনা অবশ্য বলেছেন যে কক্সবাজারে যেখানে রোহিঙ্গা শরণার্থীরা ২০১৭ সাল থেকে আশ্রয় নিয়েছে সেখানে এই ধরনের উদ্যোগ সম্ভব হবে না। শেখ হাসিনা অবশ্য সফররত জাতিসংঘের হাইকমিশনারকে জানান, ভাসানচর দ্বীপে এ পর্যন্ত ২০ হাজারেরও বেশি রোহিঙ্গাকে স্থানান্তরিত করে উন্নত মৌলিক সুযোগ-সুবিধা দিতে এ ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। হাসিনা দৃঢ় কণ্ঠে রোহিঙ্গাদের ফেরানোর দাবি করলেও কেন্দ্র ও দিল্লি সরকারের মধ্যে শুরু হয়েছে তরজা। কেন্দ্র সরকার বলছে রোহিঙ্গাদের ফ্ল্যাট দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেজরিওয়ালের দিল্লি সরকার। দিল্লির সরকার সেকথা অস্বীকার করে জানিয়েছে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র সরকার। কারা রোহিঙ্গাদের ফ্ল্যাট দেবার উদ্যোগ নিল তা নিয়ে তদন্ত চেয়েছেন দিল্লি সরকারের মন্ত্রী মনীশ শিশোদিয়া। রোহিঙ্গাদের পুনর্বাসন নাকি ফেরত পাঠানো হবে এই নিয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এখনও ধোঁয়াশায়। তবে নিজের নাগরিকদের উপেক্ষা করে শরনার্থী বানিয়ে দেওয়া মানবাধিকারের বিরোধী। এ ব্যাপারে মায়ানমারের উপর চাপ সৃষ্টি করা জরুরী। কিছু মানুষকে অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবন যাপনে বাধ্য করা যে কোনও দেশের পক্ষেই উচিত নয়। কেন তাদের মায়ানমারে ফেরত নিচ্ছে না সেটা জানাও বিশেষ জরুরি। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিভাগকে এখনই পদক্ষেপ করতে হবে।

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার মিশেল ব্যাচেলেট (এল) এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

দিব্যাঙ্গদের জন্য ক্ষমতায়ন

পিআইবি : মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার আজ দিব্যাঙ্গদের জন্য ক্ষমতায়ণ বিভাগ (ডিইপিডাব্লুডি) এবং ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায় ও মন্ত্রকের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সকলকে সামিল করতে নির্বাচন কমিশন যে লক্ষ্য নিয়েছে, তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ডিইপিডব্লুডি-র তরফে একটি উপস্থাপনা পেশ করা হয়। বৈঠকে ভোট কেন্দ্রে সকলের, বিশেষত দিব্যাঙ্গদের ব্যবহারোপযোগী শৌচাগার, তাদের উপযোগী সংবেদনশীল টাইলস এবং অস্থায়ী নানা সাজ-সরঞ্জামের মতো পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করা সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার বিষয়েও কথা হয়।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার দিব্যাঙ্গদের জন্য ভোট ব্যবস্থা সরলীকরণের লক্ষ্যে তাঁর সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনা আলোচনা করেন। রাজীব কুমার বলেন, ভোট গ্রহণ এলাকাকে দিবাঙ্গ বান্ধব হিসেবে তৈরি করার জন্য নির্বাচন কমিশন ডিইপিডব্লুডি-র সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলবে। দিবাঙ্গদের প্রতি ব্যবহারিক পরিবর্তনের জন্য ভোটকর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দরকার বলেও তিনি মনে করেন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বলেন, দিব্যাঙ্গজনেরা সাধারণ মানুষের তুলনায় আরও বেশি সক্ষম। নির্বাচনী প্রক্রিয়া দিব্যাঙ্গজনেদের ১০০ শতাংশ অন্তর্ভুক্তির নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশন সব মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিদের নির্দেশ দিয়েছে। বৈঠকে নির্বাচন কমিশনার অনুপ চন্দ্র পান্ডে দিব্যাঙ্গজনেদের ভোট প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচন কমিশন যে উদ্যোগ নিয়েছে তা পুরণ করতে সিএসও এবং সরকারি ও বেসরকারী সংগঠনের মধ্যে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার ওপর জোর দেন। ডিইপিডাব্লুডি-র সচিব অঞ্জলি ভাওরা দিব্যাঙ্গ আইন ২০১৬ অনুযায়ী দিব্যাঙ্গ ব্যক্তির অধিকার সম্পর্কে একটি বিস্তারিত উপস্থাপনা কমিশনের সামনে তুলে ধরেন। এতে অভিযোগ জানানোর জন্য সুগম্য ভারত অ্যাপ, দিব্যাঙ্গ পরিচয়পত্র এবং দিব্যাঙ্গদের জন্য ক্ষমতায়ন বিভাগের তরফে ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পের বিষয়গুলি তুলে আনা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন কমিশন ও ডিইপিডব্লুডি-এর পদস্থ আধিকারিকরা। এছাড়াও ভারতীয় সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রতিনিধিরা

খেলতে দিতে ফিফাকে অনুরোধ ক্রীড়া মন্ত্রকের

পিআইবি : ক্রীড়াবিদদের অগ্রাধিকারের দিকে তাকিয়ে যুব কল্যাণ এবং ক্রীড়া মন্ত্রক ভারতীয় ক্লাবগুলি যেমন গোকুলম কেরালা এফসি এবং এটিকে মোহন বাগানকে টুর্নামেন্টের নির্ধারিত ক্রীড়া সূচি অনুযায়ী খেলতে দেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশন ফিফা এবং এশীয় ফুটবল ফেডারেশন এএফসি-কে অনুরোধ জানিয়েছে।

এআইএফএফ-কে সাসপেন্ড করার ফিফার ঘোষণার আগেই গোকুলম কেরালা এফসি আগামী ২৩ আগস্ট ইরানের একটি টিমের সঙ্গে খেলতে এবং আয়োজক দেশের একটির সঙ্গে ২৬ আগস্ট উজবেকিস্তানের শহর কারসিতে খেলতে উজবেকিস্তানে পৌঁছে গেছে। এদিকে এটিকে মোহন বাগানের বাহরিন-এ আগামী ৭ সেপ্টেম্বর ২০২২এর এফসি কাপে ইন্টার জোন সেমিফাইনালে খেলার কথা রয়েছে।

ফিফা এবং এএফসি-কে মেল করে ক্রীড়া মন্ত্রক জানিয়েছে যে এআইএফএফ-কে ফিফা সাসপেন্ড করার আগেই শ্রী গোকুলম কেরালা এফসি উজবেকিস্তান চলে গেছে। তরুণ খেলোয়াড়দের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে এএফসি মহিলা ক্লাব প্রতিযোগিতা (পশ্চিম এলাকা) টিমটিকে খেলতে দেওয়ার জন্য ফিফা এবং এএফসি-কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যে উজবেকিস্তানে ভারতীয় দূতাবাসকেও ওই টিমকে সবরকম ভাবে সাহায্য করার জন্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। গোকুলম টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গেও মন্ত্রক সব সময় যোগাযোগ রেখে চলেছে।

পাঠকের কলমে

অবক্ষয়ের ধারা অব্যাহত

দিন যাচ্ছে ভোটের পর ভোট, প্রতিশ্রুতির পর প্রতিশ্রুতি। কিন্তু আর্থ সামাজিক পরিবেশের কোনো পট পরিবর্তন হয় নি। সাধারণ মানুষ যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়েছে। বেকারত্বের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। দিদি বলছেন তিনি দুয়ারে প্রকল্পে সবই পৌঁছে দিচ্ছেন। এতো অনেকটা পঙ্গু করে দেবার সামিল। ৫০০ টাকা দিচ্ছেন 'লক্ষ্মী ভাণ্ডার' প্রকল্পে। কেন? বহু মহিলারা আজ গ্রামের স্বনির্ভর প্রকল্পের সাহায্যে অনেক টাকা উপার্জন করেন। শহরে মহিলারা বহুমুখীভাবে উপার্জন করছেন। তাদের কাছে ৫০০ টাকা কোনো প্রয়োজন মেটায় নেতাদের কিছু প্রসাধনী বা শখ মেটানের প্রয়াস মাত্র। জনমানসে আজ কাজ করার স্পৃহা কমে গেছে। কিছু বিনোদনের ব্যবস্থা, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, কিছু নতুন পর্যটন কেন্দ্র ছাড়া কি বিশেষ উন্নয়ন হয়েছে এ রাজ্যে? জনমানসে আমার প্রশ্ন চেষ্টা করলে কী কিছুই হতো না। কিছু কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করুন। ২১ জুলাই দেউচিতে কয়লা প্রকল্পে কিছু কর্মসংস্থানের কথা, তাজপুরে বন্দর করলে কিছু কর্মসংস্থান হবে এই প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু পরদিনই কাক ভোরে এ কী কাণ্ড! বাঙালির জীবনে সবচেয়ে লজ্জাজনক কাণ্ড মনে হয় এটাই। রাস্তা তৈরিতে তছরূপ, ঘুষ দেওয়া-নেওয়া, লাইট পোস্ট প্রকল্পে টাকা খাওয়া, আমাস যোজনায় ঘুষ খাওয়া, বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে টাকা কারচুপি-এসব মামুলি ব্যাপার স্বাধীনতার পর থেকে সব সময়ই সব সরকারই কিছু না কিছু তছরূপ বা নয়-ছয় কাণ্ডে জড়িত। কিন্তু এ যেন সমকালের সব রেকর্ড ভেঙে দিল– দিন দুপুরে পুকুর চুরি। শিক্ষক নিয়োগে কোটি কোটি টাকা ঘুষ নেওয়া। শিক্ষক জাতির মেরুদণ্ড, ভবিষ্যত প্রজন্মের ধারক ও বাহক। সেই শিক্ষক নিয়োগে শিক্ষামন্ত্রীর পর্বত প্রমাণ অসদ্‌ আচরণ। করোনার জন্য প্রায় গত দুবছর স্কুল কলেজ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। শ্রেণিশিক্ষার বিকল্প নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় গ্রাম-গঞ্জ এবং শহরেরও অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষার মানে প্রায় দুবছর পিছিয়ে গেছে। অনলাইন ক্লাস চললেও তা সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয় না। এই পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীরা জীবনের ক্ষেত্রেও অনেকাংশে পিছিয়ে গেল। মিড-ডে মিল চালু ছিল। ওই খাবারে কিছুটা হয়তো গরিব পরিবারের অন্ন সংস্থান হয়েছিল ঠিকই, কিন্তুসেই পরিবারগুলোর ছেলেমেয়েদের মেধা থাকা সত্ত্বেও পিছিয়ে গেল অনেকটা। পার্শ্ব শিক্ষক, পার্শ্ব শিক্ষিকা বা কন্ট্রাক্টুয়াল টিচার দিয়ে (যা আগে শাসকদলের সুপারিশ প্রাপ্ত) স্কুল চলছে। শিক্ষার মান সত্যিই কতটা নেমে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলোতে তার ভয়াবহতা পর্বত প্রমাণ। পার্শ্ব শিক্ষক/শিক্ষিকার বদলে পারমানেন্ট শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ করলে তারা ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষার দায়ভার অনেকটাই বহন করবেন। কিন্তু কি প্রহসন! যে সমস্ত যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকারা প্যানেলে আছেন তাদের বঞ্চিত করে সরকারের তোষামোদকারীদের সুপারিশপ্রাপ্তদের চাকরি প্রদান– কী বর্বর, অত্যন্ত নক্কারজনক ঘটনা।

শর্মিষ্ঠা সাহা, উঃ ২৪ পরগনা

আপনারাও চিঠি পাঠান আমাদের দফতরে। পাঠাতে পারেন ইমেলে, ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

বর্ধমানে এসএফআইয়ের তুমুল বিক্ষোভে স্তম্ভিত জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পঞ্চায়েতে শূন্য, লোকসভায় শূন্য, বিধানসভাতেও শূন্য এমনকি, সদ্যসমাপ্ত পুরসভা নির্বাচনেও কার্যত শূন্য হাতেই ফিরে আসা। রাজ্যজুড়ে গণতন্ত্রের পীঠস্থানের সর্বক্ষেত্রেই একটা বিগ জিরো। এমনই বিশাল শূন্য পাওয়া দলে পরিণত হওয়ার পরেও ধারাবাহিক বিক্ষোভ–আন্দোলন কর্মসূচিতে 'সীমাহীন স্পর্ধা' দেখাচ্ছে সিপিএমের শাখা সংগঠনগুলি। বিশেষ করে ছাত্র–যুব সংগঠনের রক্ত টগবগ করে ফুটতে দেখে স্তম্ভিত জনতা জনার্দন। বাম আমলে ৩৪ বছর যাবৎ শাসকের আসনে থাকার পর দীর্ঘদিন ধরে শূন্য হাতে নিয়েও কীভাবে এমন জোশের সঙ্গে স্পর্ধা দেখানো সম্ভব সেই উত্তরই খুঁজতে ব্যস্ত রাজ্যবাসী। এতদিন যে ছবি প্রায়শই রাজ্য রাজধানী তথা তিলোত্তমা নগরীতে চোখে পড়ত এবার অনুরূপ চিত্রটা ধরা পড়ল একদা বামদুর্গ' বর্ধমানে। গত ১৬ আগস্ট মঙ্গলবার সাত দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআইয়ের জেলা কমিটির পক্ষ থেকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেপুটেশন অভিযান কর্মসূচি ছিল। সেদিনের আন্দোলনে শামিল শত শত ছাত্রছাত্রীর স্বতঃস্ফূর্ততায় কার্যত নজর আটকে গেল জেলাবাসীর। আন্দোলনে প্রথম থেকেই বাম ছাত্রকর্মীদের ঝাঁঝ আর চোখেমুখে তুমুল প্রতিবাদের ভাষাই পরতে পরতে বুঝিয়ে দিচ্ছিল সাংগঠনিক ক্ষমতা কাকে বলে। এদিন বর্ধমান শহরের বাদামতলা থেকে শুরু হওয়া মিছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে যত গিয়েছিল ততই এসএফআইয়ের কর্মীদের ভিড় বাড়ছিল। একটা সময় মিছিল গিয়ে পৌঁছয় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে। কিন্তু, বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট তালাবন্ধ থাকায় যেন আগুনে ঘি পড়ল। নিমেষেই যাবতীয় ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় শত শত প্রতিবাদী ছাত্রছাত্রী ক্ষোভে ফুঁসে উঠলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, এদিন এসএফআই কর্মীদের একাংশ যখন লাঠি, ইঁট প্রভৃতি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের তালা ভাঙার লাগাতার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তখন একাধিক আন্দোলনকারী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উঁচু গেট

টপকে গিয়ে ভিতরে ঢুকে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন এবং দীর্ঘক্ষণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। তুমুল বিক্ষোভের কারণে সেইসময় বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় বেশ যানজটের সৃষ্টি হয়েছিল। বাম ছাত্র সংগঠনের এদিনের তুমুল বিক্ষোভ–আন্দোলনের খবর বিভিন্নভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তেই শহরবাসীর পাশাপাশি জেলাজুড়ে অসংখ্য সাধারণ মানুষের দিনভর চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছিল। এসএফআইয়ের পূর্ব বর্ধমান জেলা সভাপতি অনির্বাণ রায়চৌধুরি বলেন, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক বিষয়ে বহু কোটি টাকার দুর্নীতি সহ অনিয়ম হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় অ্যাডমিট সহ ছাত্রছাত্রীদের মার্কশিটে বিস্তর থাকা ভুলগুলি সংশোধন হচ্ছে না। ফলে থাকায় প্রচুর সংখ্যক ছাত্র–ছাত্রী ক্ষতির সম্মুখীন। শুধু তাই নয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সম্পত্তি বেদখল হয়ে গেলেও কর্তৃপক্ষের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। এসব বিষয়ে আজ এসএফআইয়ের পক্ষ থেকে উপাচার্যের উদ্দেশে দাবিপত্র পেশের দিনক্ষণ ঠিক থাকলেও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটটি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে তালাবন্ধ করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু, এদিন ছাত্রছাত্রীরা কোনও বাধার কাছে মাথা নত না করেই তাঁরা আন্দোলন জারি রেখেছিলেন। উপাচার্যর সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়ায় আমরা পিআরও'র কাছে দাবিপত্রটি পেশ করে ফিরে আসি। সাতদিন অপেক্ষা করব। দাবি না মিটলে লাগাতার আন্দোলন চলবে। তবে, প্রবল দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকালে রাজ্যজুড়ে সিপিএম তথা বামেরা জনপ্রতিনিধিত্বের নিরিখে একটা বিগ জিরো হলেও এখনও যে তাদের সাংগঠনিক ক্ষমতায় ধস নামেনি তা তাদের কলকাতায় কেন্দ্রীয় কর্মসূচির বাইরেও মফঃস্বলের ধারাবাহিক দলীয় বিক্ষোভ–আন্দোলন কর্মসূচি প্রমাণ দিচ্ছে। এবার সেই তালিকায় উঠে এল বর্ধমানও। যা নিয়ে জেলাজুড়ে বিভিন্ন মহলে রীতিমতো চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দুর্নীতি, চোর 'হিট' শব্দবন্ধেই সরগরম রাজ্যের চারিদিক

দেবাশিস রায় : এই মুহূর্তে যে দু'টি বাংলা শব্দ রাজ্যবাসীর কার্যত মুখে মুখে ঘুরছে তার একটি হল দুর্নীতি' এবং অপর শব্দটি চোর'। এককথায়, হিট' শব্দবন্ধ। সৌজন্যে অবশ্যই দিগন্ত বিস্তৃত ধারাবাহিক রাজনৈতিক অধঃপতন। বঙ্গদেশে মাঝেমধ্যেই চমকে দেওয়ার মতো একাধিক শব্দবন্ধের উদয় হয় এবং সেসব বিভিন্ন মাধ্যমে ঘুরেফিরে সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। এর মধ্যে কোনও শব্দবন্ধে শালীনতা বজায় থাকে তো কোনওটা আবার অশালীন। তবে, যাই হোক না কেন সেসব শব্দবন্ধের কার্যত 'হিট' তকমা পেতে খুব একটা সময় লাগত না। এই যেমন তিন দশক আগের ওয়ে..ওয়ে' ফিলমি শব্দবন্ধ।একসময় স্যাটা স্যাট, কিংবা গুড়জল, ভুং ভাং শব্দও মাতিয়ে দিয়েছিল বঙ্গবাসীকে। তারপর তৃণমূল কংগ্রেসের দাপুটে নেতা অনুব্রত ওরফে কেষ্ট মণ্ডলের বিশেষ উদ্দেশ্যে মুখনিঃসৃত নকুলদানা..গুড় বাতাসা..চড়াম চড়াম..' শব্দবন্ধ তো রাজ্যজুড়ে এককথায় ইতিহাস রচনা করে ফেলল। তবে, এবার আর নতুন কারও মুখ থেকে কোনও শব্দবন্ধ বের না হলেও বাংলা অভিধানে থাকা দুর্নীতি' এবং চোর' শব্দ দু'টি যেভাবে লোকের মুখে মুখে ঘুরছে ইদানীংকালে আর কোনও বাংলা শব্দবন্ধ এত জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। তিলোত্তমা নগরী থেকে শুরু করে মফঃস্বল শহর কিংবা গ্রামবাংলার পথ–ঘাট–প্রান্তর সর্বত্রই এই দুই শব্দবন্ধে সরগরম। কখনও পাড়ার চায়ের দোকানে আড্ডায় কখনও তাসের আসরে কখনও ভিড়ে ঠাসা লোকাল ট্রেনের কামরায় সহযাত্রী ডেইলি প্যাসেঞ্জারদের সরস আলোচনায় কিংবা ক্লাবে ক্যারমবোর্ডের জমজমাট খেলায় মুখে মুখে ঘুরেফিরে আসছে ওই দুই শব্দবন্ধ। বর্তমানে নানাবিধ মিডিয়ার দৌলতে যেকোনও আলোরন সৃষ্টিকারী বিষয় ঝড়ের বেগে ছড়িয়ে যায় সমাজের উচ্চবিত্ত থেকে শুরু করে নিচুতলায় খেটেখাওয়া মানুষগুলির কাছে। ঠিক যেমন করে

ছড়িয়ে পড়েছে সাম্প্রতিককালে শিক্ষক নিয়োগ এবং টেট দুর্নীতি সহ গোরুপাচার, কয়লাপাচার মামলায় বিভিন্ন রথী–মহারথীকে ধরপাকড়ের গরমাগরম খবর। এরই পাশাপাশি একাধিক উচ্চপর্যায়ের তদন্ত ও তল্লাশিতে উদ্ধার হওয়া বেআইনি কোটি কোটি টাকার বান্ডিল সহ রত্নালংকারের বিশাল ভাণ্ডার এবং রাশি রাশি রাজকীয় অট্টালিকা ও ভূসম্পত্তির হদিশ মেলার খবরে ইতিমধ্যেই রাজ্য তথা জাতীয় রাজনীতির ময়দানে ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে।কারণ, এসবের সঙ্গে নানাভাবে জড়িয়ে গিয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকাবুকো একাধিক মন্ত্রী থেকে শুরু করে নেতা–কর্মী সহ একাধিক প্রাক্তন সরকারি আধিকারিকের নাম। এমতাবস্থায় বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস, এসইউসি প্রভৃতি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃত্ব জোর সরব। তাঁরা রাজ্যে উদ্ভূত অভাবনীয় এই পরিস্থিতির জন্য একবাক্যে তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে গুরুতর অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। এসবের মধ্যেই 'নতুন তৃণমূল' উল্লেখ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাদ রেখে এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সহ অসংখ্য পোস্টার–ফ্লেক্সে দক্ষিণ কলকাতায় বিভিন্ন প্রান্ত ছেয়ে যাওয়ায় বঙ্গদেশজুড়ে রাজনৈতিক মহলে যথেষ্টই আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। ধারাবাহিক পরপর চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাচক্রে স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যের সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার যেমন খবর মিলেছে পাশাপাশি নিচুতলার পোড় খাওয়া তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী–সমর্থকদের একটা বড়োসড়ো অংশ মুষড়ে পড়েছেন বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির খোঁজখবর করতে নেমেই কথায় কথায় সাধারণ মানুষের মুখে মুখে 'দুর্নীতি' এবং 'চোর' শব্দগুলি ঘনঘন শোনা গেল। তবে, এসবের পাশাপাশি নতুন তৃণমূল' সম্পর্কিত পোস্টারকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে যেভাবে দলীয় সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় 'লবি'র মধ্যে নানাবিধ জল্পনা ছড়িয়েছে এবং তা যে সযত্নে সাজানো ঘাসফুলের বাগানে কোনও সুবাতাস বইয়ে দেবে না এটা বলাই বাহুল্য।

বিবেক নিকেতনে স্বাধীনতা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : সামালি বিবেক নিকেতনে নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে উদযাপিত হয় স্বাধীনতার ৭৫তম পূর্তি উৎসব। সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রাক্তন পুলিশ কর্তা অরিন্দম আচার্য ও সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন সভাপতি কল্লোল গুহঠাকুরতা। এরপর স্বাধীনতা স্মরণ ও এক আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ দীপক বড় পণ্ডা, অরিন্দম আচার্য, কলোল গুহ ঠাকুরতা, সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব গুহ। উপস্থিত ছিলেন সহ কোষাধ্যক্ষ বাসবী চ্যাটার্জী, সমিতির আবাসিক

বালকরা, কর্মীবৃন্দ ও অন্যান্য সদস্য ও আমন্ত্রিতরা। ৭৬তম স্বাধীনতার প্রাপ্তি–অপ্রাপ্তি নিয়ে আলোচনা করেন বক্তারা। সাংবাদিক নির্মল গোস্বামী, ভূমি দফতরের প্রাক্তন কর্মী মনীন্দ্র নাথ ঘোষ, চিকিৎসক প্রাণকৃষ্ণ প্রামাণিক, শিক্ষিকা জয়শ্রী গোস্বামী, গবেষক মাধব রঞ্জন সরকার প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে মৌপিয়া প্রামাণিক। গার্ডেনরিচ রোটারি ক্লাবের পক্ষ থেকে সমিতির আবাসিকদের স্বাধীনতার গেঞ্জি ও টিফিন বিতরণ করা হয়। জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

আগ্নেয়াস্ত্রসমেত গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোপনসূত্রে খবর পেয়ে ষাট নম্বর জাতীয় সড়কে মনসুবা বাইপাসের ঝনঝনিয়া মোড়ের কাছে ১৩ আগস্ট রাত একটা পঁয়তাল্লিশ নাগাদ আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক যুবককে গ্রেফতার করে রামপুরহাট থানার পুলিশ। ধৃত যুবকের নাম রকি দেবাংশী (২৩)। বাড়ি মসরা পাঁচমাথা। ধৃতের কাছ থেকে একটি ওয়ান শাটার এবং এক রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রামপুরহাট থানার পুলিশ। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে বারোই আগস্ট গভীররাতে পাখুড়িয়া বাইপাস রাস্তা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সমেত দুইজনকে গ্রেপ্তার করে রামপুরহাট থানার পুলিশ। তাদের কাছ থেকে একটি নাইলনের ব্যাগে দেশী পাইপগান, এক রাউন্ড গুলি, একটি হিরো বাইসাইকেল উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধৃতরা হলো বগটুই পশ্চিমপাড়ার মহম্মদ নুরুল হাসান এবং কালিমুদ্দিন শেখ।

বই দিলো এসএফআই

অভীক মিত্র : বই কিনতে না পারা কিছু পড়ুয়ার হাতে বই তুলে দিলো দুবরাজপুর শাখার এসএফআই নেতৃত্ব। বুধবার সকালে দুবরাজপুর মাদৃক সঙ্ঘ মঞ্চে ছোটো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পড়ুয়াদের হাতে বই তুলে দেওয়া হয়। প্রায় চল্লিশজনের হাতে বই তুলে দেওয়া হয়। এসএফআই বীরভূম জেলা সম্পাদকমন্ডলী সদস্য আনাস আক্তার,দুবরাজপুর শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত অদ্রিজা বাউড়ি ও বিশাল দাশগুপ্ত, সমাজসেবী শীতল বাউড়ি–সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন। এসএফআই–র উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন সাধারণ মানুষজন। বই পেয়ে খুশি পড়ুয়ারা।

মোহর সহ গ্রেপ্তার

অভীক মিত্র : চাকপাড়া মোড়ে রামপুরহাট থানার পুলিশ এগারো আগস্ট গভীর রাতে নাকা চেকিং করার সময় সন্দেহবসত তল্লাশি চালায়। তারপর একটি হলুদ রঙের নাইলনের ব্যাগ থেকে মোট তিনশো পিস কালচে সোনালী রঙের পুরনো দিনের মুদ্রার মতো নকল মোহর,একটি নয় ইঞ্চি দেশি পাইপগান,একটি পয়েন্ট ৩০৩ কার্তুজ,একটি লাল রঙের হিরো গ্ল্যামার মোটরসাইকেল রেজিস্টার নং WB54W5134, চারটি মোবাইল ফোন এবং নগদ সাড়ে এগারো হাজার টাকা উদ্ধার করেছে রামপুরহাট থানার পুলিশ। তিন পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতরা হলো – লাভপুর থানার হাতিয়া গ্রামের শেখ ডালিম ও শেখ হাসিবুদ্দিন এবং লাভপুর থানার ধনডাঙা গ্রামের শেখ কালিউদ্দিন। পুলিশসূত্রে খবর, তারা বহুদিন থেকে লোককে ঠকিয়ে এইভাবে কয়েন বিক্রি করে।

তারা তারাপীঠের চাকপাড়া মোড়ে কোনো একটা পার্টিকে ডেকেছিল বিক্রি করার উদ্দেশ্যে তখনই পুলিশের জালে ধরা পড়ে। ধৃতদের বারোই আগস্ট রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে ছয়দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক। পুলিশ তদন্ত করছে এই চক্রে আরো কেউ যুক্ত আছে কিনা।

রক্তদান শিবির

বিবেকানন্দ মিত্র : সোনারপুরের রবীন্দ্রনগরে ৩ নং ওয়ার্ডে সবুজ সাথী ক্লাবের উদ্যোগে সম্প্রতি এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন উত্তর সোনারপুরের বিধায়িকা ফিরদৌসী বেগম ও ওয়ার্ড কাউন্সিলর সঞ্জীব কুমার চ্যাটার্জী। ক্লাবের সভাপতি অসীম রায় জানান, মোট ২৫ জন রক্তদাতা শিবিরে রক্ত দেন।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে জন্মাষ্টমী উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষে দু দিন ব্যাপী জন্মাষ্টমী পালিত হচ্ছে কলকাতার বালিগঞ্জ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে। এ উপলক্ষে সকাল থেকেই ছিল বিশেষ পুজো, গীতা পাঠ, শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও আদর্শ নিয়ে আলচনা ও নানা অনুষ্ঠান। এদিন সকাল থেকেই ভক্তরা জন্মাষ্টমি পুজোয় অংশ নেন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ বলেন, শ্রী কৃষ্ণ হলেন আদর্শ ও বিরত্বের প্রতীক। তাঁর সেই আদর্শ ও বিরত্বে সকলকে অনুপ্রাণিত করতে প্রতি বছরই মহা ধুমধামের সঙ্গে জন্মাষ্টমী পালিত হয়। গত দু বছর করোনার কারণে সেভাবে পালন করা যায়নি। এবছর তাই সকাল থেকেই ভক্তরা মন্দিরে ভিড় জমিয়েছেন। চলছে বিশেষ পুজোপাঠ ও আরতি।

নিমপীঠে সাউন্ড ও লাইট সংস্থার সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৮ আগস্ট দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নিমপীঠে বাসন্তী কমপ্লেক্সে জয়নগর বকুলতলা সাউন্ড অ্যান্ড লাইট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হল। সভায় ২০০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। জেলা সংগঠনের সম্পাদক অসিত রঞ্জন ঘোষ বলেন, আমাদের ব্যবসাকে শিল্পের স্বীকৃতি দিতে হবে। বাইরে থেকে কেউ ডিজে ভাড়া করতে পারবে না। পুলিশী হেনস্তা যাতে না হয় প্রশাসনকে তা দেখতে

হবে। জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাসও সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, সর্বোতভাবে তিনি সংগঠনের পাশে থাকবেন। সংগঠনের সম্পাদক সুখদেব নস্কর সকলকে ধন্যবাদ জানান।

হে নূতন

প্রথম পাতার পর

বামেরা কোনোদিনই ব্যক্তি রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। অথচ তারাই 'ব্র্যান্ড বুদ্ধ'–এর নামে রাজ্যবাসীকে নূতনের স্বাদ দিতে উঠে পড়ে লাগলেন। মনে হল এতদিনের ভুল ভ্রান্তি সব শুধরে দেবেন সংস্কৃতিবান বুদ্ধবাবু। কিন্তু এসব যে নেহাতই মুখামি বুঝিয়ে দিল সিঙ্গুর–নন্দীগ্রাম। সেখানে যে ফুলে ফেঁপে ওঠা স্থানীয় নেতারা তলে তলে খেলছেন তা বুঝতেই পারলেন না পক্কেশ তাত্ত্বিক নেতারা। ফলে যা হবার হল, নূতনের ডাক মুখ থুবড়ে পড়ল। বুদ্ধবাবুর আমরা–ওরা দম্ভও তাকে সামাল দিতে পারল না।

বাংলার লড়াকু নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে এল আরও একটা নূতনের ডাক। ২০১১ সালে ক্ষমতায় এল মা–মাটি–মানুষের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার। নতুন নতুন স্বাদ দিতে থাকলেন নেত্রী। সাধারণ জীবন যাপন, সাধারণ বেশভূষা, চলা ফেরা, স্থবির প্রশাসনে ধাক্কা দিয়ে মনে কেড়ে নিলেন মানুষের। গরিব, খেটে খাওয়া মানুষ, ছাত্র ছাত্রীদের জন্য একের পর এক প্রকল্প জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছে দিল নেত্রীকে। প্রথম ধাক্কা এল সারদার হাত ধরে। জড়িয়ে পড়লেন এতদিনের কাছের সঙ্গীরা। নারদ অপারেশনে সরাসরি ঘুষ নিতে দেখা গেল কাছের নেতাদের। নিজের ক্যারিশ্মায় তাও সামাল দিয়েছেন নেত্রী। এত অভিযোগ সত্ত্বেও দু–দুবার ফিরে এসেছেন ক্ষমতায়। কিন্তু তৃতীয় বার আসার পর ২০২২–এ যে ধাক্কা খাচ্ছে তৃণমূল সরকার তা সামলানো মুশকিল। কেমন যেন অচেনা হয়ে যাচ্ছে চেনা মানুষগুলো।

তাই কি ফের সেই মুখ বদলানোর কৌশল। তৃণমূল কি সত্যি আদি–নব্য দুভাগে বিভক্ত। তাই কি 'নূতন তৃণমূল' নামে নতুন বোতলের বিজ্ঞাপণ ছড়াচ্ছে শহরে। বহু চর্চিত পোস্টারের আর একটা লাইন তো ভয়ংকর। 'ঠিক যেমন সাধারণ মানুষ চায়'। অর্থাৎ দলের দু নম্বরের ছবি দিয়ে বলেই দেওয়া হচ্ছে বর্তমান সরকারকে সাধারণ মানুষ আর চাইছে না। আজ প্রায় তিন চারদিন হয়ে গেল দু–একটা ছুটকো ছাটকা মন্তব্য ছাড়া দলের পক্ষে এই পোস্টারের বিরোধীতাও কেউ করল না। এমনকি নিষিদ্ধও হল না এই নূতনের ডাক। বিভ্রান্তি ছড়াবার জন্য তিরস্কৃতও হল না পোস্টার দাতারা। তবে কি মেনেই নেওয়া হল ছয় মাসের মধ্যে আসছে নূতন তৃণমূল। নূতন মুখ। সেই মুখের তলায় কি সেই বামফ্রন্টের কায়দায় সব দুর্নীতি, সব অপরাধ চাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। যদি তাই হয় তা হবে বাঙালির সঙ্গে আর এক প্রতারণা। কবি বলেছিলেন, 'হে নূতন দেখা দিক আর–বার'। কিন্তু সে নূতন মঙ্গলদায়ক হবে কিনা তা নির্ভর করে নূতনের কাণ্ডারিদের সংযমের উপর। কারণ সেটার উপরই নির্ভর করে ভারতীয় গণতন্ত্রে শাসককে দেওয়া অসীম ক্ষমতার সুশাসন।

বিতর্ক তুঙ্গে

প্রথম পাতার পর

তার উৎসমুখ তো শুকিয়ে গিয়েছে। এখন ইছামতী শুধুই কচুরি পানায় ভরে আছে। বর্ধমান ভাগ হয়েছে, আসানসোল তো জেলা হয়নি। বর্ধমানের ঐতিহ্যকে মাথায় রেখে পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান হয়েছে। চব্বিশ পরগনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে মাথায় রেখে উত্তর ও দক্ষিণ করা হয়েছে। সেই মতো বনগাঁর অতীতটাকে মাথায় রেখে স্বনামে থাকাই ভাল।'পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক সজল দে বলেন, 'রাজ্যে মোট ৭ খানা জেলা নতুন করার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা ভেঙে আরও দুটো নতুন অর্থাৎ মোট তিনটে জেলা করা হচ্ছে। নতুন দুটোর একটা অর্থাৎ বনগাঁটাকে ইছামতী করার কথা হয়েছে। আর বসিরহাটের কোনও নামকরণের কথা এখনও হয়নি। তবে মুখ্যমন্ত্রী এখনও সর্বদলীয় বৈঠক না ডেকেই নিজেই নিজের মতো করে এসব করছেন। কোথায় কোন অফিস হবে এসব নিয়ে সর্বদলীয় আলোচনা তো দরকার। আসলে আমার মনে হয়, এই যে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাদের হাতে কোটি কোটি টাকার অবৈধ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হচ্ছে, জনগণের থেকে দুর্নীতি আড়াল করার জন্য এইসব মনগড়া প্রস্তাবনার উদ্ভব। শাসকদল রাজ্যের মানুষকে যতই বোকা বলে মনে করুক না কেন, তারা এখন যথেষ্ট সচেতন। ঠিক সময় মতো ঠিক কাজটাই তারা করবে। এটা আমার বিশ্বাস।

প্রশ্ন চিহ্নের মুখে ইট ভাটা

প্রথম পাতার পর

ডায়মন্ড হারবার আনন্দধারা কম্পার্টমেন্টে অল ইন্ডিয়া ব্রিকস এন্ড টাইলস ম্যানুফ্যাকচারার ফেডারেশনের পক্ষ থেকে দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত ইটভাটা মালিকদের নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন এই ফেডারেশনের সভাপতি যোগেশ আগরওয়াল। উপস্থিত ছিলেন সেক্রেটারি দিলীপ কুমার ঘোষ, বজবজ ফলতা জোনের এক্সিকিউটিভ মেম্বার হেমন্ত ছাবড়িয়া সহ অন্যান্যরা। এদিনের এই আলোচনাসভা থেকে সম্পাদক যোগেশ আগরওয়াল জানায় জিএসটি ইস্যু থেকে শুরু করে কয়লা ও একাধিক বিষয় নিয়ে একাধিকবার দিল্লি যন্তর মন্তরে গিয়ে ধরা না দিলেও কোনও সুরাহা মেলেনি তাদের। অন্যদিকে রাজ্য সরকার এতদিন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল বলে ইনভাটাগুলি চালাতে পেরেছিল। বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় রাজ্য সরকার রয়ালিটি দিয়েছিল তাদের। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের এই দ্বিচারিতার জন্যই আগামী দিনে বন্ধ করে দিতে হবে ইনভাটাগুলি। পাশাপাশি এদিনের এই আলোচনা সভা থেকে বজবজের এক ইটভাটার মালিক হেমন্ত কুমার ছাবরিয়া জানান, প্রথমত ইটভাটা মালিকদের কোনও ইন্সুরেন্স হয় না। অন্যদিকে, এই কয়লা কিনতে গেলে তাদের মাথায় হাত পড়ে যাচ্ছে। কারণ, সরকার এই কয়লা বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালদের কাছে বিক্রি করে দেওয়ার পর মাঝখানে ফড়েদের চক্করে পড়ে অনেক বেশি টাকা দিয়ে তাদের কয়লা কিনতে হচ্ছে। আর যার ন্যায্য ইটের মূল্য তারা পাচ্ছে না। যার কারণেই এই দীর্ঘ এক বছর এই ইটভাটা বন্ধের নিয়েছেন মালিকেরা।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ

নিলাম/পুনর্নিলাম বিজ্ঞপ্তি

জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন ৪০টি ফেরীঘাট ১৪২২/জেড.পি./ফেরী/নিলাম/পুনর্নিলাম/২২, তারিখ : ১৭/০৮/২০২২ স্মারক অনুযায়ী ০১/০৯/২০২২ থেকে ৩১/০৩/২০২৩ পর্যন্ত, মেয়াদী লীজ দেবার জন্য ৩১/০৮/২০২২ তারিখে নিলাম/পুনর্নিলাম করা হবে। ফেরীঘাট সংক্রান্ত বিবরণ ও নিলাম/পুনর্নিলামের নূন্যতম ডাক সংক্রান্ত তথ্য জেলা পরিষদ ও ব্লক উন্নয়ন অফিস থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য www.s24pgs.gov.in –এই ওয়েব সাইটে দেখা যেতে পারে।

স্বাঃ
অতিরিক্ত জেলা শাসক
ও
অপর নির্বাহী আধিকারিক
দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ

1796(2)/DICO/S24pgs,18.8.2022

রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পাচ্ছেন আইসি

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্য থেকে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন তেইশজন পুলিশকর্মী। তাদের মধ্যে আছেন রামপুরহাট থানার আইসি দেবাশীষ চক্রবর্তী। বগটুইকান্ডের পর রামপুরহাট থানার আইসি পদে দায়িত্ব নেন দেবাশীষ চক্রবর্তী। বাড়ি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার বারুইপুর। আইসি দেবাশীষ চক্রবর্তীর সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, মানুষের জন্য কাজ করেছি। রামপুরহাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র বলেন, বগটুইকান্ডের পর রামপুরহাট থানার আইসি পদে দায়িত্ব নিয়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এনেছেন। একজন যোগ্য দক্ষ আধিকারিক হিসাবে রামপুরহাট থানার আইসি রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পাচ্ছেন বলে আমরা আনন্দিত ও গর্বিত। স্বভাবতই খুশির হাওয়া বীরভূম জেলার পুলিশ মহলে।

জাহাজ পরিবহনে

প্রথম পাতার পর

যার জন্য খরচ হবে ২৫০ কোটি টাকা। বিনিত জানান গত ২৫ বছরে পোর্ট সেক্টরে পিপিপি মডেলে ইতিমধ্যে ২০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। আগামী ৭–৮ বছরে আরও ২৮ হাজার কোটি টার বিনিয়োগ হতে চলেছে। তিনি জানান, ভিসিয়ন ২০৩০–এ পোর্ট সেক্টরে পিপিপি মোডই হয়ে উঠবে বিনিয়োগের দিশা। দুদিনের কনক্লেভে যোগ দেন ভারতের ইনল্যান্ড ওয়াটার ওয়েবে অথরিটির চেয়ারম্যান সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, কোচিন শিপইয়ার্ডের চেয়ারম্যান ও এম ডি মধু এম নায়ার, সড়ক পরিবহন মন্ত্রকের বিশেষ সচিব সহ জাহাজ পরিবহনের সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

মহানগরে

দেশবন্ধু পার্কে সোলার প্যানেলের ভগ্নদশা

বরুণ মণ্ডল : উত্তর কলকাতাস্থিত অহংকার দেশপ্রিয় পার্কের লেডিস পার্ক এখনও কোনও আলো নেই। কার এ অভিযোগ জানেন? স্থানীয় ১২ নম্বর ওয়ার্ডের একজন নতুন দক্ষ পুরপ্রতিনিধি মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায়ের। তার অভিযোগ কলকাতা পুরসভার আলো দফতর থেকে দীর্ঘদিন আগে লাগানো সোলার প্যানেল আমফানের সময় ভেঙে গেছে এবং পরে কিছু যা সারানো হয়, তাও বর্তমানে চোরে চুরি করে। বর্তমানে এই সোলার প্যানেল গুলি অত্যন্ত ভগ্নদশা। এতো সুন্দর পার্কে যা যা থাকা প্রয়োজন, তার প্রায় সমস্ত রকম ব্যবস্থাযুক্ত। তবে এই সমস্যার দ্রুত নিষ্পত্তির আবেদন করছি। তৃণমূল কংগ্রেসের এই নবীন পুরপ্রতিনিধি মীনাক্ষী দেবীর পুরকর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব দৃশ্যদূষণ সৃষ্টিকারী ওই ভগ্ন দশাগ্রস্ত সোলার প্যানেল গুলো খুলে ফেলা দরকার। এবং সঙ্গেসঙ্গে অবশ্যই উপযুক্ত আলো লাগিয়ে পার্কটির সান্ধ্যকালীন ব্যবহার উপযোগী করা আশু প্রয়োজন। সাধ্যকালীন সময় এই পার্কে নানান ধরনের অনুষ্ঠান হতে পারে। এ প্রস্তাবের উত্তরে ২৩ জুলাই পুর লাইটিং অ্যান্ড ইলেকট্রিসিটি দফতরের মেয়র পারিষদ সন্দীপ রঞ্জন বক্সি বলেন, প্রস্তাবটি গ্রহণযোগ্য এবং বিবেচনার জন্য রাখলাম। পরবর্তী কালে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে কলকাতা পুরসভার উদ্যান ও বাগান দফতরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার ১৩ জুলাই কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক পরিবেশ সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে বলেন, বায়ুদূষণ যা পরিবেশের বিপদের পক্ষে একটা বড়ো কারণ। তবে আমি কলকাতাবাসীদের আশ্বস্ত করতে চাই যে, গত কয়েক বছরে কলকাতায় বায়ুদূষণের পরিমাণ কমেছে। অন্যান্য মহানগর গুলির তুলনা করলে। তিনি আরও বলেন, এই কমার পিছনে অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমত, আমরা অলটারনেটিভ এনার্জির দিকে এগিয়েছি। আমরাই ভারতবর্ষে প্রথম সোলার পার্ক তৈরি করেছি। আমরা ইতিমধ্যেই কলকাতার ১০ টা পার্কে সোলার সিস্টেম চালু করেছি'। কিন্তু, ওই ১০ টার অন্যতম উত্তর কলকাতার দেশবন্ধু পার্কের লেডিস পার্কের সোলার সিস্টেমের গত দু'বছর যাবৎ যে ভগ্নদশা সেটাই দেবাশিস বাবুর কাছে অজানা।

উপলক্ষে ১৩ আগস্ট থেকে শুরু হয়েছে হর ঘর তিরাঙ্গা কর্মসূচি। সেই উপলক্ষে নেহেরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতা এসএসবি যৌথভাবে বাড়িতে বাড়িতে জাতীয় পতাকা উপহার দেয়। চেতলার হিন্দ সংঘ থেকে শুরু হয় এই কর্মসূচি আদি গঙ্গার ধারে বসবাসকারী সকলের হাতেই জাতীয় পতাকাকে তুলে দেয় তারা। এরপর কালীঘাট অঞ্চলের ঘরে ঘরে পতাকা তুলে দেওয়া হয়। কালীঘাট মন্দিরের সামনে থেকে এক যাত্রার আয়োজন করা হয়। এরপর কালীঘাট অঞ্চলের গুরুদুয়ারা পার্কে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও করা হয় এবং সেই বৃক্ষ গুলির বিভিন্ন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নামে নামাঙ্কিত করা হয়।

প্লাস্টিকের জাতীয় পতাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি : একক-ব্যবহৃত প্লাস্টিকের পরিবর্তে একটি জৈব-বান্ধব বিকল্প হিসেবে পাটজাত পণ্য ব্যবহারের ওপর যখন জোর দেওয়া হচ্ছে। পাটের পণ্য সম্পূর্ণ বায়ো-ডিগ্রেডেবেল এবং পরিবেশ বান্ধব হিসাবে যখন ঘোষিত হয়েছে। এক হেক্টর (১ হেক্টর = ৭.৪৭৪৯৩ বিঘা) পাট ১৫ মেট্রিক টন (১০ কুইন্টাল = ১ মেট্রিক টন) কার্বন ডাই-অক্সাইড শুষে নেয় এবং বিশ্ব উষ্ণায়নে মোকাবিলা করতে সাহায্য করে। চলতি বর্ষের ১ জুলাই থেকে সারা রাজ্যে একবার ব্যবহৃত প্লাস্টিকের ব্যবহার রাজ্যের পরিবেশ দফতর যখন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, এমন এক সময় দেশের

স্বাধীনতার ৭৫ তম বর্ষ পূর্তির পালনীয় অনুষ্ঠানে কলকাতা পুর এলাকার বিভিন্ন পাড়ার মোড়, ক্লাব প্রাঙ্গন এবং অন্যত্র ৭৫ মাইক্রনের কম ঘনত্বের নিষিদ্ধ প্লাস্টিকের তৈরি ছোটো ছোটো জাতীয় পতাকা দড়ি দিয়ে সারিবদ্ধ ভাবে টাঙানো রয়েছে লক্ষ্য করা গেল। অদ্ভুত ঘটনা হল, ক্লাব কর্তৃপক্ষ ও বিক্রেতারা উভয়ই মেনেও নিয়েছেন যে এই সব পতাকা ৭৫ মাইক্রনের কম ঘনত্বের নিষিদ্ধ প্লাস্টিকের তৈরি। তাদের বক্তব্য, প্লাস্টিকের তৈরি ভারতের এই ছোটো জাতীয় পতাকা বাজারে যথেষ্ট ভাবে পাওয়া যাচ্ছে এবং দামের বিচারে যেখানে ১০০ পিস কাগজের ছোটো জাতীয় পতাকার দাম ৮৫ – ৯০ টাকা। সেখানে নিষিদ্ধ প্লাস্টিকের পতাকা ৬০ টাকা। পতাকা তৈরি কারখানা গুলিই এ ধরনের কারবার করছে। সুতরাং নিষিদ্ধ প্লাস্টিকের প্রতি মানুষের সচেতনতার সঙ্গে পুর প্রশাসনকেও নিষিদ্ধ প্লাস্টিকের জাতীয় পতাকা তৈরি কারখানাগুলির প্রতি বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার আশু প্রয়োজন রয়েছে।

অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে সারা ভারত জুড়ে শুরু হচ্ছে এক নতুন সমীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সারা ভারত জুড়ে শুরু হচ্ছে এক নতুন ধরনের সার্ভে। ভারতের কোনায় কোনায় ছড়িয়ে গিয়ে তথ্য অনুসন্ধান করবে এক বছর ধরে। বিভিন্ন বিষয়ের উপর সার্ভে ভারতের নীতি নির্ধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। বিশেষ করে অর্থনৈতিক নীতিকে জোরদার করবার জন্য বিভিন্ন ধরনের সার্ভে হয়ে থাকে। বিশ্বে কোন জায়গায় কোন জিনিসের উপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে বা অর্থ খরচ করতে হবে তা সবই বিভিন্ন সার্ভের ওপরে নির্ধারণ হয়। এইসব সার্ভে ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিকাল লের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়ে থাকে। মিনিস্ট্রি অফ স্ট্যাটিস্টিক অ্যান্ড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশনের আওতায় থাকা ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিকাল অফিসের ফিল্ড অপারেশন ডিভিশন কলকাতার পক্ষ থেকে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। ভারতের প্রত্যেকটি রাজ্য থেকে স্ট্যাটিসটিক্স

এর আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন কর্মশালাটি চলে ১৭ এবং ১৮ অগাস্ট ২০২২। যেই নতুন বিষয়টির ওপর সার্ভে করা হবে সেটি হল আন ইনকর্পোরেটেড সেক্টর এন্টারপ্রাইজ। অর্থাৎ যেসব ছোট ছোট ক্ষুদ্র শিল্প ভিন্ন ঘরে ঘরে কোনায় কোনায় ছড়িয়ে রয়েছে সেগুলিকে লিপিবদ্ধ করা এবং সেই শিল্পগুলি ভারতের অর্থনীতিতে কতটা এবং কিভাবে প্রভাব ফেলছে তা লিপিবদ্ধ করা। যেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর এই-সার্ভে নজর দেবে সেগুলি হল সেই শিল্প তার জায়গায় কতটা প্রভাব ফেলেছে বা কতটা এগোতে পেরেছে বস্তুটির করতে কতটা চাহিদা আছে তাও খুঁজে দেখবে এই সার্ভে। ভারতের মুখ্য স্ট্যাটিসটিস্ট এবং স্ট্যাটিসটিক্স এন্ড প্রোগ্রাম ইম্প্লেমেন্টেশন মন্ত্রকের সচিব ড: জি পি সামন্ত তার ভাষণের মাধ্যমে বলেন সবকিছুতেই সার্ভে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে সর্বদা ভয় না পেয়ে তাই স্ট্যাটিসটিকস এর খুব দরকার নীতি নির্ধারণ করে মানুষকে পথ দেখানোর কাজটা আমরা করছি। এই সার্ভে শুরু হবে অক্টোবর মাস থেকে এবং চলবে ২০২৩-এ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। পুরো সার্ভারটি হবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য সন্ধান এবং নথিভুক্ত করবে সন্ধান কারীরা। এই দুদিনের কর্মশালায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে তারপর তারা নিজের রাজ্যের সন্ধানকারীদের নিযুক্ত করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। তারা বিশেষভাবে মাথায় রাখছে সন্ধানকারীরা যেন সবার সাথে সঠিক ভাবে মিশে সব তথ্য নিয়ে আসতে পারে তার সঠিক পদ্ধতি কর্মশালায় শেখানো হচ্ছে বলে জানান ফিল্ড অপারেশন ডিভিশন এর এডিজি ডক্টর বিভাস চৌধুরী। এই কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সার্ভে ডিভিশন এবং রিসার্চ ডিভিশনের এডিজি গীতা সিং রাঠোর, নর্থ ইস্ট জোনের এডিজি কাল সিং, কলকাতার জোনাল অফিসার ডক্টর বন্দনা সেন, বিভাস চৌধুরী এবং জিপি সামন্ত।

কলকাতার রাস্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুর এলাকার রাস্তার পরিধি প্রায় ৫,৪০০ কিলোমিটার। এর মধ্যে ১৯০০ কিলোমিটার রাস্তা কলকাতা পুরসভা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়িত্বে রয়েছে। মূলত মূল কলকাতার মধ্যে এই রাস্তা গুলি রয়েছে। এছাড়া কলকাতায় পূর্ত দফতর রাস্তা রয়েছে ১৬টি। কলকাতার খিদিরপুর থেকে জোকা পোল পর্যন্ত ডায়মন্ড হারবার রোড, বেহালার জেমস লং সরণি, বীরেন রায় রোড (পশ্চিম) কলকাতার এমন ১৬টি রাস্তার নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে রাজ্যের পূর্ত দফতর। কলকাতায় পোর্ট ট্রাস্টের রাস্তা আছে ১২টি। গার্ডেনরিচ এলাকার রাস্তাসহ হুগলি নদীর পাড় বরাবর স্ট্যান্ড রোড রক্ষণাবেক্ষণের

দায়িত্বে রয়েছে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট। কলকাতা নগরোন্নয়ন নিগমের দায়িত্বে রয়েছে কলকাতার চারটি রাস্তা। ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে কেএমডিএ। হুগলি রিভার ব্রিজ কর্পোরেশনের দায়িত্বে রয়েছে কলকাতা দু'টি রাস্তা এবং ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের দায়িত্বে রয়েছে কলকাতার দু'টি রাস্তা। কলকাতা পুর এলাকায় রেলের কোনো রাস্তা নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতায় থাকা বিভিন্ন সংস্থার রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কলকাতা পুরসভার মহানাগরিক বছরে দু'বার মিটিং করে থাকে।

লেন্স বার্তা

টালিনালার দূষণ রোধে ১৩০০ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান, মেয়র পারিষদ তারক সিং। অর্থ বরাদ্দ হলে খুব শীঘ্রই কাজ শুরু করবে টাউন প্ল্যানিং ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট। ১৫.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ আদিগঙ্গার মোট ৩৩ বর্গ কিলোমিটারের দীর্ঘদিনের পলির উত্তোলন করা হবে। এরফলে টলিনালার দুইপাড়ের প্রায় ৩ লক্ষ বাসিন্দা বর্ষায় জল জমা থেকে পাকাপাকি ভাবে মুক্তি পাবে। ছবি – অরুণ লোধ

রবিঠাকুরের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবাভিনয় 'শেষবর্ষণ' ও 'বর্ষামঙ্গল' অবলম্বনে কলকাতার লোরেটো কলেজে'র নিবেদন গীতিনাট্য শ্রাবণ গান উপস্থাপিত হল কলেজ প্রেক্ষাগৃহে। অংশগ্রহণে ছিলেন কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দ ও শিক্ষা সহায়ক কর্মীবন্ধুরা।

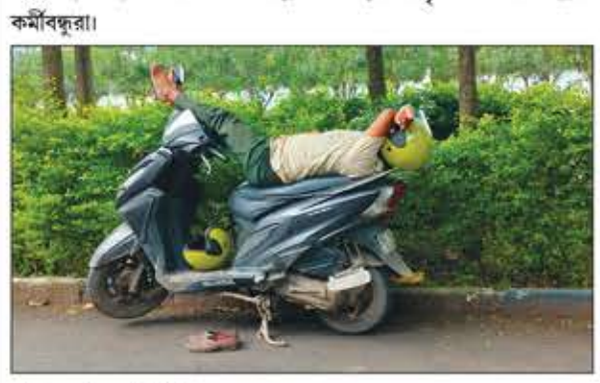

বাইকের উপর বিরতি।

৭৫-এর দেশ প্রেম। নিজের মতো করে। ছবি : অভিজিৎ কর

এখানে ওখানে

জীবনের সেরা কাজ কাউন্সিলরের

গারুলিয়া পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের এবারের নবনির্বাচিত পুর প্রতিনিধি রবি সাহার অভিনব উদ্যোগে বিভিন্ন সুবিধা থেকে বঞ্চিত কর্মহীনতা ও প্রতিবন্ধী, নয়জন দুঃস্থ মানসিক ভারসাম্য হীন মানুষের জন্য তিনি তার পুরসভা থেকে প্রাপ্ত মাসিক ভাতা তুলে দিলেন। তার এই কাজে অনেকেই খুশি। তার সহকর্মীরা এই পথে হাঁটবেন সঙ্গে পুরপ্রতিনিধিরা এই মহৎ কালে সকলেই গর্ব বোধ করলেন।

ছবি : বিজুস চক্রবর্তী

মানকুণ্ডু বিকাশ মঞ্চ শাখার উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবসের দিন সকালে বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মধ্যে পতাকা উত্তোলন, চারাগাছ বিলি এবং সেগুলি লাগানোর ব্যবস্থা করা হয়। সংগঠনের সম্পাদক রবি সামন্ত বলেন, বিশ্ব উষ্ণায়ন থেকে বাঁচতে গাছ লাগান, প্রাণ বাঁচান। রাস্তার ধারে গাছের চারা বসানো হয়। উষ্ণায়ন থেকে বাঁচতে গাছের বিকল্প নেই। উপস্থিত ছিলেন সদস্য তপস গুঁই, কেষ্ট কৃষ্ণ দে, প্রবীর ঘোষ, রাখী সামন্ত সহ অন্যান্যরা। বর্তমানে বিভিন্ন জায়গায় অবাধে গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। তাতে পরিবেশের উপরে মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে। **ছবি : রবি সামন্ত**

আজাদি কা অমৃত মহোৎসব

স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদযাপনে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সৌধ চন্দননগরের ফরাসি মিউজিয়ামে ১৫ আগস্ট জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সুযোগ দিয়ে সম্মানিত করেন মাউন্ট এভারেস্ট ও পৃথিবীর চতুর্থ শৃঙ্গ লোৎসে জয়ী পিয়ালী বসাককে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঘোষণা অনুযায়ী আজাদি কা অমৃৎ মহোৎসব অনুষ্ঠানে যোগদান। চন্দননগরের ২৫০ বছরের ফরাসি মিউজিয়াম বা ঐতিহাদিক ডুপ্লে ভবনে পিয়ালী ওই দিন সকালে

ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। ১৭৪০ সালে নির্মিত চন্দননগরের তৎকালীন গভর্নর জোসেফ ফ্রাঁসোয়া ডুপ্লের হেরিটেজ ভবন। দেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে চন্দননগরের একটা সুসম্পর্ক ছিল চিরদিন। চন্দননগরে বিপ্লবীদের গোপন ডেরা ছিল। এই শহরে ১১ বার আসেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার কলকাতা সার্কেলের অ্যাসিস্ট্যান্ট আর্কিওলজিস্ট মনীশ বর্মা, আর্কিওলজিক্যাল কেমিস্ট ডক্টর মনুয়া উপাধ্যায়, মিউজিয়ামের ডিরেক্টর ফাল্গুনি মুখার্জী, রঙিন মাছের গবেষক পতিত পাবন হালদার, কানাইলাল বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক শুভ্রদীপ হালদার, পিয়ালীর মা স্বপ্না বসাক প্রমুখ।

তথা : মলয় সুর, ছবি : শ্যামল চক্রবর্তী।

সার্ধশতবর্ষে অরবিন্দ

ভারতের ইতিহাসে কত আশ্চর্য সমাপতন। ১৫ আগস্ট যেমন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবস। তেমনি স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীঅরবিন্দ গোষের (ঋষি অরবিন্দ) জন্মদিন ও সার্ধশতবর্ষও। অমৃত মহোৎসবের উদ্‌যাপনে দেশ তাই অরবিন্দকেও স্মরণ করেছে। চন্দননগর বারাসত গেট কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-শ্রীঅরবিন্দ নিলয় গৃহে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের কার্যকলাপ সম্পর্কে সমীরশীল স্মারক বক্তব্য রাখেন দক্ষিণেশ্বরের সর্বজিৎ সরকার। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন কেয়া নিয়োগী। সংস্থার এটি পঞ্চম নিবেদন ছিল। এদিনের সকালে শেষ অনুষ্ঠান তেলিনীপানা ভদ্রেশ্বর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের শ্রুতিনাটক 'ক্যুইজ প্রতিযোগিতা'। পরিচালনায় স্কুলের শিক্ষিকা রতি চক্রবর্তী। এদিন শ্রীঅরবিন্দের উপর একটি বই প্রকাশিত হল। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি অরিন্দম সিংহ রায়। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য। এদিন উপচে পড়া ভিড় দেখে বোঝা যায় দর্শক খুব উপভোগ করেছেন।

স্বাধীনতা দিবসের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে ভারতীয় রেলের যোগাযোগকে তুলে ধরতে তথা পূর্বরেলের ঐতিহ্যবাহী হাওড়া স্টেশনের গৌরবজ্জ্বল অতীতকে সামনে আনতে হাওড়া স্টেশনেই এক আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করল পূর্ব রেল। হাওড়া স্টেশনের পুরনো কমপ্লেক্সে এই ঐতিহ্যবাহী আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার অরুণ অরোরা। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী হাওড়া স্টেশনের ভূমিকাকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরার জন্যই এই আলোকচিত্র প্রদর্শনী। অরুণ অরোরা বলেন, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এদেশে আসার পরই পূর্ব রেল তৈরি হয়। সারা দেশে স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তি পালন করা হচ্ছে। ভারতীয় রেলের অন্যতম ডিভিশন পূর্বরেলের আত্ম বলিদানকে যথাযোগ্য সম্মান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোটা জাতির সঙ্গে রেলের যে চিরকালীন সম্পর্ক তাকে মান্যতা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এই আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে রয়েছে রবি ঠাকুর ব্যবহৃত শেষ সেলুন-কারে করে বোলপুর থেকে হাওড়া আসেন, পুরনো দিনের টিকিট আসানসোল থেকে বেনারস, নেরোগেজ লাইনে কাটোয়া যাওয়ার ট্রেন, হাওড়া স্টেশনে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় রেলের ইঞ্জিন চালু করছেন, ১৯৫৭ সালে প্রথম ইলেকট্রিক ট্রেন, হাওড়া স্টেশনে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পৌঁছান। ভারতীয় রেলের অবদান এই ছবিগুলির মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে। **ছবি তুলেছেন : মথুরা মাইতি**

বিনা ওষুধে রোগ সারান

লালা স্রাব

মুখ দিয়ে অতিরিক্ত লালা ঝরে পড়া ভাল নয়। শিশু এবং বয়স্কদের মধ্যে অতিরিক্ত লালা নিঃসরণ দেখা যায়। অনেক সময় নিঃসরণ বাইরে থেকে বোঝা যায় না। অতিরিক্ত লালা মুখ দিয়ে না পড়ে পেটে চলে যায়, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঠোঁটের দু পাশ দিয়ে গড়িয়ে গাল বেয়ে ঝরে পড়ে। ঘুমন্ত অবস্থায় বালিশ বিছানা লালা রসে ভিজে যায়। শিশুদের ক্ষেত্রে গলায় তোয়ালে জাত ন্যাকড়া ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। অতিরিক্ত লালা স্মরণে দেহের শক্তি কমে যায়, দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর রোগী যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন লালা স্রাব দেখে চিকিৎসকরা চমকে ওঠেন। কারণ এটি মৃত্যু ঘন্টা নির্দেশ করে। এটি বন্ধ করতে হলে দুহাতে বুড়ো আঙুলের নীচের দিকে যে উঁচু মতো অর্ধচন্দ্রকার অংশ কব্জির দিকে নেমে গেছে তার মাঝামাঝি অংশে চাপ দিলে রোগী ব্যথা অনুভব করে। পায়ের বুড়ো আঙুলের নীচে যে কুনো মতো উঁচু অংশটা থাকে সেখানেও ব্যথা পাওয়া যায়। হাঁটতে গেলে ব্যথা পাওয়া যায়। এটা থাইরয়েডের লক্ষণ। থাইরয়েডকে সক্রিয় করতে হবে। আকুপ্রেসারের ভাষায় বলা হয় ৮ নম্বর বিন্দু। থাইরয়েড ও প্যারা থাইরয়েড দুটোই দুর্বল হয়ে পড়ে। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মতো ওই ব্যথার অংশে আকুপ্রেসার করে করে ব্যথাটা দূর করতে থাকলে লালা স্রাব বন্ধ হয়ে রোগী মৃত্যু ঘন্টার বাজনা বন্ধ করতে সমর্থ হবে।

মশার কামড়

রক্তের ঘনত্ব হালকা করতে তাই প্রকৃতি ওদের জন্য যে ব্যবস্থা করেছে তা হল এক প্রকার বিষ। মশা বিষ সমেত সে রক্ত সহজেই টেনে নেয়। এই বিষ সাপের বিষের চেয়ে কম ক্ষতিকারক নয়। তবে মশা ওই বিষের বেশিরভাগ অংশ রক্তের সাথে টেনে নেয় বলে তেমন মারাত্মক প্রতিফলন বোঝা যায় না। তবে যাদের অ্যালার্জি রয়েছে তাদের অনেকের ক্ষেত্রে ক্ষতি হয় জায়গাটা ফুলে ওঠে। এই ফুলে ওঠাটা অনেকের ক্ষেত্রে খুবই মারাত্মক হয়ে ওঠে। ডাক্তারের কাছে গেলে অ্যান্টি অ্যালার্জির ট্যাবলেট দিয়ে তার প্রতিকার করে থাকেন। তবে বিনা ওষুধে মশার কামড়ের বিষ যদি প্রতিহত করতে চেষ্টা করি তবে বলব দংশন স্থানে এক চিমটে নুন বসিয়ে চেপে ধরে রাখুন কিছুক্ষণ দেখা যাবে চামড়ার ভিতরের বিষ ফুলের বাইরে তরল আকারে জলের মতো বেরিয়ে আসবে। দেখা গেছে মশার দংশনের জায়গায় নুন টিপে রাখার মশা বাহিত যে সব রোগ হয় তা আর হয় না।

দুর্গাদাস সরকার

মাঙ্গলিকী

স্বাধীনতা নিয়ে প্রদর্শনী

উজ্জ্বল সরদার : ভারতবর্ষ এই বছর স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষে উত্তীর্ণ হল সফলতার সাথে। বছরভর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন সারা দেশ জুড়েই। সাম্প্রতিক গত ১০ থেকে ১২ ই আগস্ট কলকাতার একটি বিখ্যাত হোয়াটসঅ্যাপ দল 'কলকাতা কথকতা' ও রাশিয়ান সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড কালচার ইন কলকাতা –র উদ্যোগে গোর্কি সদনে একটি চমৎকার প্রদর্শনী আয়োজিত হল। এই প্রদর্শনীতে বাঙলার ২২ জন স্বনামধন্য সংগ্রাহকরা তাদের সংগ্রহের অসাধারণ সব নিদর্শন এনে হাজির করেছিলেন।

এই প্রদর্শনীর অংশীদার হিসাবে কলকাতার শ্রী অরবিন্দ ভবন, কলিকাতা মুদ্রা পরিষদ, অরোরা ফ্লিম কর্পোরেশন, কথোপকথন প্রোডাকশন ও বর্তমান ছিল। প্রদর্শনীর সূচনায় হাজির ছিলেন কলকাতাস্থ রাশিয়ান কন্সাল জেনারেল আধিকারিক, বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনার রিয়াজুল ইসলাম, চলচ্চিত্র অভিনেতা চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, দেবশঙ্কর হালদার, অনিন্দ্য ব্যানার্জি, লেখক হরিপদ ভৌমিক, অঞ্জন বসু, প্রসাদরঞ্জন রায়, প্রেমেন্দুবিকাশ চাকী প্রমুখ। প্রদর্শনীতে দর্শক হিসাবে হাজির ছিলেন সাহিত্যিক ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, জয়দীপ চক্রবর্তী, অভিনেতা রজতাভ দত্ত প্রমুখ। এই প্রদর্শনীতে দেখা গেলো স্বদেশী দেশলাই, সুগন্ধি–র বোতল ও লেবেল, কালির দোয়াত, এনামেল বিজ্ঞাপন বোর্ড, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের চিঠি, অটোগ্রাফ, স্বাধীনতা সংক্রান্ত খবরের কাগজ, বাজেয়াপ্ত বই, ব্রিটিশ মুদ্রা, ব্যাঙ্ক নোট, স্মারক মুদ্রা, ক্যামেরা, পত্র–পত্রিকা,পোস্টেলিনের পুতুল, বিপ্লবীদের তাম্রপত্র, ছবি, রেকর্ড সহ আরও বিবিধ দ্রব্য। বিশিষ্ট ক্যান্সার গবেষক তথা দেশলাই সংগ্রাহক উৎপল সান্যাল তার সংগ্রহে থেকে স্বদেশী দেশলাইয়ের বিপুল সম্ভার প্রদর্শন করেন। গণপরিবহন সংক্রান্ত সংগ্রাহক শৌভিক মুখার্জি –র সংগ্রহ থেকে দেখা গেলো আজাদ হিন্দ ফৌজের দুষ্প্রাপ্য ছবির ওপর নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর অটোগ্রাফ। সংগ্রাহক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সংগ্রহ থেকে গান্ধীজীর অটোগ্রাফ, স্বাধীনতা দিবসের দিনের শুভেচ্ছাবার্তা, আজাদহিন্দ ফৌজের দস্তাবেজ। মুদ্রা সংগ্রাহক সুমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগ্রহ থেকে ব্রিটিশ ভারতের মুদ্রা সংগ্রহ। ফাল্গুনী দত্ত রায়ের সংগ্রহ থেকে বিভিন্ন স্বদেশী কালির বোতল, বিজ্ঞাপন, দুষ্প্রাপ্য দলিল দস্তাবেজ, লর্ড কার্জনের চিঠি, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠি, স্বদেশী কলম প্রভৃতি। কলকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরীর সন্দীপ দত্তের সংগ্রহ থেকে স্বাধীনতা সংক্রান্ত দুষ্প্রাপ্য পত্রপত্রিকা এ

এখানে দেখা গিয়েছে। শহরের প্রবীণ সংগ্রাহক পরিমল রায় তার সংগ্রহ থেকে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ের এনামেল বোর্ড, সুচের কাজ প্রভৃতি দিয়েছিলেন এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শনের জন্য। পাশাপাশি শহরের নবীন কয়েকজন সংগ্রাহকের সংগ্রহ ও এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়েছে সফল ভাবে। প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় একান্ত সাক্ষাৎকারে জানালেন, বছরে নুন্যতম একটিবার অন্তত শহরের কোনও এক জায়গায় আমরা বেশ কয়েকজন সংগ্রাহকরা মিলে কোন বিষয় নির্ভর এমন চোখ ধাঁধানো প্রদর্শনীর আয়োজন করি। এই বছর আমাদের দেশের স্বাধীনতার প্লাটিনাম জুবিলি উপলক্ষ্যে 'কল অফ দ্যা ফ্রিডম' শিরোনামে এই বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছি। এই প্রদর্শনীতে শহরের ২২ জন বিশিষ্ট সংগ্রাহকরা যোগদান করেছেন। এই তিন দিন প্রদর্শনীতে এত অগণিত দর্শকরা ভিড় জমিয়েছেন যাতে আমরা সকলেই বিশেষ উৎসাহিত। এই সীমিত তিন দিনের প্রদর্শনীতে অনেকেই আমাদের এই উদ্যোগ চাক্ষুস করতে পারেন নি, তাই আমরা তাদের কথা মাথায় রেখে আবার খুব জলদি হয়ত এই প্রদর্শনীর আয়োজন করবো শহরের কোথাও। স্বাধীনতা সম্পর্কিত এত বিবিধ জিনিসের সংগ্রহের সমাহার অন্য কোন প্রদর্শনীতে এত সহজে দেখা যায় না বলেই আমরা দাবি করি। প্রত্যেক সংগ্রাহক তাদের ভালোবাসার তাগিদে যে এই প্রদর্শনীতে স্বতস্ফূরত ভাবে যোগদান করেছেন এটাই আমাদের বড় প্রাপ্তির।

শহরের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ও তাদের বিদ্যালয়ের উদ্যোগে এই প্রদর্শনী দেখে গিয়েছে আনন্দের সঙ্গে। দর্শকরা এমন প্রদর্শনী চাক্ষুষ দেখে ভীষণ খুশী হলেও তাদের আফসোস খুব কম দিনের জন্য এই উচ্চ মানের প্রদর্শনীর আয়োজন হওয়াতে তারা তাদের দূরের বন্ধুবান্ধবদের কে এই প্রদর্শনীটি দেখাতে পারলেন না। এই বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজনে রাশিয়ান দূতাবাসের সংস্কৃতিক কেন্দ্রের কর্মী ও শ্রী অরবিন্দ ভবনের বিশেষ সক্রিয়তা ছিল নজরকাড়া। সব মিলিয়ে বলা যায় স্বাধীনতা দিবসের প্রাককালে শহরের এই প্রদর্শনী ছিল ইতিহাস ছুঁয়ে দেখার অন্যতম প্রাঙ্গন।

মহাকাব্যিক প্রয়াণযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি :গত ১২ আগস্ট, শুক্রবার, কবিগুরুর প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে কলকাতার মহানায়ক উত্তমকুমার মঞ্চে বসেছিল রবীন্দ্রসঙ্গীতের এক অনন্য আসর। পরপর আটখানি গান পরিবেশন করেন বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী শতরূপা মুখোপাধ্যায়। এর সঙ্গে উপরি পাওনা ছিল কিংবদন্তী অভিনেতা ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী প্রয়াত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের ভাষ্যপাঠ যা প্রোজেকশানের মাধ্যমে দেখানো হয়। ২০২০–তে যখন অতিমারী কিছুটা স্তিমিত, আবার একটু একটু করে কাজকর্ম শুরু হচ্ছে ঠিক তখনই 'ঝরঝর শ্রাবণধারা' শীর্ষক রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি অ্যালবামের রেকর্ডিং হয় যার পাঠে ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং সঙ্গীতে শতরূপা মুখোপাধ্যায়। এর মাসখানেক বাদে সৌমিত্রবাবু অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং প্রয়াত হন। তবে একটাই সান্ত্বনা, অ্যালবামের কাজটি সম্পূর্ণ হয়েছে একথা তিনি জেনে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে ভাষ্যপাঠ – এই নিরিখে এটাই সম্ভবত ওনার শেষ কাজ। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে এবং তৎকালীন অতিমারীজনিত সরকারি নানা বাধানিষেধ থাকায় অ্যালবামটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা আর সম্ভব হয়নি। সেই অসমাপ্ত কাজটি এতদিনে সারলো এর নির্মাতা মিউজিক টু থাউজেন্ড' কোম্পানি। উপস্থিত ছিলেন সৌমিত্র–তনয়া পৌলমী বসু, মুখোমুখি' নাট্যগোষ্ঠীর নির্দেশক বিলু দত্ত এবং বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী শুভঙ্কর সিনহা রায় যার আঁকা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বিভিন্ন ছবি প্রোজেকশনে দেখানো হয়। অসাধারণ কণ্ঠের অধিকারী শতরূপা মুখোপাধ্যায় খ্যাতনামা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী শ্রীমতী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার ছাত্রী। ওই ঘরানার কিছু স্বাদ পাওয়া গেল তাঁর গানে। তাঁর সঙ্গীত নির্বাচনও বেশ অভিনব। বেশ কিছু অল্পশ্রুত গান অনেক দিন পর শোনা গেল। তাঁর কণ্ঠে 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে', 'ওগো সাঁওতালী ছেলে', 'আজি ঝড়ের রাতে', 'আজি গোধূলি গগনে' মন ছুঁয়ে যায়। তাঁর সঙ্গে সঙ্গতে ছিলেন তবলায় পার্থ মুখোপাধ্যায়, বোর্ডে রাণা সরকার, বাঁশিতে প্রশান্ত পাল এবং পারকানস্যানে অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাখী বন্ধন মহোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১২ আগস্ট সকালে 'বিশ্বরূপের' উদ্যোগে 'সোদপুর পানিহাটি লোকসংস্কৃতি ভবনে' বিশিষ্ট জ্যোতিষী প্রবীণ দক্ষ সংগঠক ও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বিশ্বনাথ মালাকারের সুষ্ঠু পরিচালনায়, সম্পাদক কার্তিক দাসের ব্যবস্থাপনায় , রাজীব সরকারের সঞ্চালনায় , সন্দীপ দাস, বিশ্বজিৎ ঘোষ ও প্রবীর মণ্ডলের আহ্বানে ২৯তম বর্ষ 'রাখী বন্ধন ও বার্ষিক মিলনোৎসব' সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। উদ্বোধন করেন কোরক বিশ্বাস। জনহিতকর কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দেন কল্লোল বিশ্বাস, তাপস সিনহা প্রমুখ। নৃত্য পরিবেশন করেন অঙ্গনা মণ্ডল, তনিমা ভট্টাচার্য ও রানা ভট্টাচার্য। গান গেয়ে শোনান ঐশিক ভট্টাচার্য। বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন পশুপ্রেমী ও ক্রীড়াবিদ সাধনা অধিকারী। অমর শহিদদের শ্রদ্ধাঞ্জলী, বিজয়ী প্রতিযোগিদের পরস্পর বিতরণ (ট্রফি, মানপত্র, হুডি) প্রতিবন্ধী পুরুষ ও সাধারণ মহিলা ও সাধারণ ছেলেদের দেহ গঠন প্রদর্শিত হয়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও অতিথিদের জলযোগে আপ্যায়ন করেন বিশ্বনাথ মালাকার। উৎসবে অসংখ্য দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

নবরত্ন পুরস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৭ আগস্ট রবিবার দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে বাঙ্গাল পুর মহিলা বিকাশ কেন্দ্রে সায়ন্তন পত্রিকা নবরত্ন সভা ও

নবরত্ন পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হল। সায়ন্তন এন থেয়াম পরিবেশন করেন উত্তম কুমার সিনহা। স্বাগত ভাষণে সকলকে আপ্যায়িত করেন সায়ন্তন সম্পাদক চন্দ্রাদিত্য চন্দ্র। হাওড়া জেলার নয় জন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক এর নামাঙ্কিত পুরস্কার বর্তমান কালের নয়জন সাহিত্যিককে প্রদান করা হল। ডঃ অলোক নাথ পাঁজা সভাপতিত্ব করেন। বিশেষ অতিথির আসনে ছিলেন ডঃ তপন কুমার বর, ডঃ বাপ্পাদিত্য মাইতি, জয়দেব ঘড়া, প্রাক্তন বিডিও বাগনান। সংগীত, নৃত্য, কবি কণ্ঠ আনোনো পুস্তক প্রকাশের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান চলে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত।

তৃতীয় লিঙ্গদের নিয়ে এক ব্যতিক্রমী রাখি বন্ধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে কলকাতার রাস্তায় সম্প্রীতির রাখিবন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তবে আপামর বাঙালি রীতি অনুসারে ভাইয়ের কল্যাণ কামনায় বোনের রাখি বেঁধে দেওয়া সময়ের হাত ধরে এইভাবেই এগিয়ে চলেছে। এবারের রাখি পূর্ণিমায় সেই রাখি বন্ধনই বি পজিটিভ–এর পরিচালনায় এবং দিগম্বরপুর অঙ্গীকার–এর সহযোগিতায় উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসতের শ্যামপুকুরে এক অনন্যমাত্রার সূচনা করল। এদিন এই সংস্থাদ্বয় এতদঞ্চলের তৃতীয় লিঙ্গ বা হিজড়া সম্প্রদায়ের ভাই–বোনেদের সাথে রাখি বন্ধন উৎসবের মাধ্যমে সম্প্রীতির আদান–প্রদান এক ব্যতিক্রমী দিশার দিকদর্শন ঘটাল। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত

ছিলেন বি পজিটিভ–এর কর্ণধার বিপ্লব বড়ুয়া, দিগম্বরপুর অঙ্গীকার এর সুমন সাহা, বিশিষ্ট পরিবেশকর্মী অরিন্দম দে, বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক পলাশ বৈরাগী, বিশিষ্ট অভিনেত্রী ও নাট্যকর্মী অঞ্জনা রায়, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও আইনজীবী সমীর দাস, হিজড়া সম্প্রদায়ের গুরুমা রিনা দি, সাংবাদিক ভৃগুরাম হালদার, সাংবাদিক সঙ্গীতা দত্ত, শাশ্বতী দাস সহ তৃতীয় লিঙ্গের পঞ্চাশ জন ভাই বোন। এদিন রাখি বন্ধন ও নৃত্য পরিবেশনের পাশাপাশি সংস্থাদ্বয়ের উদ্যোগে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরের ও আয়োজন ছিল। এই স্বাস্থ্য শিবিরে তৃতীয় লিঙ্গের সমস্ত ভাই–বোনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় বলে জানালেন বি পজিটিভ–এর কর্ণধার বিপ্লব বড়ুয়া। হিজড়া সম্প্রদায়ের গুরুমা রিনা দি বলেন, 'রাখি বন্ধনের এই অনুষ্ঠান আমাদের এক অভিনব আনন্দ প্রদান করেছে।'

ধর্মীয় সভা

হীরালাল চন্দ্র : গত ১৬ জুলাই সন্ধ্যায় ১৫১, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা ৬– এ ১৯০২ সালে ভগিনী নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিত 'বিবেকানন্দ সোসাইটির' উদ্যোগে ও সম্পাদক অরূপ বৈদ্যের সুষ্ঠু পরিচালনায় উৎসব প্রাঙ্গণে মনোরম পরিবেশের মাধ্যমে এক 'আধ্যাত্মিক ধর্ম সভা' সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। পবিত্র সভায় স্বামী–শিষ্য সংবাদ প্রসঙ্গ, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, জগন্মাতা সারদাদেবী ও বিশ্ব পরিব্রাজক বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক মহান জীবনী সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দেন স্বামীজীর (জন্মভিটে) বাড়ির অধ্যক্ষ ও সংস্থার সহ সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী জ্ঞানলোকানন্দজী মহারাজ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করে প্রদ্যোৎ ব্যানার্জী। ভাবগম্ভীর শুচিস্নিগ্ধ সভায় অসংখ্য শ্রোতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। আগামী আগস্ট মাসের ২৩ ও ২৪ তারিখে সন্ধ্যায় সোসাইটির 'প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উৎসব' অনুষ্ঠিত হবে। ভক্তবৃন্দ অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন আশা করি।

কবিতা

বর্ষা রঙ্গ
সনত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

টুপটাপ বৃষ্টির একি অনাসৃষ্টি,
রাতদিন ঝরছে
বারে বারে শুধু মন হয়ে যায় আনমন
খাল বিল সবই দেখি ভরছে
কাকভেজা হয়ে ব্যাঙ গাইছিল গ্যাঁঙোর গ্যাঁঙ
শুনছিল টুনটুনি পাখী
বাড়ী থেকে চুপিচুপি বার হয়ে খোকাখুকি
খেলছিল জলকাদা মাখি।
নাটকের মত যেন পরপর এই হেন
মোর চোখে ভেসে ওঠে ছবি
বর্ষার রূপ দেখে মন মোর বুঝি যেন
হয়ে যেতে চায় এক কবি।
(চণ্ডীপুর, মোড়া, হুগলী)

ঝরঝর মুখর বাদর দিনে
শ্রাবণী সরকার

আকাশে গুরু গুরু মেঘের গর্জনে এসেছে বর্ষা
সারাদিন ঝরঝর্ ধারায় ঝরেছে বারি ধারা।
রৌদ্রতপ্ত গ্রীষ্মের দাবানলে তপ্ত আমরা সবাই,
বর্ষার অফুরন্ত বৃষ্টিধারায় হয়েছি স্নিগ্ধ শান্ত।
মাঠে মাঠে চাষীদের কত হৈ চৈ
চারিদিকে জলাশয় সবই থৈ থৈ।
(বেঙ্গালুরু, কর্ণাটক)

বকুল কথা
পার্থ সারথি সরকার

ইটের জালে একলা বকুল তাকায় মাঠের দিকে
ঘরের কোণে মাথা নুইয়ে মাথাটা তার ঠোঁকে
সদ্য ফোটা মুকুল ঝরে হলুদ হওয়া ঘাসে
খেলার মাঠটা হারিয়ে গেছে বহুতলের গ্রাসে।
(পশ্চিম পুটিয়ারী, কল–৪১)

পথ
বিক্রমজিত ঘোষ

অচেনা–অজানা পথের পথিক আমরা
কখনও কখনও দিকভ্রান্ত হয়ে এগোই –
দিশাহারা হয়ে পড়ি আর হাতড়ে বেড়াই
যদি আমরা খুঁজে নিতে পারি
আমাদের নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল।
সব রাস্তা আমাদের জানা নয় –
জীবনটা যে বক্রশূল,
কত জানার মাঝে রয়েছে কত অজানা
ভাগ্যের পাশেই রয়েছে দুর্ভাগ্য।
এসব পেরিয়ে – জয় করে
নিজেদেরকে এগিয়ে যেতে হবে –
হয়ে উঠতে হবে স্বাধীনচেতা সফল মানুষ।
(শিবপুর, হাওড়া)

আগুন নিয়ে
গণপতি বন্দ্যোপাধ্যায়

আগুন নিয়ে করছো খেলা
পুড়ে হবে সব ছাই,
আগুনের ধোঁয়ায় আঁধার দেখায়
আগুন লাগলে ভাই।
জ্বাললে আগুন আগুন জ্বলে
সহজে নিভে নাই।
আগুন নিয়ে কোরোনা খেলা
পুড়ে হবে সব ছাই।
(সারেঙ্গা, বাঁকুড়া)

দিকপাল
সুদামকৃষ্ণ মণ্ডল

আমার দু'হাতে দুখু' আর রবি রাখি	গণ্ডুষে ধরে
ভোরের আলোয় জীবন্ত ছবি পরশ মাখি	হৃদয়ে
রবি আমার আলো হলে কিছু	দুখু রঙিন
অসীম সৃষ্টির গুণী বলে নীচু	শ্রদ্ধায় হই
জাত ভেঙেছে জাতির তরে মানুষের ধর্ম	এক
অজস্র গানের কথায় সুরে অক্ষয় বর্ম	জাতির
সবার অন্তরে রবে চিরকাল সীমানা ছাড়িয়ে	সৃষ্টির
বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ দিকপাল	বিশ্বে সৃজন

ছড়িয়ে।
(পুরন্দরপুর, অক্ষয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা)

জীবন যুদ্ধ
গণেশ মালিক

জীবন যুদ্ধে আমরা সৈনিক হারজিত চলে সন্ধ্যা দৈনিক
পাথরে পাথরে ধাক্কা খেয়ে সুকঠিন হয় শরীর হৃদয়।
অভিযোজনের খেলা চলে ক্ষণে ক্ষণে
মানুষ আবার ফিরে যাবে না তো বনে !
ডারউইন তুমি থাকতে পৃথিবী বুকে
সহজ হত না বঁচে থাকা সুখে
আমরা জীবন যুদ্ধে সৈনিক
যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যাই নি চলে
কেউ কেউ যায় চিতাকাঠ ভালোবেসে
শ্মশানে কবরে জীবন ঘৃণা করে।
আমরা সৈনিক জীবন যুদ্ধে
(শহলা, মাখনা, দঃ২৪ পরগণা)

অজুহাত শ্রাবণ সন্ধ্যা
কামাক্ষ্যারঞ্জন দাস

অজুহাতে হলে না সফল
সব কাজে হয়েছো বিফল
অজুহাতে কুড়াও কষ্ট
হলো তোমার অভ্যাস নষ্ট
অজুহাতে সবাই কেন নীরব
অসত্ ভাবনায় উচ্চ সরব।
এদিক ওদিক কোথা ঘোরা
সুক্ষ্ম বিচার চুলচেরা !
(বড়িশা, কলকাতা–৮)

শেষ কোথায়
কানাইলাল সাহু

আঘাত দিয়ে দেখা দিলে, আগুন হয়ে জ্বলবে
সাঙ্গ হলে মেঘের পালা, শুরু হবে বৃষ্টিধারা
জীবনের ফুল, হলে ফোটা
মরণের ফুল ফলবে।
(দীনেশ পল্লী, কলকাতা –৯৩)

সাহিত্যের আলোকে
দেবনাথ পোড়ে

সাহিত্যে মেলে জীবন দর্শন, জ্বলে জ্ঞানের প্রদীপ
প্রেমে নিঃস্বার্থ ছাড়া, কেমনে প্রাণের দীপ।
মনকে ধরে নিয়ে অনেক কিছু কথা আসে
অন্তর ছাড়া আলোর ঝর্ণা, সৃষ্টিকে ভালোবাসে !
সৃষ্টির প্রথম আলো রূপে সাহিত্য দর্পণ
শিক্ষা সকল তথ্য হয়ে নিজেকে কর অর্পণ।
সাহিত্য জগত–জোড়া মুক্তির আলোকে রবির কিরণ
জ্ঞানীর আসন সর্বত্রই মঞ্চে করে আলোক বর্ষণ।
বেদ অনেক সাধনার ফসল, আজও ফলপ্রসূ হয়ে
বিজ্ঞান, দর্শন বাঁচে সমাজের হাত লয়ে।
সাহিত্যের আলোকে প্রদর্শিত হয় মুক্তির দিশা
সব সাধনার প্রস্তুতি নিতে অন্তরই ভরসা।
শিক্ষা যখন ব্যবসা শুরু, জ্ঞানের আলোক বর্জিত
সাহিত্যের ধারা অব্যাহত রাখে, প্রেমের পথে চর্চিত।
সাহিত্য সংস্কৃতি সমাজকে দেয় রোগ মুক্তির নিরাময়
রবির কিরণে মেলে মুক্তধারা দূষণ–মুক্ত হয়ে মধুময়।
(আমতলা, দঃ২৪পরগণা)

নতুন দাঁত
দেবকুমার মুখোপাধ্যায়

দাদুর নতুন দাঁত দিয়েছেন ডাক্তার
দাঁত পেয়ে মহা খুশী, বেড়ে গেছে হাঁক তার
মাংস ও বিরিয়ানী
টাকা দাও কিনে আনি
দল বেঁধে বলে নাতিনাতনির ঝাঁক তার

এক মুখ দাঁত নিয়ে দাদু হাসে অট্ট
লম্বা ফর্দ নিয়ে চলে আসে ভট্ট
দাদু বসে মুড়ো খায়
মাংসের হাড় চায়
নাতিনাতনিরা তোলে চলভাষে ফট্ট।
(পানিহাটি, উঃ ২৪ পরগণা)

সিপাই–এর ভাবনা
স্বপন দত্ত

চোর যখন খুঁজছে সেপাই, ধর্মতলার মোড়ে
চোর বাবাজী পড়ল কেটে টোটো গাড়ী চড়ে
সেদিন ছিল জানুয়ারী পয়লা দিনের ভোর
ভাবছে সেপাই চাকরী যাবে পালিয়ে গেল চোর !
এমন সময় পকেটমারের পিসতুতো ভাই হাঁদা
মুচকি হেসে বললে কেশে, ভাববেন না দাদা
হাজার দুই ইনাম পেলে মতলবটা কই,
কেরানীতলায় বই বেচে ওই চোরটার যমজ ভাই।
ওকেই ধরে আপাততঃ থানায় নিয়ে গিয়ে
সেপাই–টি তার চাকরী বাঁচায় হাজার দুই দিয়ে।
(আকুলসাঁড়া, সোনাপ্যেতা, পশ্চিম মেদিনীপুর)

ফড়িং ও মৌমাছি
সুচিত চক্রবর্তী

একটি ফড়িং হলুদ বনে, যাচ্ছিল বেশ ঘামিয়া
মৌমাছিকে দেখতে পেয়ে অমনি গেল থামিয়া
মৌমাছিভাই বলল ডেকে, যাচ্ছো কোথায় উড়িয়া ..
ফড়িং বলে খাবার খোঁজে, ক্লান্ত ভীষণ ঘুরিয়া
শুনে তখন মৌমাছিটা বলল তারে হাসিয়া
আমার বাড়ি খেয়ে যেয়ো, দুপুরবেলায় আসিয়া।
(গড়ফা, কলকাতা–৭৫)

জীবন পর্বের নির্যাস
গুরুপদ জানা

সব দামী দামী দুঃখগুলো
খুশীর ভগ্নাংশ গায়ে
আমার পৃথিবীতে বাস করছে
নিরাবিলে।
কৌণিক বিন্দুতে বসন্তের একটুও দাগ নেই।
চলনা খরার নুপুর চিরন্তনী শাশ্বত।
আমার চেয়েও আরো সত্যি।
নুন ঘাম ফেলে হাঁটছি পায়ে পায়ে
আমার পৃথিবী ছেড়ে
সবার পৃথিবীকে একথা জানাতে,
নুয়ে পড়া গাছের চুম্বন যেমন জলাশয়কে,
বেডসোর যন্ত্রণা যেমন
সোনার শরীর থিরে –
ঠিক তাই ...
(মনোহরপুর, নন্দীগ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুর)

স্বপ্নের তুমি
মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল

স্বপ্নের কলি কি ফুটন্ত ভোরে?
না, স্বপ্ন বাস্তবে রাখে না কোন পদ চিহ্ন
সে রাখে না কোন জীবনের প্রশ্ন।
শুধু কল্পনার পৃথিবী রঙিন ছবি,
সিন্ধুর ভাসমান তরী, রূপকথার কাহিনী,
স্বপ্ন দেখায় ঘুমন্ত পৃথিবী।
স্বপ্নে আসবে, ছিনিয়ে অন্ধকারের গভীর থেকে ভোর।
তবু স্বপ্নই থাকবে যষ্টি অন্ধের।
জাগরণে নয় নিদ্রায় রামধনুর মতো
কল্পনা দেয় কি আশ্বাস, স্বপ্নের রেখায় কত মাদারিকার খেলা?
বন্ধ চোখে স্বপ্ন দেখা, আবার চোখ খুললেই পাবে শুধু শূন্যতা,
তখন কর্ম ব্যস্ততার চাঞ্চল্যে মুখরিত জনতা।
সে ভিড়ে স্বপ্নের পদচিহ্ন প্রতি মুহূর্তে পড়ে চাপা।
আবার স্বপ্ন পথচলায়, স্বপ্ন দেখায় বাঁচার।
স্বপ্ন আছে বলে আশা জাগায় প্রাণ সঞ্চার
দোলা দেয় নবজীবন পল্লবে, কল্লোলে
আবার সাহায্য করে পথ চলাতে
মেলে ডানা আহত পাখি আকাশে
অন্ধকার থেকে ছিনিয়ে আনবে স্বপ্নের সকাল।
উপহার দেবে নবজীবন ফুটন্ত ফুল।
(কলকাতা)

স্বপ্ন বেদনে

কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়

জীবন থেমে থাকে না, এগিয়ে যায়। তার গতির তালে তাল মিলিয়ে অনেকটা সময় পার হয়ে গেছে রমলার। স্বপ্ন নীল কটি দিনের স্মৃতি মনের গভীরে আপন অবস্থানে গভীরতর হয়। প্রাণতোষকে ভুলতে পারে না রমলা। অবিচল ধৈর্যে আজও তার পথ চাওয়া। একতলার সামনের ঘরে পেয়িংগেষ্ট ছিল প্রাণতোষ। সহজ ব্যবহারে অল্পদিনের মধ্যেই আপন হয়ে উঠেছিল মা ও মেয়ের কাছে। হাসপাতালের কাজ সেরে বাড়ি ফিরে প্রাণতোষের ঘরে এক একদিন সময় কাটতো মৃণালিনীর। গল্প হত যাপিত সময়ের। অকালে বাপ–হারানো মেয়েটা কত কষ্ট করে বড় হয়েছে। বাবার পেনশনের টাকা আর মৃণালিনীর সামান্য আয়ে সংসার চলে। চাকরীর পরীক্ষায় সফল হলে মৃণালিনীকে কন্যাদায়মুক্ত করার আশ্বাস দিয়েছিল সহানুভবতায়। একদিন মৃণালিনী বেরিয়ে যাবার পর দোতলার ঘরে উঠে এসেছিল প্রাণতোষ। যত না ভয় পেয়েছিল, তার চেয়ে বেশী অস্বস্তিতে পড়েছিল রমলা। অন্তরঙ্গ হয়ে কাছে টেনে নিয়ে অনাস্বাদিত তৃপ্তি ছড়িয়ে দিয়েছিল অনুভবে। ইদানিং মেয়ের খুশী খুশী মুখ, কাজ করতে করতে গান গাওয়া নজরে পড়েছে মৃণালিনীর। প্রত্যাশার আকাশকুসুম স্বপ্নে আবর্তিত তখন মৃণালিনীর জগত। আর দেহমনের মধ্যে আলোড়িত সুখ – যা রমলার একান্ত নিজস্ব, তার পূর্ণতার কামনার নিভৃতি খুঁজেছে অবিরত।

ফিরে যাবার আগে ঠিকানা রেখে গিয়েছিল প্রাণতোষ। একমাস অপেক্ষা করার পর সেই ঠিকানায় চিঠি লিখল মৃণালিনী, উত্তর আসেনি। পাছে আশঙ্কা মেয়ের চোখে ধরা পড়ে, মা তাই মেয়েকে এড়িয়ে চলে, আর রমলা তার অতিথির সকলশূণ্য করে যাওয়া ঘরে অস্থির মনে চলাফেরা করে আর ভাবে সব প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে কবে যে সে আসবে ! হঠাৎ চমক দিয়ে বলবে, প্রাণতোষ তোমাকে ভোলেনি। ভাবতেই কেমন লজ্জা ! মধুর আবেশ সারা অঙ্গে।

আজ অনেকদিন পরে ডিউটি সেরে ফেরার পথে প্রতিবেশী সঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা। উপযাচক হয়ে মৃণালিনী জিজ্ঞেস করল, প্রাণতোষ তো তোমার পরিচিত, যাকে পিজি রাখার জন্য আমার বাড়ি এনেছিলে ?

কেন বলুন তো ! পাল্টা প্রশ্ন করল সঞ্জয়, ভাড়া বাকী রেখেছে ?

না এমনিই। মুঙ্গেরের ঠিকানায় চিঠি দিয়েছিলাম, কিন্তু ...

ভ্রু কুঁচকে তাকাল সঞ্জয়। বলল, বাড়ি খোঁজার সময় লোকটা আমাকে বলেছিল, ওর বাড়ি জামশেদপুরে। সেখানে ওর বাপ–মা, বউ–বাচ্চা সবাই আছে।

(মধ্যমগ্রাম, কলকাতা)

প্রতি মাসের একটি সংখ্যায় মাঙ্গলিকীর পাতায় আমরা কবিতা, ছড়া, অণু গল্প প্রকাশের আয়োজন করেছি। কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। প্রতিটা রচনার শেষে প্রতিবার অবশ্যই ঠিকানা লিখুন। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। সুকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১ / 9903835611

নির্বাসন মুক্তি কী আদৌ ঘটবে ভারতীয় ফুটবলে

অরিঞ্জয় মিত্র

এক ধাক্কায় শূন্যে ফেরা। শূন্যে ফিরল ভারতীয় ফুটবল। বিশ্ব ফুটবল নিয়ামক সংস্থা ফিফার দণ্ডাদেশ নেমে এল ভারতের ওপর। বলাবাহুল্য নিকষ অন্ধকারে ঘনীভূত হল ফুটবল। শুধু এদেশ বলে নয় এ যেন পুরো ফুটবলের ওপর অভিশাপ ঘনীভূত হওয়া। ক্রিকেটের যেহেতু খুব চল এদেশে তাই ফুটবলের অন্ধকার হয়তো অনেককে ছুঁতে পারছে না। কিন্তু যে জগতকে ছুঁচ্ছে তাকে একেবারে কারেন্টের মতো শোকাহত করছে। বিশেষ করে এই বাংলা যেখানের অন্যতম থিম সঙই হল ' সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল' তার আঘাত তো অত্যন্ত গুরুতর। শতাব্দী প্রাচীন মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান যেন তরিদাহত। অবশ্য কলকাতা তথা বাংলার পাশাপাশি ফুটবলের চর্চা বেশ চলে আসছে দাক্ষিণাত্যের বেশ কয়েকটি রাজ্য। হাবিব, আকবর, বিজয়ন, জো পল আনচেরির মতো ফুটবলার উপহার দেওয়া দক্ষিণ ভারতে এইমুহূর্তে বেঙ্গালুরু এফসি, চেন্নাইয়ান, কেলারা ব্লাস্টার্স যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য নাম। আইএসএল-এর সৌজন্যে এখন এভাবে ক্লাবভিত্তিক মেরুকরণেই যে জোর দেওয়া হচ্ছে। সেদিক থেকেও অত্যন্ত বড় আঘাত ভারতের ওপর রাতারাতি নেমে আসা আন্তর্জাতিক অভিশাপ। আইএসলের মতো টুর্নামেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া মানে বিরাট বাণিজ্যিক ক্ষতি সংগঠিত হল। যদিও ক্লাবগুলি বলছে , বেশিরভাগ বিদেশি সই করানো হয়ে গিয়েছে, ফলে সেভাবে চিন্তা নেই। প্রসঙ্গত, ভারতীয় ফুটবলের ওপর আন্তর্জাতিক ব্যান নেমে আসা মানে এই নয় যে ঘরোয়া ফুটবল বন্ধ হয়ে গেল। ফলে আইএসএল হবে যথারীতি। কিন্তু নতুন করে কোনও বিদেশি সই করাতে পারবে না ক্লাবগুলো। এবারের মতো উতরে গেলেও ২০২৩ থেকে কিন্তু বড় সমস্যা হতে পারে। যদি না তার আগে আশার আলো দেখা যায়।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত ফুটবল নামটা শুনলে ভারতীয়দের মধ্যে কেমন যেন শ্লাঘা জন্মাত। যা কিছু কেন্দ্রীভূত হত তা ওই সুয়োরানী ক্রিকেটকে ঘিরে। তবে সব খারাপের মধ্যেও কিছু ভালো জিনিস থেকে যায়। আর সেই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে ভারতীয় ফুটবলে। সেটা হল সম্প্রতি ভারতীয় ফুটবল টিমের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ১০০ নম্বর স্থানে উঠে আসে। ভারতের ফুটবল নিয়ে যাঁরা একটু আধটু চর্চা করেন তাঁরা বুঝতে পারবেন দেশের এই অগ্রগতি যথেষ্ট উৎসাহজনক। কারণ এই কিছুদিন আগেও ভারত ছিল ১৬০-১৬২ টি টিমের পিছনে নেহাতই এক পিছনের সারির দল। সেই ভারতের প্রথম ধাপে উঠে আসা যথেষ্ট ইতিবাচক। এর জন্য কোচ স্টিভেন কনস্টানটাইনের নাম এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ

করতে হবে। তাঁকে আহামরি কিছু মনে নাই হতে পারে। কিন্তু তাঁর কোচিংয়ে ভারতের এই সাফল্য তা তো অস্বীকার করা যাবে না। বর্তমান কোচ ইগর স্তিমাচের কথা মাথায় রেখেও ভূতপূর্ব কোচের প্রশংসা করতে হবে। ধন্যবাদ প্রাপ্য সুনীল ছেত্রীর নেতৃত্বাধীন বর্তমান ভারতীয় ফুটবল দলও। বস্তুত বাইচুং ভুটিয়াদের আমল থেকে যে বীজ পোঁতা হয়েছে তার সুফল এখন পেতে শুরু করেছেন সুনীল ছেত্রীরা। তার সুফল হিসেবেই কলম্বিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে প্রায় সমান তালে যুদ্ধ চালিয়ে গেছে ভারত। 'বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সূচাগ্র মেদিনী', এটাই যেন চালু শ্লোগান হয়ে উঠেছে ভারতীয় ফুটবলে।

চিরিচ মিলোভানের কোচিংয়ে ১৯৮৪ সালের নেহরু গোল্ড কাপে শেষবার এতটা প্রত্যয়ী দেখিয়েছিল ভারতীয় দলকে। সেসময়ের অখ্যাত মনোরঞ্জন, সুব্রত, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, বিদেশ বোসেদের আন্তর্জাতিক পরিচিতি ঘটিয়েছিল এই টুর্নামেন্ট।

ভারতীয় ফুটবল যে র‍্যাঙ্কিংয়ের দিক থেকে অনেকটাই এগিয়েছে তা বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই নজরে আসছে। এতটা ধাপ এগনো যে শুধুমাত্র সাধারণ উদ্যোগে যে সম্ভব নয় তাও মোটের ওপর পরিষ্কার। আসলে অনেকদিনের পরিকল্পনার ফসল এখন একটু একটু করে তুলতে শুরু করেছে ভারতীয় ফুটবল। আর এর অন্যতম বড় অনুঘটকের নাম নিঃসন্দেহে আইএসএল। বিদেশি প্লেয়ারদের ও বিশ্বকাপারদের সঙ্গে খেলার সুযোগ অভাবনীয়ভাবে পেয়ে চনমনে হয়ে উঠেছে ভারতীয় ফুটবলাররা। এর সঙ্গে আইলিগে বিদেশি খেলোয়াড় বাড়ানোর সিদ্ধান্তও নিশ্চিতভাবে পক্ষে গিয়েছে। মোদ্দা কথা বিদেশিদের সঙ্গে এক টিমে বা বিপক্ষে খেলতে খেলতে এক অন্য ধরনের মানসিকতা তৈরি হয়েছে। যা রাফ অ্যান্ড টাফ করে তুলেছে ভারতীয় নতুন প্রজন্মকে। এভাবেই ক্রমোন্নতির দিকে আগুয়ান হয়েছে ভারতীয় ফুটবল।

দেশের ফুটবল যে এভাবে এগোচ্ছে তার সিংহভাগ কৃতিত্ব স্থানীয় ভিত্তিতে ফুটবলের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে। যা এদেশের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। বস্তুত, এখন ভারতীয় ফুটবল সারা দুনিয়ার লাইমলাইটে চলে এসেছে। আই লিগের দিকে তাকালে দেখা যাবে এখানে গত কয়েকবছর ধরে এক নতুন ধরনের ট্রেন্ড গড়ে উঠেছে। সেটা হল গুটি কয়েক ক্লাবের বাইরে গিয়ে ফুটবল খেলার বিকেন্দ্রীকরণের ঘটছে। সেজন্যই ৪-৫ বছরের মধ্যে বেঙ্গালুরু এফসি, আইজল, লাজং এফসি, পাঞ্জাব মিনার্ভা, চেন্নাই এফসি প্রভৃতি দলের আবির্ভাব ঘটেছে। আর এই দলগুলো প্রমাণ করে দিয়েছে তারা এই মুহূর্তের সেরা ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের থেকে কোনও অংশে কম নয়। আর এটাই পার্থক্য গড়ে দিতে শুরু করেছে। এদের মধ্যে ভারত অধিনায়ক সুনীল তাঁর ক্লাব দল বেঙ্গালুরুকে পর্যন্ত ভারত সেরা করার পাশাপাশি চ্যাম্পিয়ন অফ চ্যাম্পিয়ন্স করেছেন।

দীর্ঘদিন ধরেই এদেশে ফুটবল দুয়োরানীর মতো এক কোনে পড়ে থাকত। ক্রিকেটের একজন ছোটখাটো তারকা যে সম্মান পান তার ছিটেফোঁটা পেতে দেখা যেত না ফুটবল তারকাদের। জাতীয় দলের প্লেয়ারদের ঘিরেও সেই উন্মাদনা কোনওদিন তৈরি হয়নি। অথচ বিশ্বকাপ এলে দেখা যাবে বিভিন্ন দেশের সমর্থনে বিভক্ত হয়ে আম ভারতীয় সমর্থকরা কেমন ফুটবল-উন্মাদ হয়ে উঠবেন। তাঁরা কি চান না তাঁদের দেশ একবার বিশ্বকাপে খেলুক। কোরিয়া, চিন, জাপান বা ইরান-ইরাক, সৌদির মতো ভারতীয় তিরঙ্গাও বিশ্ব ফুটবলে নাড়া দিক। সেজন্যই দরকার মনোভাব পালটানোর। আগের ভুল শুধরে এখন থেকেই সুনীল ছেত্রীদের যথাযথ মর্যাদা দেওয়া। এটা ঠিক একদিনেই হয়তো সব পালটে যাবে না। তাও এখন থেকেই মূল্যায়ন না করলে সঠিক সময় সঠিক জায়গা পাওয়া সম্ভব নয়। প্ল্যানিংটাও হতে হবে বিজ্ঞানভিত্তিক। কোনও আবেগের তাড়নায় ভেসে গেলে চলবে না। বালাবাহুল্য, প্ল্যানিংয়ের ক্ষেত্রে এ, বি, সি সহ বেশ কিছু জায়গা খোলা রাখতে হবে। যার ফলে কোনও প্রতিকূলতার সামনে ভারতীয় ফুটবল বেসামাল না হয়ে পড়ে। এমনিতে দেশের ফুটবল যে খাতে এগোচ্ছে তা একদম ঠিকঠাক বলেই মনে হচ্ছে। এর সঙ্গে সময়মতো কিছু পরিমার্জন আরও ক্ষুরধার করে তুলতে পারে পুরো পরিকল্পনাটিকে।

নবনিযুক্ত কোচকে নিয়ে বেজায় খুশি অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী। স্টিভন কনস্টানটাইনের জায়গায় ইগর স্তিমাচের যোগদানকে স্বাগত জানিয়েছেন ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার। এই মর্মে সুনীলের টুইট, ইগর বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্যায়ে কোচিং করিয়েছেন। ওর অভিজ্ঞতা ভারতীয় ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। আমরাও চেষ্টা করব তার শিক্ষাকে যথাসম্ভব কাজে লাগাতে। ইগরকে টিম ইন্ডিয়ার অন্দরমহল যে স্বাগত জানানোর প্রতীক্ষায় রয়েছে তাও জানিয়েছেন সুনীল।

এটা জানাতে ভোলেন নি তিনি, কোচ হয়তো পালটেছে। আমাদের মানসিকতার কোনও পরিবর্তন হয়নি। নিজেদের একশো শতাংশ উজাড় করে দেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত রয়েছি। সুনীল এও বলেছেন, আমি দলের ছেলেদের সঙ্গে কথা বলেছি। ওদের তৈরি হতেও বলেছি। সামনের প্রতিযোগিতায় নিজেদের সেরাটাই ভারতীয় দল তুলে ধরবে।

এতকিছু আশার সাগরে জল ঢেলে দিল ভারতের ওপর চাপানো ফিফার এই নির্বাসন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভারতীয় ফুটবলের উন্নতি নিয়ে ছক কষা হয়েছে তা নিমেষে লুটোপুটি খাচ্ছে বাস্তবের মাটিতে। যদিও এতকিছু খারাপের মধ্যে আশার আলোও রয়েছে। কেন্দ্র আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছে ফিফার অভিশাপ থেকে ভারতীয় ফুটবলকে মুক্ত করতে। এর জন্য ভারতের সর্বোচ্চ আদালতে আবেদনও করা হয়েছে। যদি শেষপর্যন্ত ইতিবাচক রায় আসে তাহলে মোড় ঘুরতেও পারে। যদিও এরপর বিষয়টা গড়াবে আন্তর্জাতিক আইনি বেড়াজালে। সেই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসা গেলে ফের ভারতের ফুটবল গতি পেতে পারে।

সোনার ছেলে অচিন্ত্যকে রাজ্য সরকারের সংবর্ধনা

মলয় সুর : খেলা হবে দিবস উপলক্ষ্যে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে রাজ্য সরকারের তরফে কমনওয়েলথ গেমসে সোনার ছেলে অচিন্তা শিউলিকে সংবর্ধিত করলেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং ছিলেন রাষ্ট্রমন্ত্রী মনোজ তেওয়ারি। পাশাপাশি তাঁকে ৫ লাখ টাকার চেক দিলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। কমনওয়েলথ গেমসে ভারোত্তলনে সোনা জয়ী অচিন্ত্য শিউলি যেন হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা। তিনি এলেন দেখলেন, জয় করলেন। বাড়িতে আসার পর থেকে সারাদিন শুধুই সেলফি তোলার আবদার মেটান সোনাজয়ী অ্যাথলিট। বাড়ি থেকে বেরোনার জো নেই। বেরোলেই ছেঁকে ধরছে সকলে। হাওড়া পাঁচলার দেউলপুর শিউলি পাড়ায় টালির বাড়িতে এর ঘরের ছেলের সোনার মেডেলের ঝলকানিতে দেশের শিরোনামে উঠে এসেছে দেউলপুরের অজপাড়া-গাঁ। মঙ্গলবার ৯ আগস্ট এদিন আবেগে ভেসে যাওয়া ভিড় দেখে আপ্লুত অচিন্ত্য বলেন, পোডিয়ামে উঠে স্বর্ণপদক নিতে, আর বেজে চলেছে জাতীয় সংগীত। সেটাই ছিল সেরা মুহূর্ত। দেশের প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আমার সাফল্যে টুইট করেছিলেন। চোখে জল, মুখে হাসি নিয়ে অচিন্ত্যের মা পূর্ণিমা

শিউলি বলেন, অনেক কঠিন লড়াই করে ছেলে আমার মুখ উজ্জ্বল করেছে। ওর অনেক আবদার অভাবের জন্য মেটাতে পারিনি। ২০১৩ সালে বাবাকে হারানোর পর চরম আর্থিক কষ্টে জরির কাজ করে দুটো পয়সা আয়ের চেষ্টা শুরু করেছিলেন তাঁর মা পূর্ণিমা। সেই কাজে হাত লাগিয়েছিলেন অচিন্ত্য ও তাঁর দাদা অলোক। এক সময় অলোক ভারোত্তলন করতেন। জীবনে তাদের প্রথম কোচ ছিলেন অষ্টম দাস। বাড়ির কাছেই অষ্টম দাসের আখড়ায় অচিন্ত্য বডি ওয়েট লিফটিং শুরু করেন। যদিও তাঁর দাদাকে দেখেই ভারত্তোলনে আসা। অষ্টমের আখড়ায় বর্ষাকালে জল থই থই অবস্থা হয়।

বাড়িতে এসেছিলেন সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়। স্থানীয় বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ তাঁকে ২৫ হাজার টাকার চেক তুলে দিয়ে যান। অচিন্ত্য লড়াই করে সাফল্যের অন্যতম শিখরে পৌঁছে গিয়েছে। সমস্ত কঠিন পরিস্থিতিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তা উতরোতে হয়েছে। পঞ্জাবের পাতিয়ালার সাই সেন্টারে দুবেলা সে ভারোত্তলন প্র্যাকটিশ করতো। এই দৃশ্যটা একেবারে প্রতিদিন রুটিন ছিল। জুলাইয়ের শেষ দিকে কমনওয়েলথ গেমসের জন্য তাঁর মরণপণ সংগ্রাম। সে খেলা ইন্ডিয়া ইয়ুথ গেমসে সোনা। বিশ্ব জুনিয়র ভারোত্তোলনে রুপো, অচিন্ত্য বার্মিং হামের কমনওয়েলথ গেমসের ৭৩ কেজি বিভাগে ভারতীয় দলের ১২ জনের ভারত্তোলক দলের একজন হন। অচিন্ত্য কখনই নিজের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হন নি। কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপে যে বিভাগে সোনা জিতেছিলেন কমনওয়েলথ গেমসেও সেই ৭৩ কেজি বিভাগেই সোনা জেতেন অচিন্ত্য। সুতরাং, আগামী দিনে তাঁর লক্ষ্য অলিম্পিক।

স্বাধীনতা দিবসে ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ দেশের পঁচাত্তরতম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে ছোট আলুন্দা গ্রামের কিছু ছেলে মিলে একটা ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করে । এই ফুটবল টুর্নামেন্টটি প্রতি বছর ছোট আলুন্দা গ্রামে পনেরো আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়। এবার টুর্নামেন্টে ছয়টি ফুটবল দল অংশগ্রহণ করেছিল । ফাইনাল খেলায় চ্যাম্পিয়ন হয় এম ব্রাদার্স এবং রানার্স হয় তাসলিম নাইন। নেহরু যুবকেন্দ্র এবং পূর্বপল্লী স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে হেতমপুর গ্রামে যথাচিত মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয় স্বাধীনতা দিবস। রাজনগর সেম এজ গ্রুপের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পূর্তিতে পরিবেশ সচেতনতা ও সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ সংক্রান্ত প্রচার নিয়ে রাজনগরে বাইক র‍্যালি করা হয়।

সাংবাদিক একাদশ বনাম মহকুমা পুলিশ একাদশ

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার বিধায়ক পরেশরাম দাসের উদ্যোগে মঙ্গলবার খেলা দিবস উপলক্ষে ক্যানিং স্পোর্টস কমপ্লেক্স ময়দানে অনুষ্ঠিত হল এক প্রীতি ফুটবল টুর্নামেন্ট।এদিন ক্যানিং সাংবাদিক একাদশ বনাম ক্যানিং মহকুমা ফুটবল একাদশ অংশ গ্রহণ করে। ফুটবল টুর্নামেন্টের সূচনা করেন বিধায়ক পরেশরাম দাস। উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দিবাকর দাস,ক্যানিং থানার আইসি সৌগত ঘোষ, জীবনতলা থানার ওসি সমরেশ ঘোষ, গোসাবা থানার ওসি

সৌমেন বিশ্বাস, জীবনতলা থানার ওসি সমরেশ ঘোষ, ট্রাফিক ওসি দেবপ্রসাদ সরদার, জেলা পরিষদ সদস্য সুশীল সরদার, সাংবাদিক সাজাহান সিরাজ, দেবব্রত মন্ডল, বিশ্বজিত পাল, সৌরভ বিশাল, কুতুবুদ্দিন মোল্লা, শান্তনু নস্কর,রাজু দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্ট সাংবাদিকগণ। এদিন টুর্নামেন্টের নির্দিষ্ট সময়ে ক্যানিং সাংবাদিক একাদশ ৫-১ গোলে পরাজিত হয়। এদিন টুর্নামেন্টে হ্যাট্রিক করে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছে ক্যানিং মহকুমা পুলিশ একাদশ এর সুজিত সাহা। খেলা শেষে জয়ী ও বিজয়ী দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস।

আর্থিক দুর্দশায় ভারাক্রান্ত কাম্বলি

অরিঞ্জয় মিত্র ঃ বিনোদ কাম্বলি নামটির সঙ্গে এই প্রজন্ম ঠিক পরিচিত নয়। নব্বইয়ের দশকে কুমার শানুর উত্থান ও মনমোহন সিংয়ের নেতৃত্বে তথ্যপ্রযুক্তির যুগান্তকারী আবির্ভাবের সঙ্গে বিনোদ কাম্বলি কিন্তু জুড়ে ছিলেন। এলাম, দেখলাম, জয় করলাম গোছের মানসিকতা নিয়েই কাম্বলির উত্থান। বলাবাহুল্য, পরবর্তীতে ভারতীয় ক্রিকেটকে শাসন করা বাল্যবন্ধু শচীন তেন্ডুলকর ও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সূচনাটাও ঠিক সেই সময়ই। অথচ পরবর্তীতে দেখা গেল শচীন, সৌরভের আলোকছটায় উদ্ভাসিত দেশ তথা বিশ্ব। আর কাম্বলিকে ঘিরে ঘোর অমাবস্যার তমসা। বস্তুত, ভারতীয় দলে একশোর বেশি ওয়ান ডে এবং ১৭ টি টেস্ট খেলা বিনোদ কাম্বলি আজ মারাত্মক দুর্দশার সামনে। বিনোদ কাম্বলির এই পরিণতি দেখে অনেকেই খুব ব্যথিত। কাম্বলি নিজে বলছেনও সেকথা। ভারতের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছিলেন বলে বিসিসিআই তাঁকে যে পেনশন দেয় সেটা নিয়েই কোনওরকমে জীবনধারন করছেন কাম্বলি। বাল্যবন্ধু শচীনের প্রতি মুখে কোনও ক্ষোভের কথা বলেন নি । বরং বলছেন শচীন তো আমাকে একটি ট্রেনিং সেন্টারের দায়িত্ব দিয়েছিল। কিন্তু দূরত্বের জন্য সে কাজ করা সম্ভব হয় নি। যদিও আড়ালে-আবডালে শচীনের প্রতি তাঁর অভিমান কম নয়। একটি অংশ অবশ্য বিনোদ কাম্বলির এই জীবনযাত্রার জন্য তাঁর অসংযমী জীবনযাত্রাকে কাঠগড়ায় তুলছেন। তাঁদের বক্তব্য, এই পরিণতির জন্য দায়ী স্বয়ং কাম্বলি। তাও মানবিকতার স্বার্থে অনেকেই চাইছেন বিনোদকে আবারও আলোয় ফেরাতে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড, মহারাষ্ট্র ক্রিকেট সংস্থা ইত্যাদির দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন তারা।

ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ খেলা হবে দিবস উপলক্ষে বাসন্তী ব্লকের কুলতলী নারায়ণতলা রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হলো এক ফুটবল টুর্ণামেন্ট। বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতি,বাসন্তী ব্লক সমষ্টি উন্নয়ণ আধিকারিক ও ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তর এর উদ্যোগে বিডিও বাসন্তী একাদশ ও বাসন্তী ব্লক জিপি এমপ্লয়িজ একাদশ অংশ গ্রহণ করে টুর্ণামেন্টে। খেলায় টানটান

উত্তেজনা মুহূর্ত ছিল নজরকাড়া। এদিন খেলার নির্ধারিত সময়ে বাসন্তী বিডিও একাদশ ৩-১ গোলে বাসন্তী ব্লক জিপি এমপ্লয়িজ একাদশ কে পরাজিত করে জয়লাভ করে। খেলায় উপস্থিত ছিলেন বাসন্তীর বিডিও সৌগত কুমার সাহা, বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল, বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কামালউদ্দিন লস্কর, জেলা পরিষদ সদস্যা তথা শিক্ষিকা শঙ্করী মন্ডল, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ হীরা সরকার, ব্লক যুব দপ্তরের আধিকারিক তাপস রানা, আমীর শাহ ছাড়াও অন্যান্য বিশিষ্টরা। ছিলেন নারায়ণতলা রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দিরের শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্র ছাত্রী এবং এলাকার কয়েক হাজার ক্রীড়াপ্রেমী দর্শক। এদিন টান টান উত্তেজনা পূর্ণ ম্যাচে ২ গোল করে ম্যান অফ দ্য মাচ নির্বাচিত হয়েছেন জয়ী দলের রবিউল হক। খেলা শেষে বিজয়ী দলের অধিনায়ক তপন ঘরামী'র হাতে পুরষ্কার তুলে দেন বিধায়ক শ্যামল মন্ডল।

নামখানায় খেলা হবে দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে নামখানা ব্লকের খেলা হবে দিবস উদযাপিত হলো। প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নামখানা ব্লকের দক্ষিণ চন্দ্রনগর স্টেডিয়াম মাঠে এই খেলা হবে দিবস পালিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ তথা গঙ্গাসাগর ও বকখালি উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মালি। উপস্থিত ছিলেন নামখানা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কল্পনা মালি মন্ডল, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন নামখানা ব্লকের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অর্পণ নায়েক। ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের যুব নেতা অভিষেক দাস সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। এদিন পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে খেলা শুরু হয়।এদিন ফুটবলে বল মেরে খেলার উদ্বোধন করেন গঙ্গাসাগর বকখালি ডেভলপমেন্ট অথরিটি চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মালী, নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কল্পনা মালী মন্ডল,নামখানা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অর্পণ নায়েক। খেলা হবে দিবসে ১০ টি টিম এই খেলায় অংশগ্রহণ করেন।এই প্রসঙ্গে গঙ্গাসাগর বকখালি ডেভলপমেন্ট অথরিটি চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মালী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী অনুপ্রেরণায় ১৬ আগস্ট সারা রাজ্যের খেলা দিবস হিসেবে পালন হচ্ছে। নামখানা পঞ্চায়েত সমিতি ও ব্লক যুব করনের উদ্যোগে হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন চন্দ্রনগর স্টেডিয়াম ময়দানে অনুষ্ঠিত হল খেলা দিবস। আমাদের ঘরে ঘরে যাতে ব্রাজিলের মতো ফুটবল তারকা উঠে আসে তার জন্য এই খেলা। ফুটবল খেলা আমাদের অত্যন্ত প্রিয় । যুবগোষ্ঠী যাতে এই খেলাতে উন্নত হয়, এবং খেলার মান আরো বৃদ্ধি পাক ও মমতা ব্যানার্জির স্বপ্নের প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করার জন্য আমাদের এই ১৬ আগষ্ট খেলা দিবস পালন করছি। এদিন খেলায় জয়ী হয় শিবরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ও রানার্স হয় হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। খেলার মাঠে দর্শকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

মুচিশা মাঠে খেলা হবে দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ গত ১৬ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের উদ্যোগে এবং বজবজ-২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির ব্যবস্থাপনায় মুচিশা মাঠে খেলা দিবস উদযাপিত হল। নোদাখালী থানা ও বজবজ-২ ব্লক একাদশ ও জেলা পরিষদ একাদশ দুই দলের একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। টান টান উত্তেজনার মধ্যে ট্রাইবেকারে জেলা পরিষদ একাদশ জয় লাভ করে। ম্যান অফ দি ম্যাচ হন রাহুল চক্রবর্তী। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন

সমিতির সভাপতি রীতা মিত্র, সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জী, জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী, সদস্যা শিখা রায়, নোদাখালী থানার আইসি পার্থসারথী ঘোষ, জয়েন্ট বিডিও সেখ সওকত আলী প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বাচিক শিল্পী কুনাল মালিক।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com